ভূমিকা

দালনা বাঙ্গালীগণের একটি প্রিয় ব্যঞ্জন। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সুপাচকগণ উপকরণগুলি সামান্য মশলা সহযোগে উত্তমরূপে ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া লয়। ঐরূপে ভর্জ্জিতকরণ সুপাচক ভিন্ন অন্যের দ্বারা হয় না। সুপাচকের দ্বারা উত্তমরূপে ঘৃতভর্জ্জিত উপকরণ লইয়া অপাচকেও দালনা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পরে ভারতবর্ষে বহু সুকবি প্রাদুর্ভূত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় বহু কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন যাহা আজিও কাব্যরসজ্ঞগণের মনে আনন্দ উৎপাদন করে। কবিত্বমাধুর্য্য, ভাবগৌরব, পদলালিত্য ও প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি বহু গুণের জন্য মহাকবি কালিদাসই যে ঐ কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে মতভেদ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশে বহু ভাষায় কালিদাসের কাব্যসমূহ অনুবাদিত হইয়াছে এবং সে সকলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনাও হইয়াছে। এই কাব্যরসজ্ঞগণ সুপাচকের ন্যায় কালিদাস-উপকরণ এরূপ উত্তমরূপে সমালোচনাঘৃতভর্জ্জিত করিয়াছেন যে অপাচকেরও আহারযোগ্য দালনা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে এই চিন্তাই আমাকে শকুন্তলা-রহস্য-রূপ দালনা রচনায় প্ররোচিত করিয়াছে। স্বাদু না হইলেও সুধীগণের দ্বারা ইহা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি—

'আনন্দকুটীর', বাঁকুড়া

১৩৬৫ সন

গ্রন্থকার

শকুন্তলা-রহস্য

অবতরণিকা

১। কালিদাস

বুদ্ধদেবের জন্মের পরে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দেড় হাজার বৎসর কাল ভারতবর্ষের সর্ব্বোত্তম গৌরবের সময়। ঐ সময়ের মধ্যে মৌর্য্য, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের প্রাতুর্ভাব হয়। ঐ সময়েই চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, শালিবাহন, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি সুবিখ্যাত রাজগণ প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়ে চাণক্য, ভরত, গুণাঢ্য, সুবন্ধু, কালিদাস, শূদ্রক, মাঘ, বাণ, শ্রীহর্ষ, ভারবি, বিশাখ দত্ত, আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির প্রভৃতি মহামনীষিগণ প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই অজন্তার পর্ব্বত গুহায় বিস্ময়কর চিত্রাবলী রচিত হইয়াছিল। ঐ সময়েই ভারতের উৎসাহসম্পন্ন শ্রেষ্ঠি বাণকগণ সমুদ্রগামী সুবৃহৎ নৌকাসমূহে আরোহণ করিয়া বলী, যবদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব্ব এসিয়ার দেশসমূহে বাণিজ্যকার্য্য চালাইতেন এবং সেই সূত্রে বহু স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা সম্প্রসারিত করিতেন। ঐ সময়ে ভারতে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধনুর্বিদ্যা, সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যার

এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ কলাবিদ্যার চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। ঐ সময়ে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যারও প্রভূত উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল। ঐ সময়েই অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, নিম্বাদিত্য, রামানুজ প্রভৃতি মহামানবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদের ভাষ্য ও টীকাদির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান বিসর্পিত করেন। ভারতের ঐ গৌরবোজ্জ্বল সময়েই মহাকবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় ঐ সকল মনীষিগণের জন্মকাল, জন্মস্থান, জন্মবংশ, স্থিতিকাল, পিতামাতার নাম প্রভৃতি নিঃসংশয়ে জানিবার মত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। সমসাময়িক লেখকগণের দ্বারা কোন মনীষির জীবনচরিত রচিত হইয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সে সময়ে জীবন-চরিত রচনার প্রথাই ছিল না। কবি কালিদাসের সময় ও স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। কালিদাসের ও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী লেখকগণের লেখা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কালিদাসের সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন। কাহারও মতে মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৬ বৎসরে ছিলেন, কাহারও মতে খ্রীষ্টপরবর্ত্তী তৃতীয় শতকে, কাহারও মতে চতুর্থ শতকে এবং কাহারও মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ছিলেন। প্রমাণ বাহুল্যে এবং কালিদাস সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি সমূহের সহিত ঐক্যের জন্য শেষের মতটি অর্থাৎ কালিদাস খ্রীঃ পঞ্চম শতকে ছিলেন, ইহাই অধিকাংশ লোকের

গ্রাহ্য। ঐ মতে ইহাও স্থির হইয়াছে যে কালিদাস গুপ্তবংশীয় রাজগণের সভাসদ ছিলেন।

খ্রীঃ চতুর্থ শতকের পুর্ব্বে গুপ্ত রাজগণ মগধের এক ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে একজন গুপ্তবংশীয় রাজা, লিচ্ছবীবংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া বহু সহায় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিই গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং গুপ্ত-বংশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা। ৩৩০ খ্রীষ্টাদে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্ত অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালে দিগ্বিজয়ের দ্বারা ভারতের এবং ভারতের বাহিরের বহু ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে সম্রাটোচিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া আপন রাজ্যকে সাম্রাজ্যে এবং আপনাকে সম্রাটে পরিণত করেন। ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (যিনি পিতামহের নামিত ছিলেন) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যও বিশেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী জয় করেন এবং তথায় আর এক রাজধানী স্থাপন করেন। মনে হয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের বেশীর ভাগ সময় উজ্জয়িনীতেই অতিবাহিত হইত, পাটলিপুত্রে তাঁহার অবস্থিতি কম সময়ই হইত। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে অর্থাৎ ৪০৫ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ নিযুক্ত

হন। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন এবং বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল ৪৫৫ হইতে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষ সময়ে গুপ্ত রাজ্যের সভাসদ পদে নিযুক্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালের শেষ কয় বৎসর এবং কুমারগুপ্তের সমস্ত রাজ্যকাল ঐ পদে সমাসীন থাকিয়া স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের ৪৬০ হইতে ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে গতাসু হন। ইহা হইতে অনুমান হয় কালিদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৪০৫—৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসভাসদ পদে নিযুক্ত হইবার সময় তাঁহার বয়স খুব কম করিয়া ধরিলেও ৩০ বৎসর ছিল, ৪৬০—৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ধরিলেও তিনি ৮০ হইতে ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের পরে ভারতবর্ষে বহু সুকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে সকল মনোরম কাব্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন সে সকল আজও ভারতের গৌরবের বিষয়। আজও বহু দেশের কাব্যরসপিপাসু পণ্ডিতগণ ঐ সকল কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ইহা সর্ব্বসম্মত যে বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে কবিত্বের মাধুর্য্যে ও মহত্ত্বে কালিদাসই শ্রেষ্ঠতম কবি। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অভিমত, প্রবাদ ও কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রসন্ন রাঘব প্রণেতা জয়দেব কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।

কবিতার জন্মদাতা পিতা বাল্মীকি, ব্যাসদেব তাহাকে পালন করিয়া লীলাসম্পদে সুশিক্ষিতা করেন ; কিশোরী কবিতা বিদর্ভ-রীতিরূপ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীকালিদাসকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। বৈদর্ভী কবিতা যে কালিদাসের স্বয়ং-বরবধূ এই অভিমত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু পণ্ডিতই সমর্থন করেন। মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন যে কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবি কালিদাসের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না—এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।"

কালিদাস সম্বন্ধে বহু প্রবাদ ও জনশ্রুতিই প্রচলিত আছে। একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক জনশ্রুতির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। কালিদাসের সময়ে কর্ণাটরাজের এক বিদূষী মহিষী ছিলেন। কাব্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত অনেকেই খুব মূল্যবান মনে করিতেন। ঐ কর্ণাটরাজমহিষী অত্যন্ত পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্য

গর্ব্বিতা ছিলেন। কালিদাসের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাগজও ছিল না। পুস্তক লিখিত হইত নানাজাতীয় বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে এবং ভূর্জ্জগাছের ত্বকে, যাহাকে ভূর্জ্জপত্র বলা হইত। কালিদাস তাঁহার রচিত কাব্যসমূহ বহু যত্নে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কর্ণাটরাজ-মহিষীকে উপহাররূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুকূল অভিমতের প্রতীক্ষা করেন। পাণ্ডিত্যগর্ব্বিতা কর্ণাটরাজপ্রিয়া পুঁথিগুলি পাঠ না করিয়াই একটি কবিতা লিখিয়া ভৃত্যের হস্তে সেটি কালিদাসকে পাঠাইয়া দেন। কবিতাটি এই—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপর
স্তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিজগতগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া॥

ইহার অর্থ প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয়,—একজন অর্থাৎ ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিনলিনে জন্মিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন; তারপরে একজন গঙ্গাপুলিনে বা দ্বীপে জন্মিয়া, অর্থাৎ দ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদসংগ্রহ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত গ্রন্থ ও পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন; অপর বা তৃতীয় ব্যক্তি বল্মীক হইতে বাহির হইয়া বাল্মীকিমুনিরূপে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। এই তিনজনই কবি এবং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য ত্রিজগতের গুরু। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। অর্ব্বাচীন তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের যে সকল ব্যক্তি গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা চিত্তের চমৎকারিত্ব জন্মায়, আমি কর্ণাটরাজপ্রিয়া তাহাদের মস্তকে আমার বামচরণ স্থাপন করি। অর্ব্বাচীন

লেখকগণের প্রতি গর্ব্বিতা বিদুষীর অবজ্ঞার ভাব এরূপ প্রবল যে তিনি তাঁহাদের মাথায় বাম পায়ের লাথি মারিতেই উৎসুক, দক্ষিণ চরণ ব্যবহার করিতেও নারাজ। কর্ণাটরাজপ্রিয়া অতিগর্ব্বিতা হইলেও মনুষ্যত্বহীনা ছিলেন না। অবসর সময়ে কালিদাসের উপহৃত পুঁথি পাঠ করিয়া যখন দেখিলেন সেগুলি শ্যামিকাহীন বিশুদ্ধ স্বর্ণ তখন যানবাহনসহ কর্ম্মকারক পাঠাইয়া বহু সমাদরে কবিকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া রত্নসিংহাসনে বসাইলেন এবং কবির পদতলে বসিয়া তাঁহার বামচরণ নিজের মস্তকে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কবিতাটিই আবৃত্তি করিলেন। ঐ কবিতার শেষ চরণের অন্বয় দুই রকম হয়,—(১) কর্ণাটরাজপ্রিয়া অহং তেষাং মূর্দ্ধ্নি মম বামচরণং দধামি ; আর কালিদাসের পূজাকালে (২) কর্ণাটরাজপ্রিয়া অহং তেষাং বামচরণং মম মূর্দ্ধ্নি দধামি।

কর্ণাটরাণী প্রথমে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন অন্বয়ের সাহায্যে তাহার প্রতিবিধান করিয়াছিলেন। ভারতবাসী আমরা কিন্তু অন্যায় বা অনুচিত কার্য্য করিয়াই চলিয়াছি ; অন্বয়ের ধারে পাশেও যাই না, অন্যায় উপশমের কোন চেষ্টাও করি না। কালিদাসের পরে দেড় হাজার বৎসর মধ্যে বহু কাব্যরসিক, মনীষী, সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সাধারণ মানুষে যাহাতে কাব্যামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে সেরূপ কোন সমালোচনা গ্রন্থ কেহই রচনা করেন নাই। ইংলণ্ডে সেক্‌স্‌পীয়র, বেন্ জনসন্, মার্লো, গ্রীন প্রভৃতি কবিগণের কাব্যামৃত উপভোগের সহায়ক এত বেশী সংখ্যক সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে উচ্চশিক্ষিতদের ত কথাই নাই, অল্পশিক্ষিতগণও ঐ সকলের

সাহায্যে স্বদেশের কাব্যসমূহের রসাস্বাদন করেন। আমাদের দেশে সংস্কৃত ছাড়া বাংলা কাব্যের সমালোচনার অভাবও অনুভূত হয়। বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সমূহের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সব কবিতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা এখন চাই আমাদের দেশে বহু হেজলিট্, ড্রাই-ডেন, বার্গসন, ক্রোচে, অ্যাবারক্রম্বি, রিচার্ডস্ প্রভৃতির আবির্ভাব হউক। যখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুপণ্ডিত, কাব্যরসিক তরুণগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে তখন কামনা পূর্ণ হইবার আশা হয়।

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তল, শ্রুতবোধ, পুষ্পবাণবিলাস, নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা প্রভৃতি বহু কাব্যই কালিদাসের রচিত বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। পণ্ডিত-গণের বিচারে ঐ কাব্য সমূহের সবগুলি কালিদাসের রচিত নয়। কালিদাসের ভাষার ও ভাবপ্রকাশের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। রুচির বৈশিষ্ট্যও সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত কাব্যসমূহে চিত্তোৎকর্ষ ও চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের প্রতি কবির বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে দেখা যায়। কুমারসম্ভবের শেষ নয় সর্গ, নলোদয়, শৃঙ্গার তিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক, পুষ্পবাণবিলাস ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা যে মহাকবি কালিদাসের লেখনীপ্রসূত নহে ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতের মত। শ্রুতবোধ কালিদাসের হইলেও হইতে পারে। বর্ত্তমানে কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ। মল্লিনাথ উহার অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শেষের নয় সর্গ অন্যের রচনা। মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে সপ্তম সর্গ

পর্য্যন্তই কালিদাসের রচনা, শেষ দশ সর্গ কোন অল্পশক্তি কবির রচনা। রঘুবংশ, মেঘদূত, ঋতুসংহার, কুমারসম্ভবের প্রথম আটসর্গ, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান শকুন্তল যে কালিদাস রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। অভিজ্ঞান শকুন্তল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাষায় যে সকল দৃশ্যকাব্য বা নাটক রচিত হইয়াছে বহু সুপণ্ডিত সমালোচকের মতে সেগুলির মধ্যে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল, সেক্‌সৃপীয়রের হ্যাম্‌লেট্‌ এবং গেটের ফাউষ্ট এই তিনখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ তিনখানি নাটকের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম সে আলোচনা কোন সমালোচক করিয়াছেন কি না জানি না। ভূমার কাছে, বৃহতের কাছে মনুষ্যবুদ্ধি শ্রদ্ধাভরে অবনমিত হয়, তাহার বিচারবুদ্ধি বিহ্বল ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ঐ নাটক তিনখানির তুলনামূলক সমালোচনার অভাবের উহাই অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

ইহা সকলের সুবিদিত যে গেটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমগ্র ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যসম্রাট্‌ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখক শিলার লিখিয়াছেন, "The greatest mind that Germany ever produced with the single exception of Luther" —লুথারকে ছাড়িয়া জার্ম্মেনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। গেটে ছিলেন

একাধারে কবি, দার্শনিক, সমালোচক, গাণিতিক ও রাজনীতিক। তাঁহার আসন এরূপ সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় যেসকল পুস্তক রচিত হইত সেসকলের মধ্যে তিনি যেগুলিকে সাহিত্যের পংক্তিতে স্থান দিতেন সেইগুলিই সাহিত্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইত, অন্যগুলি অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়াই থাকিত। তিনখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের মধ্যে 'ফাউষ্ট' নাটকখানি গেটের রচিত। তিনি উহা তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করেন। উচ্চ সমালোচক গেটে তাঁহার নিজের রচিত নাটকটিকে নিজের সমালোচনার শাণে স্থাপন করিয়া তাহার সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন, পরিমার্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার বিরাশি বৎসর বয়সে সেটিকে শাণমার্জ্জিত হীরক রূপে সম্পূর্ণ করেন।

গেটে সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। বহুভাষাবিৎ মনীষী সার উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে একজন পণ্ডিতের সহায়তায় **Fatal Ring**—মারাত্মক বা অশুভ অঙ্গুরীয়ক নাম দিয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলের একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐরূপ অনুবাদে মূলের গল্পভাগ বা কাঠামোখানি খাড়া করা ভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যে রক্ষিত হয় না ; ব্যঞ্জনা, লক্ষণা, শ্লেষ ও বিবিধ অলঙ্কারে যে মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহার অধিকাংশই যে তাহাতে প্রকাশ পায় না ইহা সহজেই অনুমেয় এবং সর্ব্বসম্মত ; তথাপি **Fatal Ring**-এর **Foster** কৃত জার্ম্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া কবি সমালোচক গেটে শকুন্তলার উপর শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যে পুষ্পাঞ্জলি সযত্নে অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়

ফাউষ্টের কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণাই পোষণ করিতেন। গেটে শকুন্তলাকে শ্রেষ্ঠতম নাটক স্থির করিয়াছিলেন ইহা বলিলে মনে হয় ভুল করা হইবে না।

গেটে অভিজ্ঞান শকুন্তল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায় তাহা এই আকারে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"Wouldst thou the young year's blossoms
And the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed
Enraptured, feasted, fed ?
Would thou the Earth and Heaven itself
In one sole name combine
I name thee, O Sakuntala, and
All at one is said."

উহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে—

একসাথে ভুঞ্জিবারে চাও তারুণ্যের কুসুম নিচয়
আর পরিণত বয়সের সুপক্ক রসাল ফলচয় ?
চাও যদি অন্তরাত্মা যাহে হয় মুগ্ধ, হয় পুলকিত
আনন্দ-পুলক ভোজে তার ক্ষুধা তৃষা হয় নিবারিত ?
চাও যদি একটি নামেতে মিলাইতে স্বর্গ ও ধরায়,
শকুন্তলা করি তব নাম সব কথা বলা হয়ে যায়।

মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিজ্ঞান শকুন্তল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"অভিজ্ঞান শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত

ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব্ব বোধ হইবেক। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্যন্তের এবং মহর্ষি কণ্বের পালিত-তনয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদি পর্ব্বে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিণী রচনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কলিদাস! ধন্য অভিজ্ঞান শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ ছিলেন; এই অভিজ্ঞান শকুন্তল তোমার পরিতোষার্থে সর্ব্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিজ্ঞান শকুন্তলের সার উইলিয়ম জোন্‌সের প্রশংসাবাণীর, তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদের এবং কবি-সমালোচক গেটের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির সম্যক্ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "যদি বিদেশীয় লোক অনুবাদের অনুবাদ পাঠ

করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।"

রুচির ভিন্নতা অবিসংবাদিত। কাব্যামোদীগণের মধ্যেও রুচিভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কাব্যপাঠ কেন করিব? প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন কাব্যরসিক বলেন, কাব্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি (art); একটি সুন্দর চিত্র দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, কাব্যপাঠেও সেইরূপ আনন্দ হয় মাত্র। কাব্য শিক্ষক বা উপদেষ্টা নয়। সেরূপ হওয়াও উচিত নয়। অন্যে বলেন, প্রকাশভঙ্গীতে এবং বিষয়সমাবেশকৌশলে সত্যই কিছু আনন্দ হয়; কিন্তু গভীরতর আনন্দ জন্মে মনের মণিকোঠায় কাব্যের আদর্শ চরিত্র চিন্তনে। উহাতে চিত্তোৎকর্ষ ও চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং মানবজীবন সফল করিবার পথের সন্ধানও মিলে। অভিজ্ঞান শকুন্তল মনের ঐরূপ আনন্দলাভের উপাদানে পূর্ণ।

মধু, চিনি, গুড়ের মিষ্টতার পার্থক্য আছে; অন্ধকারে খাইলেও ঐ তিনের স্বাদের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হয়; কিন্তু তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। অভিজ্ঞান শকুন্তলও সহৃদয় সম্বেদ্য। উহার অনেক সৌন্দর্য্যই হৃদয়ঙ্গম হয়, কিন্তু বাক্যে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। সহৃদয় পাঠকগণ ঐ কথাগুলিকে মনে স্থান দিবেন ইহাই প্রার্থনা করি।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

প্রস্তাবনা

অনেক নাটকেই প্রস্তাবনা থাকে, অভিজ্ঞান শকুন্তলায় তাহা রহিয়াছে। শকুন্তলার প্রস্তাবনায় যে বিচিত্র কৌশল, মানব মনের যে সূক্ষ্ম জ্ঞান, প্রভৃতি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রথমেই উচ্চারিত হইল নান্দী—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি র্যাচ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

পুস্তক রচনার প্রথমেই বিঘ্নবিনাশন উদ্দেশ্যে দেবতার বন্দনা হিন্দুলেখকের চিরপ্রচলিত প্রথা। বঙ্গভাষায় পুস্তক রচনাতেও কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ রীতি অনুসৃত হইত। সংস্কৃত নাটকে ঐ দেবতাহ্বানকে নান্দী বলা হয়। মহাকবির কবিত্বপূর্ণ এই নান্দীর প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ জন্য দুই চারিটি কথার অবতারণা প্রয়োজন মনে করি।

হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে দুই ভিন্নরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ দেখা যায়। একটি বৈদিক, দ্বিতীয়টি পৌরাণিক। প্রথমটিতে বিশ্বকর্ত্তাই বিশ্বরূপে বিকশিত। বিশ্বকর্ত্তা ছাড়া বিশ্বপ্রপঞ্চের পৃথক অস্তিত্ব

নাই। এক আমি বহু হইব এই ইচ্ছা করিয়া তিনি বিশ্বরূপে প্রকটিত। বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বে ওতপ্রোত, অর্থাৎ Immanent। পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রকরণে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিবহির্ভূত। উপমা ঘট কুম্ভকার। ইহা বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণের অনুরূপ। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—Transcendent। কালিদাস পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রকরণের অনুসরণ করিয়াছেন। সংহিতাতে বলা হইয়াছে "অপঃ এব সসর্ব্বজাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ।" কালিদাসও তাই জলকেই স্রষ্টার আদি সৃষ্টি বলিয়াছেন।

মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তি "ভূতার্কচন্দ্র যজ্বানঃ"। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সূর্য্য, চন্দ্র, যজমান। এই অষ্ট মূর্ত্তি অষ্ট পৃথক আখ্যায় পূজিত। ক্ষিতিমূর্ত্তি—সর্ব্ব; জলমূর্ত্তি—ভব; তেজ বা অগ্নিমূর্ত্তি—রুদ্র; মরুৎ বা বায়ুমূর্ত্তি—উগ্র; ব্যোম বা আকাশমূর্ত্তি—ভীম; সূর্য্যমূর্ত্তি—ঈশান; চন্দ্রমূর্ত্তি—মহাদেব; যজমানমূর্ত্তি— পশুপতি।

নান্দীর অর্থ পাওয়া যাইতেছে—

যিনি স্রষ্টার আদি সৃষ্টি জলরূপ তনু; যিনি অগ্নিরূপ তনুতে বিধিপূর্ব্বক হুত হবি বহন করিয়া লইয়া যান; যিনি যজমানরূপ তনুতে হবন কার্য্য করেন; যিনি সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে দিবা ও রাত্রি নিয়মিত করেন; যিনি আকাশরূপে শব্দ বহন করিয়া বিশ্বভুবনকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; যিনি ক্ষিতিমূর্ত্তিতে সর্ব্ববীজের প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান; যিনি বায়ুমূর্ত্তিতে ভূতসমূহের প্রাণরূপে বর্ত্তমান; বিশ্বে প্রকটিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অষ্টমূর্ত্তিধর বিশ্বেশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা করুন। কালিদাস দুই সৃষ্টিপ্রকরণের সমন্বয়কারী।

নান্দী শ্রবণে কেবলই মনে হয় কি গুরুগম্ভীর বিলম্বিত স্রগ্ধরা-চ্ছন্দ ! সারা বিশ্বের সঙ্গে আলিঙ্গনবিজড়িত কি মহান উচ্চ ভাব ! এই নান্দী শ্রবণে দর্শক শ্রোতৃবর্গের মন হইতে সমস্ত হালকা ভাব দূরে চলিয়া গেল, জাগিয়া উঠিল এক শান্ত, গম্ভীর, উর্দ্ধমুখী আনন্দ অনুভূতি। কবি যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিলেন 'ঘোড়ার ডিম' 'পাঁচ ঝাঁটা' প্রভৃতি হালকা অভিনয় উপভোগ করিবার মনোভাব লইয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলের অভিনয় উপভোগ করা চলিবে না, তাই নান্দী বাক্যে তোমাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্পন্ন করিয়া লইলাম। কবির ঐ ইঙ্গিত আরো সুস্পষ্ট হইল যখন সূত্রধার নটীকে বলিলেন, "আর্য্যে, রসভাববিশেষদীক্ষা গুরো-র্বিক্রমাদিত্যস্য নরপতেরভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞানশকুন্তলাখ্যেন নাটকেনো-পস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎপ্রতিপাত্রমধীয়তাং যত্নঃ।" আর্য্যে, রসভাব বিশেষের দীক্ষাগুরু নরপতি বিক্রমাদিত্যের এই রঙ্গভূমি নাটকাভিনয় দর্শনে ও তাহার তত্ত্ব বিচারে সুদক্ষ সামাজিকগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কুশীলবের উপর সযত্ন দৃষ্টি দান কর, কারণ আজ নূতন নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তল যাহার বিষয়বস্তু কালিদাস মালার ন্যায় গ্রথিত করিয়াছেন তাহারই অভিনয় হইবে। রচিত না বলিয়া গ্রথিত বলায় নিজের শক্তির উপর কবির অগাধ বিশ্বাসই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে কবির অহঙ্কারের ভাব নাই ; তিনি বলিলেন না উহা অতি সামান্য ফুলের মালা কি মণিরত্নের বহুমূল্য মালা ; সুপণ্ডিত দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের উপর তাহার নির্ণয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই স্থানে নাটকের ব্যক্তিগণের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। মহাকবি কালিদাসের বা তাঁহার সময়ের কবিগণের দৃশ্যকাব্য সমূহে সুশিক্ষিত পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত। দৌবারিক, প্রতীহারী, করভক প্রভৃতির ভাষা প্রাকৃত। বিদূষক সুরসিক, দর্শনপটু, অভিজ্ঞ এবং দুষ্মন্ত বা অগ্নিমিত্রের ন্যায় প্রভাবশালী রাজগণের প্রিয় বয়স্য হইলেও প্রাকৃতেই কথা বলেন। স্ত্রীচরিত্রের অধিকাংশেরই ভাষা প্রাকৃত ; যদিও বেশ বুঝা যায় তাঁহারা কৃষ্টিবিহীনা বা নিরক্ষরা ছিলেন না ; তাঁহাদের কথা প্রায় সব সময়েই শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ। তাঁহারা দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়কের নামাক্ষর এক দৃষ্টিতেই পড়িয়া ফেলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পরিব্রাজিকা পণ্ডিতা কৌশিকী শাস্ত্রজ্ঞা, কাব্য ও কলা বিদ্যায় তাঁহার প্রভূত জ্ঞান। তিনি সংস্কৃতে কথা না বলিয়াই পারেন না। কিন্তু গৌতমী যিনি মালিনীতীরবর্ত্তী মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের সকলের সম্মাননীয়া, মহর্ষি কণ্বও যাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন তিনি প্রাকৃতেই কথা বলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় সংস্কৃতভাষীর সহিত কথা বলিবার সময়ে প্রাকৃতভাষী উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত বাক্যও সহজে বুঝিতে পারেন, সংস্কৃতভাষীও প্রাকৃত ভাষা বেশ বুঝিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বিদূষক ও পদস্থা মহিলাগণ যে ভাষায় কথা বলেন তাহার প্রকাশভঙ্গী উচ্চাঙ্গের। শকুন্তলাকে বকুল বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রিয়ংবদা যখন বলিলেন, "হলা সউন্দলে এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ জাব তুয়ে উবগদাএ লদা সনাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খআো পড়িভাই" – হলা শকুন্তলে অত্র এব তাবৎ মুহূর্ত্তকং তিষ্ঠ, যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া

লতাসনাথঃ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি; আর যখন নবাগত দুষ্যন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্য অনসূয়া বলিলেন, "অজ্জস্স মহুরালাব জণিদো বীসম্ভো মং মণ্ডাবেই কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅই কদমো বা বিরহপজ্জুস্ সুঅজণো কিদো দেসো কিং নিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবনপরিস্সমস্স অত্তা পদং উবণীদো"—আর্য্যস্য মধুরালাপজনিত বিস্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে কতমঃ আর্য্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলঙ্ক্রিয়তে কতমঃ বা বিরহপর্য্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ দেশঃ কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরং অপি তপোবন পরিশ্রমস্য আত্মা পদং উপনীতঃ; তখন বুঝিলাম ঐ ভাষা সংস্কৃত না হইলেও উহা যে সংস্কৃতি সম্পন্নের ভাষা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নটের নটীকে আর্য্যে বলিয়া এবং নটীর নটকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার হইতে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় কালিদাসের সময়ে সাংসারিক সম্বন্ধ, স্ত্রীপুরুষসম্পর্ক পরস্পরের প্রতি কিরূপ সম্মানপূর্ণ ও মধুর ছিল। এই আর্য্য সম্বোধন আর্য্যভূমি হইতে কখন যে বিলুপ্ত হইল তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না।

সূত্রধার যখন নটীকে অভিনয় সুপ্রযুক্ত করিবার জন্য কুশীলবগণের উপর লক্ষ্য দিবার কথা বলিলেন, তখন নটী সূত্রধারের অভিনয়নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "সুবিহিদপওঅদাএ অজ্জস্স ণ কিমিপ পরিহাইস্সদি"—সুবিহিত প্রয়োগতয়া আর্য্যস্য ন কিম্ অপি পরিহাস্যতে। অভিজ্ঞ সূত্রধার তাহাতে যাহা বলিলেন তাহা চিরন্তন সত্য বা ভূতার্থ;

প্রত্যেক কর্ম্মীপুরুষ ঐ কথাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিলে জীবনে লাভবান হইবেন—

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

পণ্ডিত সামাজিকগণের পরিতৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অভিনয় ভাল হইয়াছে বলা চলে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনেও নিজেদের যোগ্যতা বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তা থাকে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে না থাকিলেও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে তাহা প্রচুর এবং মানবসমাজের বহু অমঙ্গলের কারণ। ইংরাজী বাক্য "Fools rush in where angels fear to tread"; এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্ণয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কাণাকাণি
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরা জ্ঞান।"

ঐ কথার সমর্থক। সূত্রধারের ভূতার্থ বাক্য নটীর মনে একটা গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলিল। নটী যেন তাহাকে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যেই "তা ঠিক" বলিয়া ভূতার্থের সমর্থন করিয়া বলিলেন, "এখন কি করা যায়?" সূত্রধার বলিলেন, "সামাজিকগণের কর্ণের তৃপ্তিবিধান ছাড়া আর কি করিবে? তুমি এই উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম সময়ের অনুকূল একটা গান কর।" তিনি অচির প্রবৃত্ত গ্রীষ্ম সময়ের সামান্য বর্ণনাও করিলেন—

স্নুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গস্নুরভিবনবাতাঃ।

প্রচ্ছায়স্নুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ॥

এ সময়ে সলিলে অবগাহন স্নুখকর; বন্য গোলাপের সংস্পর্শে বনবায়ু সৌরভযুক্ত; ছায়াতলে সহজেই নিদ্রালস্য অনুভূত হয়; এবং দিবাবসান রমণীয়।

নটী গাহিলেন—

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং স্নুউমারকেসরসিহাইং।

ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীস কুস্নুমাইং॥—

ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ স্নুকুমার কেশর শিখানি।

অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষ-কুস্নুমানি॥

যে শিরীষ ফুলের স্নুকোমল কেশরগুলি ভ্রমরেরা সন্তর্পণে চুম্বন করিতেছে প্রমদাগণ সদয়হস্তে সেই শিরীষ ফুল তুলিয়া ধীরে ধীরে কর্ণভূষণ করিতেছে।

নটীর সঙ্গীত এরূপ মধুর হইয়াছে যে রঙ্গস্থ সামাজিকগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ ও স্থির। সূত্রধার সেই বিষয়ে নটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ নাটক অভিনয় করিয়া সামাজিকগণের সেবা করা যায়?" নটী কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি ত প্রথমেই বলিয়াছেন অদ্য কালিদাসের নূতন নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলার অভিনয় হইবে।" সূত্রধারের সব মনে পড়িল। তবে এরূপ বিস্মৃতিরও একটা কারণ থাকা চাই। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।

এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

আমাকে তোমার গীতমাধুর্য্য কোন ভুলের দেশে লইয়া গিয়াছে, ঠিক যেমন ঐ রাজা দুষ্যন্তকে বেগবান হরিণটা কোথায় লইয়া চলিয়াছে। অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল এবং পরিষদের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল "ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ।" কি অপূর্ব্ব সুন্দর কৌশল। কি বিস্ময়জনক কবিত্বপূর্ণ উপমার ভিতর দিয়া নাটকের নায়ককে পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল। ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

অতীত কালে যখন হস্তী ও অশ্বের ন্যায় রথও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় যান ছিল, যখন চতুরঙ্গ সৈন্য বলিলে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি বুঝাইত, মনে হয়, তখন সূত বা সারথি সমাজসংস্থায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। বর্ত্তমানে মোটরযানের চালনা ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া পরীক্ষা দিয়া লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র না পাইলে কেহ মোটরযান চালকের কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। অতীত কালেও ঐরূপ কিছু ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই মনে হয়। সে সময়ের সারথিগণকে শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। মহাভারতে রথী অর্জ্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণকে "আমি তোমার শিষ্য, আমাকে উপদেশ দাও" বলিয়া সম্যক গীতার উপদেশ অভিনিবেশসহ শ্রবণ করিয়া শেষে বলিলেন "তোমার উপদেশ পালন করিয়া চলিব।" অভিজ্ঞান শকুন্তলায় সূত রাজা দুষ্যন্তকে আয়ুষ্মন্ বলিয়া সম্বোধন করায় মনে

হয় তিনি রাজা দুষ্যন্তের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সূত বলিলেন—

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

পলায়মান কৃষ্ণসারকে এবং অধিজ্যকার্ম্মুক আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়মান দক্ষযজ্ঞের পশ্চাতে পিনাকধারী রুদ্রদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। সূত দক্ষযজ্ঞ দেখেন নাই, কিন্তু পৌরাণিক বিবরণ-গুলি তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ যে মৃগরূপধারী দক্ষযজ্ঞ ও পিনাকধারী রুদ্রের কথা অতি সহজ ভাবেই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। ইহা তাঁহার শাস্ত্রাভিনিবেশের পরিচায়ক।

কালিদাসের সময়ে ভারতে কলাবিদ্যাসমূহের চর্চ্চা খুবই প্রসারিত হইয়াছিল। মনে হয় শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য কলাবিদ্যার সহিত চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা করিতেন। কালিদাস চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকিলেও তাঁহার লেখার মধ্যে সুনিপুণ চিত্রকরের কৌশল যে বহুধা বিন্যস্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই। তাঁহার বিচিত্র তুলিকার মাত্র কয়েকটি নিপুণ স্পর্শে তিনি দুষ্যন্তকে আমাদের চক্ষে অনলস, সুপুষ্টদেহ, ঈক্ষণপটু, প্রস্ফুটসৌন্দর্য্যা-নুরাগ, দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আত্মসংযমী সুদর্শন যুবকরূপে ফুটাইয়া তুলিলেন। যখন সূত দুষ্যন্তকে বলিলেন "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্" তখনই তাঁহার সুন্দর, বলিষ্ঠ ও সুপুষ্ট দেহখানি আমাদের চক্ষে

ভাসিয়া উঠিল। মহাদেবই আমাদের দেবগণের মধ্যে সুরূপ, বলীশ্রেষ্ঠ ও সুপুষ্টদেহ। কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডব ধনঞ্জয় পাশুপত অস্ত্রলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন।

যখন মৃগানুসারী দুষ্মন্তের মুখে উচ্চারিত হইল—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টি
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্‌ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্‌।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥

এখন মনোরম গ্রীবাভঙ্গিদ্বারা হরিণের দৃষ্টি রথে নিবদ্ধ রহিয়াছে, বাণপতনের ভয়ে তাহার পশ্চাৎভাগের কতকাংশ যেন পূর্ব্বকায়ে প্রবিষ্ট করিয়াছে, দ্রুতধাবনের পরিশ্রমে তাহার মুখ বিবৃত হওয়ায় তাহা হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণসকল পথের উপর পড়িয়াছে; লাফাইয়া লাফাইয়া এরূপ বেগে ছুটিতেছে যে সে বেশী সময় আকাশেই থাকিতেছে, মাটিতে তাহার পা কদাচিৎ পড়িতেছে।

আবার যখন সমতলভূমিতে রথের দ্রুততর গতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ॥

যে বস্তু দূরে থাকায় এইমাত্র খুব ছোট দেখাইতেছিল তাহাই

নিকটে আসায় বিপুলায়তন বা খুব বড় দেখাইতেছে, যে দুই বস্তু সত্যই দূরে দূরে অবস্থিত তাহা সংলগ্ন মনে হইতেছে, যাহা প্রকৃতিগত বক্র তাহা সরল বা সোজা মনে হইতেছে ; রথের অতিশয় দ্রুতগতির জন্য কোন বস্তুই বেশীক্ষণ আমার নিকটে বা দূরে থাকিতেছে না। তখন অনুভব করিলাম দুষ্যন্তে সৌন্দর্য্যানুরাগবৃত্তি সুবিকশিত এবং ঈক্ষণশক্তি বা সূক্ষ্মদৃষ্টি সুপরিণত।

হরিণটি যখন বাণপাতপথবর্ত্তী হইয়াছে এবং দুষ্যন্তও যখন সেটিকে মারিবার জন্য শরসন্ধানে ব্যস্ত তখন এক সশিষ্য বৈখানস রাজা ও হরিণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রাজন, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলু ন খলু বাণং সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥
তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্ত্তত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি ॥

রাজন ইহা আশ্রম মৃগ, ইহাকে বধ করিবেন না, করিবেন না। তুলারাশিতে অগ্নিদানের ন্যায় কোমল মৃগদেহে বাণক্ষেপ করিবেন না। ক্ষুদ্রপ্রাণ (গ্রাম্য ভাষায় টুকপরাণী) ঐ হরিণ আর আপনার ঐ তীক্ষ্ণ বজ্রসার শর এ দুয়ে কত প্রভেদ। আপনার কৃতসন্ধান বাণটিকে সংহৃত করুন। আপনার অস্ত্র বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য, নিরপরাধকে বধ করিবার জন্য নয়।

দুষ্যন্ত অন্য কথাটি না বলিয়া একবারেই বলিলেন "এষ প্রতিসংহৃতঃ" এবং বাণটি ধনু হইতে খুলিয়া লইলেন। দেখিলাম তাহার অদ্ভুত আত্মসংযম, অনুভব করিলাম তাঁহার অনুপম চরিত্র-মহত্ত্ব। আত্মসংযমের অভাবে আমরা বর্ত্তমানে রসাতলের কোন্ গভীরে প্রবেশ করিতেছি ঠিক বুঝা যায় না। পিতা ছেলেকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিয়াছেন, গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, আহা আজ খোকার জ্বর হইয়াছে, উহাকে মারিও না; কিন্তু আত্মসংযমের এরূপ অভাব ঘটিয়াছে যে আমাদের সে উদ্যত হস্ত হয় ছেলের মস্তকে না হয় গৃহিণীর পৃষ্ঠে না পড়িয়া পারে না। পুরুবংশীয় রাজা, হস্তিনাপুরের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়বীরের সমস্ত দিনের বহু শ্রমের ফলে লব্ধ লক্ষ্যান্তর্গত হরিণকে এই ভাবে ত্যাগ, অন্যের প্রতি এইরূপ অপরিসীম শ্রদ্ধা, এই অনন্যসাধারণ আত্ম-সংযম প্রাণের ভিতরে চিন্তা করিবার, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার বিষয়।

দুষ্যন্তের আচরণে বৈখানস অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া বলিলেন, এই কার্য্য পুরুবংশোদ্ভব আপনার উপযুক্ত। আপনি বহুগুণসম্পন্ন চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন। ইহা আশীর্ব্বাদ কিম্বা বর? কিম্বা ভাবী ঘটনার প্রতি বৈখানসের মুখে কবির সুকৌশল ইঙ্গিত? দুষ্যন্ত প্রণাম করিয়া বলিলেন, "উহা গ্রহণ করিলাম।" আগ্রহসহকারে ঐ আশীর্ব্বাদ বা বর গ্রহণ করায় মনে হয় পুত্রলাভ বিলম্বিত হওয়ায় দুষ্যন্তের মনে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষা বিশেষ-ভাবে জাগ্রত হইয়াছিল।

বৈখানস আরও বলিলেন, "রাজন উহা কুলপতি কাশ্যপের

মালিনী নদী তীরবর্ত্তী আশ্রম ; যদি অন্য কার্য্যের ক্ষতি না হয় ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন এবং দর্শন করুন আপনার বীরত্ব প্রভাবে আশ্রমের অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং যাগযজ্ঞাদি কার্য্য কিরূপ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।" দুষ্যন্ত আশ্রমে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলপতি কি আশ্রমে আছেন ?" বৈখানস বলিলেন, "সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া ঐ কন্যার প্রতিকূল দৈব শান্তির জন্য সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।" দুষ্যন্ত বলিলেন, "আমি তাঁহাকেই দর্শন করিব, তিনি আমার ভক্তির কথা কুলপতি ঋষিকে জানাইবেন।"

এই স্থানে কবি তাঁহার কাব্যের নায়িকা শকুন্তলার কথা প্রথম তুলিলেন। আমরা শুনিলাম মহর্ষি কণ্ব কুলপতি অর্থাৎ দশহাজার শিষ্যকে অন্নবস্ত্রাদির দ্বারা পোষণ করিয়া তাহাদের শিক্ষাদান করেন। তিনি গিয়াছেন সোমতীর্থে কন্যা শকুন্তলার প্রতিকূল দৈব প্রশমনের জন্য, আর রাখিয়া গিয়াছেন ঐ তরুণী শকুন্তলাকে আশ্রমের অতিথিসৎকার কার্য্যে নিযুক্তা করিয়া। দশ হাজার শিষ্যের মধ্যে কি আর কোন যোগ্য ব্যক্তি মিলিল না ? শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ত ছিলেন, কণ্বের সম্মাননীয়া প্রবীণা গৌতমীও ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ঐ দায়িত্বের ভার না দিয়া তরুণী শকুন্তলাকে কেন ঐ কার্য্যে নিযুক্তা করিলেন ? কণ্ব কি অপত্য স্নেহের মোহে এইরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলেন ? সে সন্দেহেরই বা অবসর কৈ ? শকুন্তলা ত ব্রহ্মচারী কণ্বের ঔরসজাতা কন্যা নহেন, কুড়াইয়া পাওয়া পালিতা কন্যা ; রক্তের

টান নাই, কাজেই স্নেহ মোহেরও অবসর নাই। তিনি শকুন্তলার যোগ্যতা অনুধাবন করিয়াই তাহার উপর গুরু দায়িত্বের ভার দিয়াছেন। আমরা এখনও পর্য্যন্ত শকুন্তলাকে চক্ষে না দেখিলেও কবির ইঙ্গিত কৌশলে বুঝিলাম। আশ্রমপালিতা, বল্কল-পরিহিতা, শকুন্তলার চরিত্রটিও রাজবেশাভরণশোভী দুষ্মন্তের চরিত্রের মতই মহান।

দুষ্মন্ত নিজ মহত্ত্বানুরূপ আচরণ করিয়া যখন শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আশ্রমে গমন করিতেছেন তখনও তিনি স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র স্বচ্ছ। তিনি চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কেহ না বলিয়া দিলেও ইহা যে তপোবনের আশ্রম তাহা বুঝিতে পারিতেছি। দেখছ না এখানে—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ
তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখা নিষ্যন্দ রেখাঙ্কিতাঃ॥

শুক পক্ষীর বাসস্থান তরুকোটর হইতে নীবার শস্য তরুতলে পতিত হইয়াছে; তৈলচিক্কণ পাষাণখণ্ড জানাইয়া দিতেছে তপোবনবাসীগণ ঐ পাষাণে পিষ্ট করিয়া ইঙ্গুদী ফল হইতে তৈল নির্গত করিয়াছে; শান্ত তপোবনের হরিণসমূহ নিজেদের নিরাপত্তায় এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসী যে শব্দ তাহাদিগকে ভীতচকিত করিতেছে না; জলাশয়-পথ বল্কল হইতে ক্ষরিত জলধারায় রেখাঙ্কিত। এখানেও দুষ্মন্তের দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে বিপুল জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা সুপরিস্ফুট।

শান্ত তপস্যাশ্রমের স্নিগ্ধবায়ুস্নাত হওয়ায় দুষ্যন্তের মন আরও অধিক শ্রদ্ধাপূর্ণ হইল। তিনি সূতকে বলিলেন, "রথে চড়িয়া আশ্রমে যাইব না। তুমি এই স্থানে রথ রাখিয়া অশ্বগুলিকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করার ব্যবস্থা কর। আমার রাজাভরণ ও ধনু তোমার কাছে রাখ। আমি বিনীত বেশে পদব্রজে আশ্রমে যাইব।" যখন ঐভাবে আশ্রমদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন কালিদাস তখন সেখানে অলঙ্কাররূপে একটি উজ্জ্বল হীরক সন্নিবিষ্ট করিলেন। দুষ্যন্ত আশ্রমদ্বার পথে অগ্রসর হইতেই তাঁহার দক্ষিণবাহু নাচিয়া উঠিল। সুশিক্ষিত দুষ্যন্ত জানেন দক্ষিণবাহু স্পন্দন বরস্ত্রীলাভ-সূচক, তাই তাঁহার মনে আত্মগত প্রশ্ন হইল—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতফলমিহাস্য।

এই আশ্রম সমগুণপ্রধান, আমার বাহুস্পনের ফললাভ এখানে কিরূপে হইবে? তিনি নিজের প্রশ্নের নিজেই মনরক্ষা গোছের একটা উত্তর দিলেন—

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥

ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত।

কিন্তু ঐ কুতঃ ফলমিহাস্যের প্রকৃত উত্তর আসিল অন্য স্থান হইতে। দুষ্যন্তের মুখে যখন ঐ প্রশ্ন উচ্চারিত হইল ঠিক সেই সময়ে বৃক্ষান্তরালে শকুন্তলা তাঁহার সখীদ্বয়কে অন্য কার্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইদো ইদো সহী ও"—এখানে এখানে সখীদ্বয়। প্রশ্নকর্ত্তা উত্তরের কথা জানিলেন না, উত্তরদাত্রী প্রশ্নের কথা জানিলেন না। প্রশ্নোত্তরের যোগের কথা জানিলেন সর্ব্বান্তর্যামী

বিধাতা, আর কিছু কিছু জানিলেন সুরসিক শ্রোতৃবর্গ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই কৌশলকে বলেন পতাকাস্থান, আর ইংরাজ আলঙ্কারিকেরা বলেন unconscious prophecy।

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অলঙ্কার আলোচনার স্থান নহে; এবং আমিও সে বিষয়ে শক্তিহীন। উহার উল্লেখ করিতাম না যদি মহাকবি এই স্থান হইতেই তাঁহার কাব্যের নায়ক ও নায়িকার মিলনের ভিত্তিস্থাপনের পূর্ব্বাভাস না দিতেন। বাহুস্পন্দনে দুষ্যন্তের মনে বরস্ত্রীলাভের সংশয়াকুল কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াই বৃক্ষান্তরাল দিয়া তাঁহার চক্ষে ধরিলেন তিনটি অর্দ্ধবিকাশতদল তরুণী কুসুম। প্রশ্ন জাগে একটি না হইয়া তিনটি কেন। নিপুণ চিত্রশিল্পী কালিদাসের বহু স্থানেই এই কৌশল পরিদৃষ্ট হয়। তিনটি সমরূপবয় তরুণীর মধ্যে তুলনার দ্বারা শকুন্তলার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। সুন্দরী তরুণীদিগকে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া ভালরূপে দেখিয়া সৌন্দর্য্যপ্রিয় দুষ্যন্তের মনে প্রথমে ফুটিয়া উঠিল সৌন্দর্য্যমুগ্ধতা; তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মনে প্রণয়লালসার নামগন্ধ নাই। তিনি বলিলেন—

শুদ্ধান্তদুর্ল্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

রাজার অন্তঃপুরেও দুর্ল্লভ এরূপ মনোহর দেহ যদি আশ্রম-বাসিনীর হয় তাহলে ত সযত্নপালিতা উদ্যানলতা অযত্নবর্দ্ধিতা বনলতার দ্বারা গুণে পরাজিতা হইল।

তাহার পর যখন অনসূয়ার কথা শুনিয়া দুষ্যন্ত জানিলেন ঐ শ্রেষ্ঠা সুন্দরীই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা তখন তিনি কৌতূহলের

নিকট পরাভবের দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। শ্রদ্ধাবান, সংযমী দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন—

অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ। য ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

যে কাশ্যপ ঋষি এরূপ তরুণীকে কঠোর আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি ত সুবিবেচক নহেন। এই অব্যাজমনোহর দেহকে কঠোর তপস্যার যোগ্য করিবার চেষ্টায় তিনি সুকোমল ইন্দীবর পত্রদ্বারা কঠিন শমীশাখা ছেদনের চেষ্টা করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত দুষ্যন্তের চরিত্র যেরূপ ফুটিয়াছে তাহাতে এই কথাগুলি তাঁহার মুখের যোগ্য নয়। রূপমোহের টানে তিনি অনেকটুকু নীচে পড়িয়াছেন বলিয়াই এরূপ শ্রদ্ধাহীন বাক্য তাঁহার মুখে বাহির হইয়াছে। তাঁহার পরের কথা, "ভবতু পাদপান্তরিত এব এনাং বিস্রব্ধাং পশ্যামি" প্রকাশ করে তিনি কতটা নীচে নামিয়াছেন। হস্তিনাপুরের অধীশ্বর গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বিস্রব্ধা তপস্বীকন্যাদের দর্শন করিতে পরিতেন না যদি তিনি স্বস্থ থাকিতেন, যদি কামনা তাঁহাকে নীচে না নামাইত। বুঝিলাম যুবক দুষ্যন্তের মনে লালসার অগ্নি প্রজ্বলিত না হইলেও ঈষৎ ধূমায়িত হইয়াছে।

এই স্থান হইতেই মহাকবি তাঁহার নায়ক ও নায়িকার মন দুইটি লইয়া নানারূপ খেলা খেলিয়া তাহাদিগকে মিলনের পথে অগ্রসর করিয়াছেন। শকুন্তলার অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য দর্শনে দুষ্যন্তের মনে যেইমাত্র সামান্য কামনা জন্মিল কবিও তাঁহাকে

কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়া চলিলেন। মহাকবি দুষ্যন্তের কঠোর পরীক্ষা যেভাবে সম্পন্ন করিলেন তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মন আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে। এক একবার মনে হয় দুষ্যন্ত বুঝি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া পরাভূত হইলেন। আবার তখনই তাঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহার সুশিক্ষিত আর্য্যমনের সহজ সংযমের প্রতি শ্রদ্ধায় অন্তরাত্মা পূর্ণ হয়। শকুন্তলাকে কঠোর আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া সহানুভূতির টানে দুষ্যন্ত যেইমাত্র কাশ্যপ ঋষিকে অসাধুদর্শী বা অবিবেচক বলিলেন অমনি কবি দুষ্যন্তের ধূমায়িত কামনানলে কিছু ঘৃত নিক্ষেপ করিলেন; শকুন্তলার বর্দ্ধমান পয়োধরের প্রতি যুবক দুষ্যন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "সহি অনসূএ অদি-পিনদ্ধেন বক্কলেন পিঅংবদাএ নিঅন্তিদোহ্মি সিঢিলেহি দাবণং" —সখি অনুসূয়া, আমার বাকলটা প্রিয়ম্বদা এত টেনে বেঁধেছে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, তুমি বল্কলের গ্রন্থিটা একটু ঢিল করে দাও। অনসূয়া বল্কলগ্রন্থি শিথিল করিয়া দিলেন; প্রিয়ম্বদা দোষারোপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এত্থ পওহরবিত্থার-হেত্তুঅং অত্তনো জোব্বনং উবালহ মং কিং উবালম্ভোসি।" পয়োধরবিস্তারয়িত্রী নিজের যৌবনের দোষ দাও; আমায় কেন দোষ দাও? দুষ্যন্তের মন তখন এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে একই বিষয়ের দ্বিধা রূপ তাঁহার চঞ্চল মনের গ্রহণীয় হইতেছে। তিনি একবার বলিতেছেন—

ইদমুপহিত সূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগলপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।

বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধাং পাণ্ডুপত্রোদরেন ॥

ধূসর পত্রাচ্ছাদনে কুসুমের ন্যায় সূক্ষ্মগ্রন্থিযোগে পরিহিত, স্তনযুগল আচ্ছাদক বল্কলে ঐ কিশোরীর তরুণ দেহের প্রকৃতি-দত্ত শোভা বিনষ্ট হইতেছে। আবার তখনি বলিতেছেন, না, ঐ বল্কলেই শকুন্তলাকে সুন্দর মানাইয়াছে—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

শৈবালবিজড়িত পদ্মও রমণীয়; মলিন হইলেও কলঙ্ক চন্দ্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিই করে; ঐ কৃশাঙ্গী তরুণী বল্কলপরিহিতা হওয়ায় অধিক মনোহারিণীই হইয়াছে। যাহারা স্বভাবতঃ মধুরাকৃতি সব জিনিষই তাহাদের দেহে অলঙ্কারের কার্য্য করে।

কিছু পরে প্রিয়ম্বদা যখন শকুন্তলাকে লতার সহিত তুলনা করিলেন তখন দুষ্যন্তের লালসার অগ্নিশিখা আরও উর্দ্ধে উঠিল; আশ্রমবালিকার প্রতি অঙ্গে লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সংযম দুষ্যন্তকে বাধা দানে সক্ষম হইল না। তিনি নিজের মনেই বলিলেন—

প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ম্বদা। অস্যাঃ খলু—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে প্রিয় হইলেও সত্য কথাই বলিয়াছে।

কেন না শকুন্তলার অধর কিসলয়রাগরঞ্জিত, বাহুদ্বয় কোমল বিটপের অনুকারী, তাহার সর্ব্বাঙ্গে লোভনীয় যৌবন কুসুমের ন্যায় বিকশিত হইয়াছে।

তাহার পরে প্রিয়ম্বদা যখন বনজ্যোৎস্নানাম্নী নবমল্লিকার প্রতি শকুন্তলার অত্যন্ত প্রীতির কারণ রূপে উল্লেখ করিলেন সহকারসঙ্গতা বনজ্যোৎস্নার ন্যায় তাহারও অনুরূপ বরসঙ্গতা হইবার বাসনা তখন তরুণীমনের মিলনাকাঙ্ক্ষার সংবাদ পাইয়া দুষ্যন্তের লালসাবহ্নি আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিল। মহাকবির অতুলনীয় তুলিকার একটি ক্ষুদ্র স্পর্শে দুষ্যন্তের চরিত্রমহত্ত্বও উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিল। দুষ্যন্তের আর্য্য মনে পরস্ত্রীসঙ্গ-কামনারূপ নীচ ও ঘৃণিত মনোভাবের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। তাঁহার মনে শকুন্তলা-লালসা যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল তখন প্রথম চিন্তা তাঁহার মনে জন্মিল এই তরুণীকে শাস্ত্র ও সমাজ সম্মত বিধানে বিবাহ করা চলে কি না ?

অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবাস্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যসস্যামভিলাষি মে মনঃ।

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

তথাপি তত্ত্বতঃ এনামুপলপ্স্যে।

ইনি কি কুলপতির অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা কন্যা ? অথবা সে সন্দেহই বা কেন ? যখন আমার সদাচারী আর্য্য মনে ঐ কিশোরীর প্রতি অভিলাষ জন্মিয়াছে তখন নিশ্চয়ই উনি ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা। গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিষয়ে সদাচারসম্পন্নের অন্তঃকরণের

প্রবৃত্তিই ত প্রমাণ। তবুও উহার সম্বন্ধে সম্যক তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন।

শকুন্তলার বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়াকেই দুষ্মন্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিলেন। নিজের সদাচারসম্পন্ন মনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অনুসন্ধানের ফল যে অনুকূল হইবে তাহাও স্থির করিলেন। ঐ মননের ফলে যে আশার সলিল সঞ্চিত হইল তাহার দ্বারা ঐ প্রজ্বলিত লালসার অগ্নিকে প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রসস্রষ্টা কলিদাস ছাড়েন কৈ? দুষ্যন্তের কঠিনতর পরীক্ষার জন্য কবি এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিলেন। দুষ্যন্তের লালসাতুর দৃষ্টির সম্মুখে শকুন্তলাকে নাচাইয়া খাড়া করিলেন। জলসেচন সময়ে কম্পিতা নবমল্লিকাকে ত্যাগ করিয়া একটি ভ্রমর শকুন্তলার উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহার চারি-দিকে নৃত্য ও গুঞ্জন আরম্ভ করিল। আত্মরক্ষার জন্য শকুন্তলাকে চঞ্চলদৃষ্টিক্ষেপণ, হস্তপদসঞ্চালন, প্রভৃতি নৃত্যসুলভ সর্ব্ববিধ অঙ্গচেষ্টা প্রকাশ করিতে হইল; হয়ত বা দুই-চারিটি অর্দ্ধস্ফুট গদ্‌গদ বাণীতে তাঁহার অধর কিসলয় বিকম্পিত হইল। দুষ্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন; ভ্রমরপীড়িতা শকুন্তলাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। নৃত্যপরা শকুন্তলাকে তিনি দেখিলেন স্পৃহার চক্ষে, কামনার চক্ষে। স্পৃহাযুক্তভাবে দেখিয়া তিনি বলিলেন—

(সস্পৃহং বিলোক্য) সাধু বাধনমপি রমণীয়মস্যাঃ।
যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মস্যাঃ শিক্ষতে ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥

ইহার ভ্রমর-বাধাও কি রমণীয়! যে দিকে যে দিকে ভ্রমর ঘুরিতেছে সেই দিকে সেই দিকে বিলোল নয়ন চালিত হওয়ায় ভ্রূর চাঞ্চল্য যেন তাহাকে দৃষ্টিবিভ্রম শিক্ষা দিতেছে।

আরও এক স্তর উর্দ্ধে উঠিল পরীক্ষার কঠোরতা। জাগিল দুষ্যন্তের মনে শকুন্তলার উপর বিত্তবোধ বা মমত্ববুদ্ধি। ভ্রমরের উপর জন্মিল তাঁহার অসূয়া—

অপিচ সাসূয়ামিব
চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদুকর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরম্
বরং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

অসূয়াপূর্ণভাবে বলিলেন, তরুণীর তত্ত্বান্বেষণে আমি মরিতেছি আর তুমি ভ্রমর কৃতী, তোমার চেষ্টা সফল; তুমি চঞ্চলাপাঙ্গীর ভীতিকম্পিত চক্ষু স্পর্শ করিতেছে, কাণের কাছে গুন গুন করিয়া কি যেন গোপন কথা বলিতেছে, দুই হাত দিয়া বাধা দিলেও তুমি তাহার রতিসর্ব্বস্ব অধরসুধা পান করিতেছে।

তাহার পরেই মহাকবি দুষ্যন্তকে সখীদ্বয়সহ শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সরলস্বভাবা আশ্রমবালিকাগণের নিকট দুষ্যন্ত যাহা কিছু জানিতে চাহিলেন সে সমস্তই জানিলেন। তিনি জানিলেন কঠোর তপস্যারত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং রাজর্ষির ইন্দ্রবাধারূপিণী অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। মহর্ষি কণ্ব তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া কন্যারূপে পালন করিয়াছেন। কাজেই শকুন্তলা দুষ্যন্তের বিবাহযোগ্যা এবং

মহর্ষি কণ্বও তাঁহাকে অনুরূপ বরে মিলিতা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়াই দুষ্যন্তের মনে প্রণয়-সঞ্চার হইলেও তাহা এতক্ষণ সংশয়দোলায় দুলিতেছিল। দুষ্যন্ত আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। যখন সকল তথ্য অবগত হইয়া বুঝিলেন শকুন্তলা লাভ অসম্ভব নয় তখন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আত্মগতভাবে বলিলেন, ন খলু দুরবাপেয়ং প্রার্থনা—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

শকুন্তলা লাভের আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়। হে আমার হৃদয়, এখন তুমি শকুন্তলা লাভের অভিলাষ পোষণ করিতে পার। এখন সব সন্দেহের সমাধান হইয়াছে; যাহাকে অগ্নি ভাবিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা স্পর্শক্ষম শীতল রত্ন। আমরা দেখিলাম দুষ্যন্তের শিক্ষিত মন ঘুড়ির মত আকাশে উড়িতেছিল। কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়া তাহা দুই-একটি গোপ্‌তা খাইল মাত্র—মাটিতে লুটাইল না। গোপ্‌তা সামলাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ উচ্চাকাশেই উড়িতে লাগিল। ঐভাবে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া কবি তাঁহার মহচ্চরিত্র যুবক নায়ককে বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রমাণ করিলেন।

এতক্ষণ আমরা দুষ্যন্তের চরিত্র চিন্তনেই ব্যস্ত ছিলাম; এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে শকুন্তলার নিকটে তাঁহার চরিত্রমহত্ত্ব অনুধাবনের জন্য। শকুন্তলাকে আমরা প্রথম দেখিলাম বৃক্ষান্তরালে যখন তিনি সখীদ্বয়ের সঙ্গে আলবালে জলসিঞ্চন করিতেছেন।

সখীদ্বয়ের সহিত তাঁহার সামান্য যে কয়টি কথা হইল তাহাতে শকুন্তলার মনের ছবিটি আমাদের চক্ষে ভালরূপেই ফুটিয়া উঠিল। আমরা দেখিলাম শকুন্তলার মনটি স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণে পূর্ণ; সামঞ্জস্যবোধ, সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত। তিনি আজন্ম আশ্রম-পালিতা হইলেও প্রস্পেরোপালিতা মিরান্দার ন্যায় মানবজীবন ব্যাপারে অনভিজ্ঞা নহেন। যৌবনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও মিলনাকাঙ্ক্ষা মনে অনুভব করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠমহিলাসুলভ লজ্জাভূষণে অলঙ্কৃতা এবং শাস্ত্র ও সমাজ নিয়মে শ্রদ্ধান্বিতা। সমাজনিয়ম উল্লঙ্ঘনের উদ্ধত ভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমাও কখনও স্পর্শ করে না। দুষ্যন্তের ন্যায় শকুন্তলার মনেও প্রথম দৃষ্টিতে ঐ নবাগতের প্রতি প্রণয় জন্মিলে পবিত্রস্বভাবা আশ্রমবালিকা মনে মনে ভাবিলেন, এ কি! আমার মনে এরূপ আশ্রমবিরুদ্ধ ভাব কেন জন্মিল? আত্মগতভাবে তিনি বলিলেন—

কিং ন কৃখু ইমং পেক্‌খিঅ তবোবনবিরোহিণো বিআরস্‌স গমণীঅ ন্হি সংবুত্তা = কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনঃ গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা।

কেন এই নবাগতকে দেখা অবধি আমার মনে তপোবনবিরোধী ভাবের উদয় হইল? আরও দেখিলাম তাঁহার দেহটিও মনের অনুরূপ কুসুম কোমল, তাঁহার অংশমত সব জল যোগাইতে পারেন না, সখীদের নিকট দুই-এক কলসা ধার লইতে বাধ্য হন।

যখন অনসূয়া বলিলেন, "দেখ্ শকুন্তলা, বাবা বোধ হয় তোর চেয়ে গাছগুলিকে বেশী ভালবাসেন, তাই তোকে বৃক্ষসেচনে নিযুক্তা

করেছেন” শকুন্তলা তখন বলিলেন, “বৃক্ষসেচনে বাবার আদেশ ত আছেই, তবে আমিও ওগুলিকে ভাইবোনের মত ভালবাসি।” শকুন্তলার মনে কর্ত্তব্যের সহিত প্রীতির কি সুমধুর সমাবেশ! কোথাও বিরোধ-বিভেদের ছায়াস্পর্শও নাই। প্রীতির সংযোগের অভাবেই ত আজ চারিদিকে বিরোধের দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রীতির রসানের অভাবেই ত লক্ষ প্রাণের ভাঙ্গা অংশ জোড়া লাগিতেছে না। শকুন্তলার হৃদয়টিও যেরূপ মধুময়, তাহার বাক্যও সেইরূপ মধুময়। প্রিয়ম্বদা যখন তাঁহাকে লতার সঙ্গে তুলনা করিয়া রহস্যের মিষ্ট আঘাত করিলেন, তখন শকুন্তলা যাহা বলিলেন, তাহা আঘাত না মধুবর্ষণ তাহা স্থির করা সুকঠিন। তিনি বলিলেন, “তাই ত তোর নাম প্রিয়ম্বদা।” প্রিয়ম্বদা যখন বলিলেন, “বনজ্যোৎস্না যেমন পাদপসঙ্গতা হয়েছে, তোরও তেমনি অনুরূপ বরসঙ্গতা হবার ইচ্ছে।” শকুন্তলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “ওটা তোর নিজের মনের কথা।”

পতিগৃহে গমনের সময়, দুষ্যন্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হইবার সময়, এবং মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্তের সহিত সুখমিলনে চির-মিলিতা হইবার সময়—সর্ব্বত্রই আমরা শকুন্তলাকে প্রীতি-স্নেহ-শ্রদ্ধাপূর্ণা, স্বল্পভাষিণী, সরলহৃদয়া, আশ্রমবাসিনীরূপেই দেখিতে পাই।

আমরা দেখিলাম মহাকবি কালিদাস তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে নিপুণ কৌশলে নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুইটি মহিমোজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিয়া সে দুটিকে মিলনের প্রথম সোপানে স্থাপন করিলেন; দেখিলাম তাহাদের মনে পরস্পরের

প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছে। রথ দেখিয়া ভীতত্রস্ত বন্যহস্তী আশ্রমে প্রবেশ করিতে যাওয়ায় বড়ই বিশৃঙ্খলা জন্মিল। সপ্তপর্ণ বেদিকায় আর বসিয়া থাকা চলিল না ; আশ্রম বালিকাগণ চলিলেন পর্ণ-কুটীরে, দুষ্যন্ত চলিলেন আশ্রমের বাহিরে। দুষ্যন্ত বলিলেন, দেহটা লইয়া যাইতেছি, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল এইখানে। আর শকুন্তলা পায়ে কুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং শাখায় বল্কল আটকাইয়া যাওয়ার ছলনায় ঘাড় বাঁকাইয়া দুষ্যন্তকে দেখিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

অতীত কালে ভারতের রাজাগণ মন্ত্রীদিগের উপর রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া হাতি, ঘোড়া, সেনা, সৈনিক, সেনাপতি প্রভৃতি বহু অনুচর সহ শিকার বিহারে কয়দিনের জন্য অরণ্যে গমন করিতেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথমেই পাইয়াছি দুষ্যন্ত শিকারে বহির্গত হইয়াছেন। চৈত্র মাসের শেষের কয়দিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম কয়দিনই শিকারের প্রশস্ত কাল। ঐ সময়ে পুরাতন পত্র পড়িয়া যাওয়ায় বিরলপত্র পাদপসমূহের ভিতর দিয়া শিকারীর লক্ষ্য ব্যাঘ্র, হরিণ, বরাহ প্রভৃতি বন্য জীবগণকে বহুদূর হইতে দেখা যায়। কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাওয়া যায় দশরথ বসন্তের শেষ ভাগেই শিকারে বহির্গত হইয়া হস্তিভ্রমে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। দুষ্যন্তও বসন্তকালেই শিকারে বাহির হইয়া অপ্সরা কন্যা শকুন্তলাকে

পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে প্রকৃতির শিশু সাঁওতালগণের 'ডেলি' শিকার চৈত্রের শেষে এবং বৈশাখের প্রথমেই অনুষ্ঠিত হয়। এই শিকার উৎসাহসম্পন্ন শিকারীগণের আনন্দ ও ব্যসনের এবং অনুচরগণের ক্লান্তি ও বিরক্তির কারণ রূপেই প্রতিভাত হয়। হস্তিনাপুরের রাজভোগে অভ্যস্ত বিদূষক মাধব্য দুষ্মন্তের সহিত শিকারে আসিয়া অনিয়মিত সময়ে শূল্য-মাংস বা শিককাবাব প্রধান খাদ্যে অনাস্থা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন শিককাবাব মুসলমানগণই ভারতে প্রচলিত করেন; কিন্তু এখানে দেখিতেছি মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব্বেই এদেশে শূল্য-মাংস প্রচলিত ছিল।

প্রথম অঙ্কে আমরা নির্ম্মল, পবিত্র, ঊর্দ্ধস্তরের বায়ুতেই বিচরণ করিতেছিলাম। সূত, বৈখানস, আশ্রম বালিকা প্রভৃতি সরল, সত্যপ্রিয়, পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শেই আসিয়াছিলাম। দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা অনেক নীচে আবিল বায়ুস্তরে নামিয়া আসিয়াছি। এখানের বায়ু মিথ্যা, ছলনা, প্রবঞ্চনা, সত্যগোপন প্রভৃতি আবিলতায় পূর্ণ। বিদূষক মূর্খ হইলেও বিকলাঙ্গতার মিথ্যা অভিনয় করিয়া বিশ্রামলাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। সেনাপতি বিদূষককে গোপনে বলিতেছেন, "সখা তুমি ঠিক থাকিও, আমি রাজাকে কিছু মনযোগান কথা বলিয়া লই।" আর রাজাকে বলিতেছেন, "মৃগয়ার নিন্দা মূর্খ বিদূষকের প্রলাপবাক্য।" কামায়মান দুষ্মন্তের মনটাও নীচে নামিয়া ঐ দলেরই সমভূমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'যুদ্ধের ও প্রণয়ের

ব্যাপারে মিথ্যায় দোষ নাই' ইংরাজীর এই প্রবাদবাক্যটা মনে হয় মানবপ্রকৃতির ভিত্তির উপরই রচিত। দুষ্মন্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে শকুন্তলা অতুলনীয়া সুন্দরী; তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমতুল্য সৌন্দর্য্য কোনদিন তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ সম্ভবপর কি না এই চিন্তাতেই তিনি অধীর। শকুন্তলার মনোময়ী মূর্ত্তি দর্শনে বিভোর দুষ্মন্তের মন ইচ্ছানুকূল চিন্তায় পূর্ণ। তিনি একবার ভাবিতেছেন প্রথম দর্শনের সময় শকুন্তলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মন্দ গতি, প্রিয়ম্বদার সহিত সভ্রূভঙ্গী বাক্যালাপ সে সবই তাঁহার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল; তিনিই সে সকলের লক্ষ্যীভূত। এক একবার তাঁহার স্বভাবানুরূপ মহত্ত্বও জাগিয়া উঠিতেছে। নিজের চিন্তাকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন "সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি" —কামী বা লালসাতুর ব্যক্তি তাহার বাঞ্ছিতজনের যাবতীয় আচরণকেই ভুল করিয়া নিজের অনুকূল মনে করে।

কামনাবিভ্রান্ত মানুষের চঞ্চল মন যেরূপ কখনো উপরে উঠে কখনো নীচে নামে দুষ্মন্তের মনের অবস্থাও সেইরূপ। মূর্খ বিদূষককে তিনি যে সকল কথা বলিলেন মনের স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার পক্ষে সেরূপ কথা বলা সম্ভবপর নয় বলিয়াই মনে হয়। আবার যখন হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনোৎসুক বিদূষক তাঁহাকে শকুন্তলা চিন্তা হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, দেখিতেছি তোমার মনটা শেষে তাপসকন্যার উপরই আকৃষ্ট হলো, তখন দুষ্মন্তের আপন স্বভাবোচিত মহত্ত্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

সখে ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ত্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।

অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্॥

জেনো, যাহা গ্রহণযোগ্য নয় সে জিনিষে পৌরবগণের মন আকৃষ্ট হয় না। মুনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে উহার জন্ম ; মহর্ষি কণ্ব কুড়াইয়া আনিয়া পালন করিয়াছেন মাত্র। সে আকন্দগাছের উপর স্খলিত নবমল্লিকা ফুল—সে সত্য আকন্দ ফুল নয়।

দুষ্যন্ত শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে এরূপ বিমোহিত হইয়াছেন যে অতিবেগবতী কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জনেও তাঁহার মনে কোন দ্বিধা নাই। বিদূষক যখন রাজান্তঃপুরবাসিনীগণকে সুমিষ্ট পিণ্ড-খর্জ্জুরের সঙ্গে এবং তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে তিন্তিলি বা তেঁতুলের সঙ্গে তুলনা করিলেন তখন দুষ্যন্ত বলিলেন তুমি তাহাকে চক্ষে দেখ নাই সেইজন্যই এরূপ কথা বলিতেছে। তাহার সৌন্দর্য্যের কথা বেশী কি বলিব !

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগাৎ রূপোচ্চয়েন মনসা

বিধিনা কৃতা নু।

স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য

বপুশ্চ তস্যাঃ॥

মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত অনুবাদ। "তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবন দান করিয়াছেন ; অথবা মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রীসকল সঙ্কলিত করিয়া

মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপলাবণ্যের মাধুরী কদাচ সম্ভবিত না ; ফলতঃ ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি।”

মর্ম্মকথা কহিবার সময় দুষ্যন্ত বিদূষককে বলিলেন, “ভাই, আশ্রমবাসীগণ আমাকে রাজা দুষ্যন্ত বলিয়া জানিয়াছে ; এখন বল দেখি কোন্ ছলে তুই এক দিন আশ্রমে বাস করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি ?” বিদূষক যখন সে সম্বন্ধে বলিলেন, “রাজার অন্য কৌশলের প্রয়োজন কি ? বল যে নীবার শস্যের ষষ্ঠভাগ আদায় করিবার জন্য আসিয়াছ” তখন দেখিলাম শকুন্তলা-লালসায় কিছু নীচে নামিলেও দুষ্যন্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব বিহীন হইয়া পড়েন নাই। তিনি বলিলেন, “মূর্খ অন্যদ্ভাগ-ধেয়ামতেষাং রক্ষণে নিপততি, যদ্রত্নরাশীনপি বিহায় অভিনন্দ্যম্।

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তৎফলম্
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদাত্যারণ্যকা হি নঃ॥

মূর্খ, তপোবনবাসীগণের রক্ষাকার্য্যের জন্য আমরা রাজারা যে কর পাই তাহা যে রত্নরাশি অপেক্ষাও অধিক স্পৃহনীয়। দেখ, সাধারণ প্রজার নিকট হইতে আমরা যে ষড়্ভাগ রাজকর পাই তাহা ত ক্ষয়শীল ; তপস্বীগণ কিন্তু তাঁহাদের তপস্যালব্ধ অক্ষয় পুণ্যের ষড়্ভাগ আমাদিগকে প্রদান করেন।

মানুষ আমরা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া নিজদিগকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করি ; ধীরভাবে চিন্তা করিলে কিন্তু বেশ বুঝা যায় বিশ্বনিয়ন্তাঘূর্ণিত ঘটনাচক্রের ঘূর্ণ্যমান তৃণ ছাড়া আমরা কিছুই

নহি। ঘটনাচক্রই দুষ্যন্তকে তাঁহার অভিলষিত কয় দিবস আশ্রমে যাপনের সুযোগ আনিয়া দিল। দুষ্যন্ত ও বিদূষক যখন একান্তে শকুন্তলাবিষয়ক আলাপে এবং আশ্রমবাসের কৌশল উদ্‌ভাবনে রত তখন দুইজন ঋষিকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুষ্যন্তকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। একজন কিছুদূর হইতে দুষ্যন্তকে দেখিয়াই বলিলেন, "অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ"—আশ্চর্য্য, রাজার দেহ তেজদীপ্ত হইলেও নিকটে যাইতে ভয় হইতেছে না। ঋষিকুমারের ঐ কথায় রঘুবংশের "অধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ" কথাগুলি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে।

দ্বিতীয় ঋষিকুমার প্রথমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনিই কি সেই বলভিৎ সখা দুষ্যন্ত ?" বুঝিলাম বীরত্বপ্রভাবে দুষ্যন্ত যে ইন্দ্রের বন্ধু হইয়াছেন সেকথা তখনই জনসমাজে সুবিদিত। দুষ্যন্তের সুপুষ্ট ও বীরত্বব্যঞ্জক শরীর দেখিয়া দ্বিতীয় ঋষিকুমার বলিতেছেন—

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্
একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈ
রস্যাধিজ্যে ধনুসি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে॥

তোরণ অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ বাহুদ্বারা ইনি যে একাকীই জলধিশ্যামসীমা পৃথিবীকে ভোগ করেন, এবং চিরশত্রু দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে বিজয়ের জন্য দেবগণ যে ইঁহার অধিজ্য ধনুকের এবং ইন্দ্রের বজ্রের উপর নির্ভর করেন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

ঋষিকুমারদ্বয় দুষ্যন্তকে বলিলেন, "মহর্ষি আশ্রমে নাই। রাক্ষসগণ আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। সেজন্য আমাদের অনুরোধ আপনি সারথিকে সঙ্গে লইয়া কতিপয় দিবস রক্ষক প্রভুরূপে আশ্রমে অবস্থিতি করুন।" এদিকে দুষ্যন্তের ইচ্ছা পূর্ণ হইল ; কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই কালিদাস তাঁহাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন। রাজধানী হইতে বার্ত্তাবহ আসিয়া বলিল রাজমাতাদেবী আদেশ করিয়াছেন, "আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাসের পারণা অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান অবশ্য আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।" কামনাতুর দুষ্যন্ত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তিনি বিশেষরূপেই বুঝিলেন সঙ্কট অবস্থা। বলিলেন—

সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি
কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধী ভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতবহো যথা ॥

সত্যই আমি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছি। নদের খরস্রোত সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে বাধা পাইয়া যেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়, একই সময়ে দুই ভিন্ন স্থানে কর্ত্তব্যের উৎপত্তি হওয়ায় আমার মনটাও সেইরূপ দুইভাগে বিভক্ত হইতেছে। চিন্তাও অনেক করিলেন ; কিন্তু প্রণয়কামনায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় কাজে করিলেন মধুর অভাবে গুড় প্রদান। (বিচিন্ত্য) সখে মাধব্য ত্বমপ্যম্বাভি পুত্র ইব গৃহীতঃ স ভবান্ ইতঃ প্রতিনিবৃত্য তপস্বিকার্য্যব্যগ্রমনসং মামাবেদ্য তত্র ভবতীনাং পুত্রকার্য্যমনুষ্ঠাতুমর্হতি। ভাই মাধব্য, জননীগণ ত তোমাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন ; তুমিই গিয়া

আমি যে তপস্বীকার্য্যে কিরূপ ব্যস্ত জননীগণকে তাহা জানাইয়া তাঁহাদের পারণাকালে পুত্রের কার্য্য সম্পন্ন কর। রাণীমাতাদের উপবাস পারণার জন্য পাঠাইলেন তাঁহাদের পুত্রতুল্য ব্রাহ্মণবটু বিদূষক মাধব্যকে, আর নিজে থাকিলেন শকুন্তলা-অধ্যুষিত কণ্বের আশ্রমে। অবশ্য অন্য উপায়ও ছিল না। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের উপদ্রব হইতে তপস্যা আশ্রমকে রক্ষা করা মহাবীর দুষ্যন্ত ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তবে মনে হয় দুষ্যন্ত কামনাতুর না হইলে অন্য ব্যবস্থাই হইত।

পুত্রকৃত্য করিবার জন্য মাধব্যকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার কালে দুষ্যন্ত যেসব কথা বলিলেন তাহা হইতে মনে হয় প্রণয়-লালসায় তিনি তাঁহার মহত্ত্বের আসন হইতে অনেক নীচে নামিয়াছেন। দুষ্যন্ত বলিতেছেন—চপলোঽয়ং বটু। কদাচিদস্মৎ প্রার্থনাম্ অন্তঃপুরেভ্য কথয়েৎ। ভবতু এনমেবং বক্ষে।(বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা প্রকাশম্) বয়স্য ঋষিগৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপস কন্যায়াং মমাভিলাষঃ। পশ্য—

ক্ক বয়ং ক্ক পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥

এ বামুন ছোঁড়াটা খুবই চপল। ভয় হয়, অন্তঃপুরে রাণীদের কাছে শকুন্তলাঘটিত সব কথা পাছে বলিয়া ফেলে। আচ্ছা ইহাকে এইরূপ বলি। দেখ ভাই, ঋষিদের সম্মান রক্ষার জন্যই আশ্রমে যাইতেছি। তাপস তনয়ার উপর কোন আকর্ষণই আমার নাই। আমাদের মধ্যে কত পার্থক্য; আমি রাজা, ভোগবিলাসী সংসারী, আর ঐ আশ্রম-বালিকা মন্মথ ব্যাপারে

অনভিজ্ঞা, মৃগশিশুর সঙ্গে সম্বর্দ্ধিতা, একটা বন্য জীব। আমি ঠাট্টা করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য মনে করিও না। কষ্টিপাথরে কষিলে দেখা যায় ইহা শুধু মিথ্যা নয় মিথ্যা অপেক্ষাও হেয় প্রতারণা। মহৎ ব্যক্তিও রমণীলালসাতুর হইলে কত নীচে নামিয়া যায় মহাকবি এখানে তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভক ক্ষুদ্র এবং মাত্র একজন যজ্ঞকার্য্যরত কণ্বশিষ্যের কথা হইলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুশহস্ত যজমান শিষ্যের কথায় জানিলাম মহাবীর দুষ্যন্তের ধনুকের টঙ্কার শুনিয়াই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা সে সময়ে পলাইয়াছে—শরপ্রয়োগ করিতেও হয় নাই। আর শুনিলাম শকুন্তলা আতপপীড়িতা হইয়া অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় সখীদ্বয় উশীরাণুলেপন, মৃণাল, পদ্ম-পত্র প্রভৃতি তাপনিবারক বস্তুসমূহ লইয়া যাইতেছেন। আরও শুনিলাম যে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী এবং সেজন্য আশ্রমের সকলেই তাহাকে বেশীরূপ ভালবাসে। সম্ভবতঃ শকুন্তলার চরিত্রমাধুর্য্যও আশ্রমবাসী সকলের প্রীতিপ্রবণতার অন্যতম কারণ। (বিষ্কম্ভক)

সে সময়ের মত রাক্ষসেরা পলাইয়া যাওয়ায় প্রচুর অবসর প্রাপ্ত, কাময়মানাবস্থ দুষ্যন্তের পক্ষে শকুন্তলার অনুসন্ধান ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শকুন্তলা খররৌদ্রের কালে অনেক সময়েই সখীগণকে লইয়া মালিনীনদী-

তীরবর্ত্তী লতাকুঞ্জে গমন করেন ইহা দুষ্যন্ত জানিতেন। সেইজন্য শকুন্তলা অন্বেষণে সেইদিকেই তিনি অগ্রসর হইলেন। দুষ্যন্ত নিপুণ শিকারী। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শিকারের জন্তুর পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া (শিকারীর ভাষায় 'পাঁজ ভাঁজিয়া') শিকারের অবস্থাননির্ণয় কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং ঐ বিষয়ে তিনি সুপটু। এখানেও তাঁহার পটুতা সুপরিস্ফুট। তিনি বেতসলতাকুঞ্জের প্রবেশদ্বারে পাণ্ডুবর্ণ বালির উপর অভিনব পদচিহ্ন লক্ষ্য করিলেন—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘন গৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙক্তি দৃশ্যতেঽভিনবা॥

তিনি দেখিলেন পদচিহ্নগুলির অগ্রভাগ অভ্যুন্নত এবং পশ্চাৎভাগ অবগাঢ়। স্থির করিলেন উহা বিপুল জঘনা শকুন্তলার পদচিহ্ন। আর যখন লতাকুঞ্জে প্রবেশের পদচিহ্নই রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই শকুন্তলা লতাকুঞ্জের মধ্যে আছে। বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া তাপসবালিকাদিগকে দেখিতে প্রথমেই যখন দুষ্যন্তের মনে কোন বাধা জন্মে নাই, এখন যখন তাঁহার মনে স্থির হইয়াছে শকুন্তলা তাঁহার, তাঁহাকে তিনি নিশ্চয়ই পত্নীরূপে পাইবেন, তখন ত ঐভাবে দর্শনে আর কোন দ্বিধাই তাঁহার নাই। তিনি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জের ভিতরের শিলাপট্টের উপরে কুসুম-শয়নে শায়িতা সখীদ্বয়ের দ্বারা সেবিতা শকুন্তলাকে দেখিতে এবং আড়ি পাতিয়া তাহাদের গোপন কথা শুনিতে লাগিলেন।

বিষ্কম্ভকে শুনিয়াছি শকুন্তলা আতপলঙ্ঘন জন্য বলবদস্বস্থা। আতপলঙ্ঘন সম্ভবতঃ পল্লীভাষায় যাহাকে ঝোলা লাগা বলে;

ইংরাজীতে Sun-stroke—a nervous disease caused by great heat। যে ব্যক্তির ঝোলা লাগে তাহার উত্থানশক্তি থাকে না, কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়ে, কাহারও কাহারও বা মৃত্যু হয়। শকুন্তলার অসুস্থতা কি ঐরূপ আতপদোষ? যাহারা তাঁহাকে নিকটে থাকিয়া দেখিতেছে তাহারা কেহই সেরূপ মনে করে না। ভুক্তভোগী দুষ্মন্ত বলিলেন, "কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে।" বুদ্ধিমতী প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "অনসূয়ে, তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ ভবেৎ।" ঐকথা শুনিয়া অনসূয়া বলিলেন, "সখি, মম অপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য।" সরলা অনসূয়া ঘোরপ্যাঁচের কথা জানে না তাই সরলভাবে শকুন্তলাকে বলিল, "যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়-মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তে প্রেক্ষ্যে, কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতিকারস্য।" তিন জনেরই মনোভাব শকুন্তলার পীড়া আতপদোষ জনিত নহে, উহা মদনদোষ জনিত ; উহা কাময়মান অবস্থা।

দুষ্মন্তের অবস্থাও অনুরূপ। শকুন্তলার মনের সব কথা শুনিয়া তাহার সুযোগ্য প্রণয়কামনা দুই সখী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। শকুন্তলা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, বিলম্বে তাহার প্রাণহানি ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া অনসূয়া যখন বলিলেন, "কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ যেন অবিলম্বিতং নিভৃতং চ সখ্যাঃ মনোরথং সম্পাদয়াবঃ।" তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "নিভৃতং ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ, শীঘ্রম্ ইতি সুকরম্।"

অনসূয়া শীঘ্রকে সুকর ভাবিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দর্শন-পটু প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "ননু সঃ রাজর্ষিঃ অস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সুচিতাভিলাষঃ ইমানি দিবসানি প্রজাগর কৃশঃ লক্ষ্যতে।" ঐ কথা শুনিয়া রাজা দুষ্মন্ত নিজের দেহের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি।" সত্যই ত আমি ঐরূপ জাগরণ কৃশ হইয়াছি। তথাহি—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপবিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গ প্রভারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিবার্য্যতে॥

প্রতি রজনীতে আমি যখন বাহুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করি তখন আমার অন্তস্তাপ জনিত উত্তপ্ত অশ্রু অপাঙ্গ হইতে ঝরিয়া আমার হস্তের মণিখচিত কনকবলয়ের মণিগুলিকে বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি এরূপ কৃশ হইয়াছি যে আমার হস্তের সুবর্ণবলয় বারম্বার ঠিক করিয়া দিলেও পুনঃ পুনঃ বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, কঠিন জ্যাঘাতাঙ্কেও আটক হয় না।

দেখিলাম প্রথম দর্শন সময় হইতেই দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মনে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। ঐ প্রণয় কামনা তাঁহাদের দুইজনকেই আতুর করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা উভয়েই কালিদাসের ভাষায় সমদনাবস্থ; উভয়েই লালসা, উদ্বেগ, জাগরণাদির তাপে দগ্ধ; উভয়েই ক্লিষ্ট, খিন্ন, শীর্ণ। উশীর, মৃণাল, পদ্মপত্র, চন্দনপঙ্ক, বীজন কোন কিছুতেই কিছু হইল না। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ কালিদাসের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকবি-

বর্ণিত পূর্ব্বরাগাবস্থায় মদনপীড়িতের দশ দশার কোন উল্লেখ কালিদাসের লেখার মধ্যে নাই, তবে তিনি শকুন্তলাকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ষষ্ঠী দশা বলিয়াই মনে হয়। দুষ্যন্তও প্রায় তদবস্থ। এ অবস্থায় মহর্ষি কণ্বের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করা আর চলিল না। প্রীতিকোমল অনুকূল সখীদ্বয়ের চেষ্টায় গান্ধর্ব্ব বিবাহের দ্বারা উভয়ের মিলন ঘটিল। মদনধূমাকুলিতদৃষ্টি তাঁহারা কোথায় যে আহুতি দিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হইল না। তবে পরে যখন তীর্থপ্রত্যাগত মহর্ষি কণ্ব ঐ আহুতি দানকে ধূমাকুলিতদৃষ্টি যজমানের অগ্নিতে আহুতিদান বলিয়া সমর্থন করিয়া লইলেন তখন বুঝিলাম নায়ক-নায়িকা সাধারণের বাঁধা রাস্তায় না চলিয়া কাদাধুলামাখা পথে চলিলেও তাহাদের লক্ষ্য গম্যেই স্থির ছিল।

প্রথম মিলনে তাঁহাদের দ্বিধাসঙ্কোচ দূর হইবার পূর্ব্বেই গৌতমী যজ্ঞীয় শান্ত্যুদক লইয়া উপস্থিত হইলেন। সখীদ্বয় তাঁহাদিগকে "চক্রবাক্ বধূ আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ উপস্থিতা রজনী" এই কবিত্বপূর্ণ সঙ্কেত বাক্যে সাবধান করিয়া দিলেন। শকুন্তলার কথায় দুষ্যন্ত বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিলেন; সখীদ্বয়ের সহিত শান্ত্যুদক পাত্র হস্তে লইয়া গৌতমী আসিয়া শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ?" শকুন্তলা বলিলেন, "এখন অনেকটা ভাল।" গৌতমী শকুন্তলার মাথায় শান্তিজল প্রক্ষেপ করিয়া সকলকে লইয়া উটজে গমন করিলেন। দুষ্যন্ত শূন্য লতামণ্ডপে আসিয়া মদনলেখ মৃণালবলয় প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া পড়িলেন, নিজে নিজেই বলিলেন—

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ভ্রষ্টমিদংবিশাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্লোমি শূন্যাদপি ॥

এই যে শিলাপট্টের উপর তাহার তাপক্লিষ্ট শরীর বিলুণ্ঠনে বিমর্দ্দিত কুসুমশয্যা, এই যে পদ্মপত্রে নখ দিয়া লিখিত তাহার বিমলিন প্রণয়পত্র, এই যে তাহার হস্ত হইতে ভ্রষ্ট মৃণাল আভরণ, যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি সবই তাহার স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ। শকুন্তলা-শূন্য হইলেও এই বেতসকুঞ্জ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

এই সময়ে মহাকবি কালিদাস তাঁহার নিপুণ তুলিকায় একটি ক্ষুদ্র স্পর্শে প্রণয়-বিহ্বল বিচ্ছেদ-অধীর দুষ্যন্তের ভিতর হইতে শৌর্য্যাদিসদ্গুণসমন্বিত ক্ষত্রিয় রাজা দুষ্যন্তকে বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিলেন। দূর হইতে বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিল দুষ্যন্তের কর্ণে—

রাজন, সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রয়স্তাঃ।
ছায়াশ্চরতি বহুষঃ ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ॥

রাজন্, সন্ধ্যাকালোচিত যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইতেই প্রজ্বলিত অগ্নি যজ্ঞবেদির চারিদিকে সান্ধ্য মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ আমমাংস-ভোজী রাক্ষসগণের ভয়জনক ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ কথা শুনিয়াই দুষ্যন্তের ক্ষত্রিয়ত্ব জাগিয়া উঠিল; এই আমি যাইতেছি বলিয়াই তিনি যজ্ঞকার্য্য রক্ষণে ছুটিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ধর্ম্মী ভারত-আক্রমণকারীগণ যখন হইতে ভারতে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, জীবন বা সংস্কৃতি স্রোত বহুশত বৎসর ধরিয়া যেভাবে বহিয়া চলিতেছিল সেভাবে আর চলিল না; ভিন্নতার সঙ্ঘর্ষে তাহাতে নানারূপ বাধাবিঘ্নের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অন্য বহু জ্ঞানালোচনার ন্যায় কাব্যালোচনাও ম্লান হইল। কাব্যপ্রীতি মনুষ্যমনের চিরন্তন ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া একবারে বিলুপ্ত না হইলেও প্রতিভার খেলার অভাবে ঐ কয়শত বৎসরে সংস্কৃত কাব্যের কোন নব বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। ঐ সময়ে কোন কোন কাব্যপাঠক কোন কোন কাব্য বা কবি সম্বন্ধে কিছু টুকরা সমালোচনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার নমুনা,

রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং।
তস্যাপি টীকা সাপি পাঠ্যা॥

বা

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ঃ গুণাঃ॥

ঐ সকল টুকরা সমালোচনাকে কাব্যরসিক পণ্ডিতগণ চপল ও প্রগল্ভ মনে করিয়া ত্যাগ করেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলা সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি টুকরা সমালোচনা পরিদৃষ্ট হয়—

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্।
তত্রাবপি চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা॥

কাব্যামোদী সুপণ্ডিতগণ ইহাকে ত্যাজ্য মনে না করিয়া গ্রহণই করিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার বিবরণ বর্ণিত। উহা হৃদয়ের ব্যাপার, ভাবোচ্ছলতায় পূর্ণ; কাজেই উহা ভাবপ্রবণ কাব্যামোদীগণের বিশেষ প্রীতিকর। চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকটি গভীর গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে সে সময়ের মানসিকতা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। বেশ বুঝা যায় ইহাই শকুন্তলার নাট্যচক্রের নাভি। ইহাতেই দুর্ব্বাসার অভিসম্পাৎরূপ অক্ষদণ্ডটি প্রতিষ্ঠাপিত। অতঃপর অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাট্যচক্রটি ঐ অক্ষদণ্ডের উপরই বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পুষ্পচয়ন কার্য্যে রত অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কথায় জানিতেছি যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পরে তপস্বীগণ দুষ্যন্তকে বিদায় দিয়াছেন। শকুন্তলার অঙ্গুলে একটি অবধি নির্ণায়ক নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিয়া তিনি রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অনসূয়ার চিন্তা হইতেছে বহুপত্নীক দুষ্যন্ত রাণী-মহলে আনন্দে মগ্ন থাকায় তপোবনবাসিনী শকুন্তলার কথা কি মনে রাখিয়াছেন। দুষ্যন্তের নামে তিনি অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "ইতিমধ্যে শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া না হইলেও অন্ততঃ একখানা পত্র দেওয়াও ত উচিত ছিল।" মনে হয় বহুপত্নীক পুরুষগণের সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তা বহু অনুরাগিনী পত্নীর এবং তাহাদের হিতৈষিণী বন্ধুগণের মনে উদিত হইত। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা পুষ্পচয়নে ব্যস্ত; শুধু পূজার ফুল হইলেই চলিবে না, শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার পূজার জন্যও ফুল চাই। অতিথি সৎকারের জন্য উটজে রহিয়াছে দুষ্যন্ত চিন্তায় উন্মনা শকুন্তলা।

মহর্ষি কণ্ব শিষ্যগণকে ছাড়িয়া, প্রিয়ম্বদা অনসূয়া গৌতমীকে ছাড়িয়া শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকার আদি আশ্রমের সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সেই শকুন্তলা আজ স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব প্রণয়ের মোহে প্রিয়জন চিন্তায় এরূপ উন্মনা যে দুর্ব্বাসার ন্যায় অতিথি আসিয়া "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া যখন নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেন তখন সে কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করিল না। প্রিয়ম্বদা আপন মনে বলিয়াছিলেন "শকুন্তলা পর্ণশালায় আছে সত্য তবে তাহার মন সেখানে নাই।" কেন নাই? দুষ্যন্তের চিন্তায় বিহ্বলতার জন্য। তাহা ত স্বার্থপরতার অনুসরণে কর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া। কর্ত্তব্যচ্যুতি মহা অপরাধ। অপরাধীকে শাস্তিদান বিধাতার বিধান। দেবরোষ তাই দুর্ব্বাসার অভিশাপরূপে শকুন্তলার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইল। দুর্ব্বাসা বিধাতার হস্তের যন্ত্র মাত্র, তাই অভিশাপ দানের জন্য তাঁহাকে কেহই দোষী মনে করে না। দুর্ব্বাসা বলিলেন—

আঃ অতিথিপরিভাবিনি,

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা, তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্ কথাং প্রমত্ত প্রথমং
কৃতামিব॥

অতিথির অবমাননাকারিণী অনন্যমনে যার চিন্তায় মগ্ন থাকায় তপস্বী অতিথির উপস্থিতি লক্ষ্যই করিলে না, প্রমত্ত ব্যক্তি যেরূপ প্রথম বলা কথা ভুলিয়া যায়, সেও তোমাকে সেইরূপ ভুলিয়া যাইবে; মনে করিবার বহু চেষ্টা করিলেও

তোমাকে তাহার মনে পড়িবে না। দুর্ব্বাসার অভিশাপ দূরস্থিতা অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কর্ণে প্রবেশ করিলেও দুষ্যন্তচিন্তাবিভোরা শকুন্তলার কর্ণে তাহা পৌঁছিল না। তাহাই হয়। মানুষ যখন কর্ত্তব্যচ্যুতি পাপের জন্য দেবরোষের অধীন হয় তখন সে তাহা বুঝিতে পারে না। যদি তাহার কোন হিতৈষী বন্ধু থাকেন তিনিই তাহা অনুভব করেন এবং বন্ধুর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিকূল দৈব প্রতিরোধের চেষ্টাও করেন। তবে "স্বকর্ম্ম ফলভাক্ পুমান" শ্রুতিবাক্য অতি সত্য; নিজের কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল নিবারিত না করিলে হিতৈষীগণের শত চেষ্টাতেও স্বকর্ম্মের তিক্ত ফলভোগ নিবারিত হয় না। শকুন্তলার বিষয়েও তাহাই হইল। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাৎ শুনিয়াই মহাবিপদ বুঝিয়া প্রিয়ম্বদা ছুটিয়া গিয়া পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসাকে কিছু সানুক্রোশ বা নরম করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এই কথা লাভ করিলেন যে অভিজ্ঞান আভরণ দুষ্যন্তকে দেখাইতে পারিলে শাপমোচন হইবে। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক ছিল, শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে সখীদ্বয় অঙ্গুরীয়কের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াও দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফললাভ হইল না। শকুন্তলাকে কর্ম্মের তিক্তফল ভোগ করিতেই হইল।

দুর্ব্বাসার অভিশাপ বাক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভক শেষ করিতেছি। কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে কালিদাস মধুর, কোমল, ললিত ভাষাই প্রয়োগ করিতে পারিতেন; রূঢ়, কর্কশ ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই কারণেই দুর্ব্বাসার অভিশাপ এরূপ ভাষায় রচিত হইয়াছে

যে তাহা অভিসম্পাৎ বলিয়াই মনে হয় না। রূঢ়, নিষ্করুণ, কর্কশ ভাষাতেই অভিসম্পাৎ রচিত হওয়া সমীচীন; মিষ্ট ভাষায় অভিশাপ অশোভন বেমানান হয়। ভাষার উপর যাঁহার বিপুল অধিকার অবিসংবাদিত সেই কালিদাস যে কটরড়বর্ণভূয়িষ্ঠ তুই ছত্র অভিশাপ রচনায় অক্ষম হইয়াই তুর্ব্বাসার মুখে কান্তপদ অভিসম্পাৎ স্থাপন করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। মনে হয় ঐরূপ প্রয়োগের মধ্যে কবি একটি সুন্দর কৌশল বিন্যস্ত করিয়াছেন; তিনি যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে শকুন্তলার কমনীয়তা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী ছিল এবং নব প্রণয়ানুরক্তিজনিত তাহার কর্ত্তব্যচ্যুতি এরূপ সহানুভূতিযোগ্য ও ক্ষমার্হ যে অভিশাপ প্রদানের সময় তুর্ব্বাসার ন্যায় ব্যক্তির কঠোরতাও কোমল না হইয়া পারে নাই। (বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)

অনসূয়া প্রিয়ম্বদার ব্যাক্যালাপ হইতে জানিতেছি মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তুষ্যন্ত শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহের এবং তাহার ফলে শকুন্তলার আপন্নসত্ত্বা হওয়ার কথা মহর্ষি কণ্বকে কেহ বলিতে সাহসী হয় নাই। মহর্ষি অগ্নি-শরণ বা হোমগৃহে প্রবেশ করিলে এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি সব কথা জানিলেন—

তুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

তোমার কন্যা জগতের মঙ্গলের জন্য তুষ্যন্তনিষিক্ত তেজ ধারণ করিয়াছে; উহাকে অগ্নিগর্ভা শমীবৃক্ষের ন্যায় পবিত্রা বলিয়া জানিও। ঐ দৈববাণী শুনিয়াই উদারচরিত্র মহর্ষি

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহ সমর্থন করিলেন এবং স্থির করিলেন কল্যই শকুন্তলাকে তাহার স্বামীগৃহে পাঠাইয়া দিবেন। একজন শিষ্যকে অরুণোদয় কাল জানাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। শকুন্তলা পাছে ভীতা ও উদ্বিগ্না হয় সেইজন্য মহর্ষি প্রভাতেই গিয়া তনয়া শকুন্তলাকে সস্নেহ বাক্যের দ্বারা তাহাদের গান্ধর্ব-বিবাহ সমর্থন করিলেন এবং শকুন্তলার মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন।

বেলা উপলক্ষণের জন্য কাশ্যপ যে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন সেই চিন্তাশীল শিষ্য পর্ণশালার বাহিরে আসিয়াই অরুণোদয় কালের প্রাকৃতিক রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোঽরুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

ব্রীহি যবাদি ওষধিগণের পালক অধিপতি চন্দ্র একদিকে অস্তগমন করিতেছেন আর একদিকে অরুণকে সম্মুখভাগে লইয়া সূর্য্য উদিত হইতেছেন। একই সময়ে তেজোময় দুই পদার্থ চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন ও উত্থানের দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তা যেন দশা দশান্তর বিষয়ে বিশ্বজনকে শিক্ষা দিতেছেন। শিষ্যের মুখের ঐ বাক্যের দ্বারা মহাকবি কালিদাস সুকৌশলে সামাজিকগণের মনে উচ্চাবচ ভাবী ঘটনাপরম্পরার একটি ছায়াপাত করিলেন। মনে হয় যেন পরবর্ত্তী ঘটনা-বৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য সামাজিকগণকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল

নাটকের পরবর্ত্তী অংশসমূহ উপভোগ করিবার সময়ে ঐ উত্থান-পতনের কথাই পুনঃ পুনঃ মনের দ্বারে আঘাত করে। উত্থান-পতনের তথ্যটি শুধু শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধেই যে সত্য তাহা নহে, উহা বিশ্বমানবের চিরন্তন ব্যাপার সম্বন্ধেও সত্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ তথ্যটিকে চিরন্তন সত্যরূপে প্রকাশ করিলেন—

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।"

তখন কণ্বশিষ্যের বাক্য তাঁহার মনের সম্মুখে উপস্থিত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময়ে পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আকুলতা এবং কন্যার বহুস্মৃতিবিজড়িত আশৈশবের আবেষ্টন ত্যাগের বিচ্ছেদকাতরতা প্রত্যেক সংসারী মানবের সুপরিচিত। শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময়ের যে চিত্র মহাকবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় আশ্রমের অধিবাসী, দেহ-মন-আত্মার সমঞ্জসীভূত পরিণতিপ্রাপ্ত তপস্বী-তপস্বিনীগণই শুধু নহেন, সেখানের পশুপক্ষী, তরুলতা, তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সকলেই এরূপ পবিত্র প্রীতি বিজড়িত ছিল যে শকুন্তলার ভাবী বিচ্ছেদ সমগ্র আশ্রমটিকেই ব্যথাকাতর করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমেই তিনজন তপস্বিনী শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। মহাকবি কালিদাস সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতারূপ মায়ামরীচিকার অনুসরণকারী ছিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানবের অন্তর ও বহিঃ-র বৈচিত্র্যই প্রতিভাত হইয়াছিল

এবং তাঁহার মুখে ভিন্নরুচির্হিলোকঃ বাণীই ধ্বনিত হইয়াছিল। তপস্বিনী তিনজনের আশীর্ব্বাদেও ঐক্যের মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমা বলিলেন, "স্বামীর বহুমানসূচক মহাদেবী শব্দ লাভ কর," দ্বিতীয়া বলিলেন, "বাছা বীরপ্রসবিনী হও," তৃতীয়া বলিলেন, "স্বামীর বহুমতা হও।" শকুন্তলাকে সাজাইবার জন্য মহর্ষি কণ্ব শিষ্যগণকে তপোবন তরুসমূহ হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা নানারূপ সুচারু বসন ও মনোরম অলঙ্কার লইয়া আসিল। এ সকল কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসিত হইয়া শিষ্য বলিল, ততঃ ইদানীম্—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যুতশ্চরণোপরাগ সুভগো লাক্ষারস কেন চিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈ
র্দত্তান্যাভরণানি তৎ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

কোন তরু চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসন প্রদান করিল, কোন তরু চরণরঞ্জনের উপযুক্ত লাক্ষারস দান করিল। অন্য তরুগণের নবোদ্ভিন্ন সুচারু কিসলয়সমূহের মধ্যে অর্দ্ধ-প্রকাশিত বনদেবতাগণের মনোরম অঙ্গুলিশোভিত রক্তাভ করতল হইতে নানারূপ আভরণ প্রদত্ত হইল।

মহর্ষি কাশ্যপ যখন তপোবনের তরুলতাগণকে শকুন্তলাকে পতিগৃহগমনে অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন—

"ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আস্তে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥"

"হে সন্নিহিত তরুগণ! তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া যিনি কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।" (বিদ্যাসাগর)

ঐ অনুমোদন-প্রার্থনা-বাক্য শেষ হইতেই কোকিলের রব শুনিয়া কাশ্যপ বলিলেন—

অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥

শকুন্তলার তপোবনবাসকালের বন্ধু তরুগণের কাছে শকুন্তলার পতিগৃহগমনে আমি অনুমোদন চাহিয়াছিলাম, তাহারা কোকিল-রবের দ্বারা আমার কথার উত্তর দিয়া শকুন্তলাকে পতিগৃহ-গমনে অনুমতি দিতেছে। মহর্ষি কণ্বের বাক্য শেষ হইতেই সকলে বিস্ময়পূর্ণ হইয়া বনদেবতাগণের শুভেচ্ছাবাণী আকাশে ধ্বনিত হইতে শুনিল—

রম্যান্তর কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ুখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥

মাঝে মাঝে কমলশোভিত ও কমলপত্রে হরিদ্বর্ণ সরোবর

সমন্বিত হইয়া, প্রখরসূর্য্যতাপনিবারক ছায়াপ্রধান তরুরাজি শোভিত হইয়া, পদ্মপরাগের ন্যায় সুকোমল ও সুখস্পর্শ ধূলিপূর্ণ হইয়া এবং ধীর অনুকূল পবনযুক্ত হইয়া শকুন্তলার গমনপথ সুখকর ও মঙ্গলময় হউক। প্রবীণা গৌতমী শকুন্তলাকে বলিলেন, বাছা, ঐ শোন, আত্মীয়স্বজনের ন্যায় স্নেহময়ী তপোবন দেবতা-গণও তোমাকে পতিগৃহগমনে অনুমতি দিতেছেন এবং শুভকামনা করিতেছেন। ভগবতীগণকে প্রণাম কর।

যখন শকুন্তলার পতিগৃহগমনের সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন শকুন্তলা প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমার মন অত্যন্ত উৎসুক হইলেও তপোবন ত্যাগ করিতে আমার চরণ চলিতে চাহিতেছে না।" তাহা শুনিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "শুধু তোমার মনই বিচ্ছেদকাতর হয় নাই ; তোমার উপস্থিত বিচ্ছেদে সমগ্র আশ্রমটিরও সমভাবেই কাতরতা জন্মিয়াছে ; দেখ, মৃগগণের মুখ হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণকবল পড়িয়া যাইতেছে ; ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে ; পাণ্ডুপত্র ত্যাগের ছলে লতাসমূহ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।" পিতা কাশ্যপের অনুমতি লইয়া লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নার কাছে বিদায় লইবার সময়ে শকুন্তলা বলিলেন, "ভগিনী বনজ্যোৎস্না, তুমি সহকারসঙ্গতা হইলেও বিটপের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ হইতে তোমাকে ছাড়িয়া আমি বহুদূরে চলিলাম।" শকুন্তলা চলিতে আরম্ভ করিলে কেহ তাহার বসনে টান দেওয়ায় তাহার গতি ভঙ্গ হইল। কে উহা করিল, শকুন্তলা জানিতে চাহিলে কাশ্যপ বলিলেন—বৎসে,

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকোজহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকপদবীং মৃগেন॥

মা, যে মৃগশিশুটির কুশসূচীবিদ্ধমুখক্ষত ইঙ্গুদী তৈল প্রয়োগে তুমি প্রশমিত করিয়াছিলে, শ্যামাকমুষ্টির দ্বারা যাহাকে তুমি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলে তোমার সেই পুত্রকৃতক মৃগ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না।

তপস্যা-আশ্রমের সকলেই উপস্থিত শকুন্তলা বিচ্ছেদে ব্যথাকাতর। আশ্রমের অধিস্বামা কাশ্যপের মনোভাব কিরূপ জানা প্রয়োজন। তাঁহার চরিত্র যে কত মহতোদার কালিদাস তাঁহার নিপুণ তুলিকার কয়েকটি স্পর্শে তাহা সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণের মধ্যে হৃদয়ের সন্ধান যেরূপ কমই পাওয়া যায় কাশ্যপে সেরূপ নহে। তিনি বিরাট পুরুষ, তাঁহাতে সদসদ্বিবেচিকা শক্তি, হৃদয় এবং কর্ম্মশক্তি তুল্যরূপে সুপরিণত। এবং সে পরিণতি সুসমঞ্জস, কেহ কাহারও বাধক নয়। কিছু পরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইতে হইবে বলিয়া তাহাই তাঁহার মনে প্রধান চিন্তা। তিনি বলিলেন—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

শকুন্তলা অদ্য স্বামীগৃহে যাইতেছে সেজন্য উৎকণ্ঠা আমার মনকে স্পর্শ করিয়াছে, গলাটা বাষ্পভারাক্রান্ত, চক্ষুও চিন্তাজড়। বনবাসী তপস্বী আমি, আমার মনেও যদি বিকলতা জন্মে জানিনা সংসারী গৃহীগণ কন্যা পাঠাইয়া প্রথম প্রথম কিরূপ মনোকষ্ট ভোগ করে। নিজের মধ্যে স্নেহজাত সামান্য বিকলতা লক্ষ্য করিয়াই মানবপ্রীতিবিভোর তপস্বী ঐ অবস্থায় গৃহীগণের মনোকষ্টের বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ চিন্তা করিলেন। দেখিলাম মানসিকতায় তিনি গৃহীগণের বহু ঊর্দ্ধে। তাঁহার মনে স্নেহের অনুভূতি আছে, তবে স্নেহবিহ্বলতা নাই।

কাশ্যপ শিষ্যমুখে দুষ্যন্তকে বলিয়া পাঠাইলেন—

অস্মান সাধু বিচিন্ত্যসংযম ধনানুচ্চৈঃ কুলংচাত্মন্
স্তয্যস্যাং কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ॥

"আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমিও অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলাও বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।" (বিদ্যাসাগর)

মহর্ষি কাশ্যপ পতিগৃহে নব বধূর আচরণ সম্বন্ধে শকুন্তলাকে যে উপদেশ দিলেন তাহা বহুশত বৎসর পরে আজিও অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থের নিকট মূল্যবান। তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ঃ বামা কুলস্যাধয়ঃ॥

"তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, পরিচারিকাদিগের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশে কখনও কার্পণ্য করিবে না, বা আপনার সৌভাগ্যের গর্ব্বে কদাচ গর্ব্বিত হইবে না। স্বামী যতই কর্কশ ব্যবহার করুন না কেন তুমি কিন্তু কখনও ক্রোধের বশীভূতা এবং বিরুদ্ধচারিণী হইবে না। শকুন্তলে! ললনারা এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই ক্রমে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে, যাহারা বিপরীত ব্যবহার করে তাহারা কুলের পীড়া স্বরূপ। এ সম্বন্ধে গৌতমী কি মনে করেন?" (বিদ্যাসাগর)

তপোবনবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মুখে ঐরূপ সংসার-অভিজ্ঞোচিত উপদেশ মানায় কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। কালিদাসেরও সম্ভবতঃ ঐরূপ সন্দেহ হওয়ায় উপদেশ দানের পূর্ব্বেই কাশ্যপের মুখে বলিলেন, "বনৌকসোঽপি বয়ং লোককিজ্ঞা এব।" তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারায় শিষ্যের সমর্থন আসিল, "ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্।" তাহাতেও মনটা সুস্থির না হাওয়ায় "গৌতমী বা কিং মন্যতে" বলিয়া গৌতমীর সমর্থন খুঁজিলেন। গৌতমী "ইহাই ত বধূজনকে দিবার ঠিক উপদেশ" বলিয়া সমর্থন জানাইলে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

শকুন্তলা যখন আশ্রমের অভিমুখে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আবার কবে তপোবন দেখিব ?" তখন কাশ্যপ ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

ভূত্বা চিরায় চতুরন্ত মহীসপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিত কুটুম্বভরেণ সার্দ্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥

"বৎসে, সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।" (বিদ্যাসাগর)

সেকালে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসই সমাজের ব্যবস্থা ছিল। মহর্ষি কাশ্যপের কথা শুনিয়া রঘুবংশের প্রথম সর্গের অষ্টম শ্লোকটি মনে জাগিয়া উঠে।

শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥

শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যাইলে কাশ্যপ বলিলেন, "অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে, এখন শোক ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আগমন কর।" অনসূয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "বাবা, শকুন্তলাবিরহিত শূন্য তপোবনে কিরূপে প্রবেশ করিব ?" কাশ্যপ বলিলেন, "স্নেহের মোহে এইরূপই মনে হয়।" তাহার পরেই তাঁহার ঋষিত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

হন্ত ভোঃ শকুন্তলাং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাসইবান্তরাত্মা॥

শকুন্তলাকে পাঠাইয়া আমি সুস্থ হইলাম। অন্যের অর্থ এবং বিবাহিতা কন্যা দুইই ন্যস্তসম্পত্তি। ন্যাস প্রত্যর্পণে মন যেরূপ উদ্বেগশূন্য হয় শকুন্তলাকে তাহার পতির নিকট পাঠাইয়া আমিও আজ সেইরূপ নিরুদ্বেগ হইলাম।

পঞ্চম অঙ্ক

সেদিনের রাজকার্য্য সমাপিত হওয়ায় পৌরব দুষ্যন্ত বিদূষকের সহিত অবসর বিনোদনে রত। সঙ্গীতশালায় রাণী হংসপদিকা সঙ্গীত আলোচনা করিতেছিলেন; বিদূষক দুষ্যন্তের মন সেই সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। রাণী গাহিলেন—

অভিনব মধুলোলুপঃ ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্ব্বৃতঃ মধুকর বিস্মৃতঃ অসি এনাং কথম্॥

"অহে মধুকর অভিনব মধুর লোভে সহকার মঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া এখন কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া উহাকে একেবারে বিস্মৃত হইলে কেন?" (বিদ্যাসাগর)

ঐ রাগপরিবাহিনী সঙ্গীত হইতে বেশ বুঝা যায় সেকালের বহুপত্নীক রাজাগণের বহু পত্নীই স্বামীর প্রণয়লাভে বঞ্চিতা হইতেন। হংসপদিকার মনোভাব সহৃদয়তার সহিত অনুভব করিয়া তাহাকে কিছু মিষ্ট কথা বলিবার জন্য বিদূষককে পাঠাইয়া দুষ্যন্ত নিজের মনেই অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন।

রম্য বস্তু দর্শন করিলে কিম্বা মধুর শব্দ শ্রবণ করিলে হৃদয়-বান মানুষ মাত্রেরই মনে আকুলতা জন্মে। ঐরূপ কেন হয় অনেকেই তাহার কারণ অন্বেষণ করিয়াছেন। রুচির বৈচিত্র্য বশতঃ বহুপ্রকারের কারণ নির্ণয় পরিদৃষ্ট হয়।

১। কেহ কেহ বলেন সুরাপায়ীর হস্তপদাদির বৈক্লব্য জন্মানই যেরূপ সুরার ধর্ম্ম, মানুষের মনকে পর্য্যাকুল করিয়া তোলাই সেইরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধর্ম্ম।

২। কবিগণ অনেকেই বলিয়া থাকেন প্রিয়জন কাছে না থাকায় একাকী সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না বলিয়াই মন আকুল হয়, বা প্রাণ কাঁদে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পাইতেছি—

ওগো—এত প্রেম আশা, প্রাণেরি তিয়াষা, কেমনে আছে সে পাশরি

তবে—সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী, সেথা কি বাজে না বাঁশরী?

সখি—হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন, সেথা কি পবন বহে না?

সে যে—তার কথা মোরে কহে অনুখন, মোর কথা তারে কহে না?

৩। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানী সুপণ্ডিত রাস্‌কিন বলেন: সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধর্ম্ম মানুষের মনকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আদি কারণ, সত্য-শিব-সুন্দর বিশ্বস্রষ্টার দিকে টানিয়া তুলিয়া লওয়া। সেই উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া মানুষের অবচেতন মনে তুলনার কার্য্য চলে; মানুষ দেখে যাঁহার এক কণিকা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া বিশ্বের

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ, সেই বিশ্বস্রষ্টা কত মহান এবং কি অনন্ত সুন্দর, আর মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত হীন এবং সেই জন্যই মানুষের মন পর্য্যাকুল হয়, প্রাণ কাঁদে।

৪। কালিদাস দুষ্যন্তের মুখে প্রথমে বলিলেন—

"কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি।" ঐ সঙ্গীত শুনিয়া প্রিয়জনবিরহ না ঘটিলেও মনে এরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা কেন জন্মিতেছে? প্রিয়জন বিরহিত হইলেই ত মনে এরূপ পর্য্যাকুলতা জন্মে। তাহার পরেই যাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের মনকে বর্ত্তমান জন্ম ছাড়িয়া জন্মান্তরে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র "অথবা" সহযোগে কবি দুষ্যন্তের মুখে ভিন্ন কারণ নির্ণয় করিলেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি॥

মানুষের দেহের যেরূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ তিন অবস্থা মনেরও সেইরূপ জাগ্রৎ (চেতন), স্বপ্ন (অবচেতন), সুষুপ্তি (অচেতন) তিন অবস্থা। রম্য বস্তু দর্শন করিয়া বা মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখিত (কান্তাসঙ্গবান) জীবও যে পর্য্যুৎসুক হয় তাহার কারণ পূর্ব্বজন্মের কোন প্রীতিবন্ধন এখন চেতন মনে না থাকিয়া ভাবস্থির বা অচেতন মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে; সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্যের প্রভাবে তাহা চেতন মনে আসিবার জন্য নড়িয়া উঠে বলিয়াই মানুষ পর্য্যাকুল হয়, তাহার প্রাণ কাঁদে। দুর্ব্বাসা শাপে বিস্মৃত

শকুন্তলা-প্রণয়কে কি কালিদাস জননান্তর সৌহার্দ্দ্যের পর্য্যায়েই ফেলিলেন ?

বৃদ্ধ কঞ্চুকী নিজের স্থবির অবস্থার উল্লেখ করিয়া জীবের দশান্তরের প্রতি সামাজিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন; তাঁহাদের মন তিতিক্ষাপূর্ণ হইল।

পঞ্চম অঙ্কে সেকালের রাজগণের মানসিকতা ও আচরণ সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল ছবি দেখা যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লেখক গণের কেহ কেহ অতীত ভারতের নৃপতিগণকে স্বৈরাচারী শাসকের কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের যে নিয়মানুগ মূর্ত্তি শুক্রাচার্য্য ও কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্রে এবং কাব্য ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় মনে হয় তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি। এখানে কঞ্চুকী বলিলেন, অবিশ্রমেচ লোকতন্ত্রাধিকারঃ।

ভানু সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ॥

যাঁহারা জনগণের রক্ষণকার্য্যে রত তাঁহাদের বিশ্রামের অবসর নাই। সূর্য্যদেব তাঁহার তুরঙ্গগণকে একবার মাত্র রথে যুক্ত করিয়াছেন; গন্ধবহ দিবারাত্রি প্রবাহিত হইতেছে; শেষ নাগ সব সময়েই পৃথিবীর ভার বহন করিতেছেন; ষষ্ঠাংশভাগী রাজাগণেরও উহাই ধর্ম্ম। ভাবিয়া চিন্তিয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, দুষ্যন্তকে কাশ্যপের আশ্রম হইতে সস্ত্রীক তপস্বিগণের আগমনবার্ত্তা কঞ্চুকী জানাইলেন। দুষ্যন্ত শাস্ত্রবিহিতবিধানে পবিত্র অগ্নিশরণে তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন। এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং সেখানে যাইবার সময়ে ক্লান্ত দুষ্যন্ত নিজ মনে বলিলেন,

সর্ব্বঃ প্রার্থিতমর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।
ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতিলব্ধপরিপালন বৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥

সকল প্রাণীই অভিলষিত বস্তুলাভে সুখী হয়; কিন্তু রাজগণের প্রার্থিত লাভ দুঃখের কারণ। অভিলষিতবস্তু লাভে আকাঙ্ক্ষার অবসান হইলেও লব্ধবস্তুর পরিপালনের জন্য প্রভূত ক্লেশ জন্মে। স্বহস্তে বৃহৎ ছত্রের দণ্ড ধারণ করিলে আতপ তাপ নিবারণের সুখ অপেক্ষা গুরুভার ছত্র বহনের কষ্টই বেশী হয়।

সস্ত্রীক সন্ন্যাসীগণের শাস্ত্রসম্মত, শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বর্দ্ধনার শেষে কাশ্যপসন্দেশবাহী শিষ্যগণ দুষ্যন্তকে বলিলেন, "কাশ্যপতনয়া শকুন্তলা আপনার পরিণীতা এবং আপন্নসত্ত্বা; তাঁহাকে রাজাবরোধে গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন মহর্ষি কাশ্যপ। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়াই পরকলত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন, কাজেই ঐ কথা শুনিয়া বিপুল বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ বালিকা আমার পরিণীতা? এ কি আজগুবি গল্প!" সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতের কথা দুষ্যন্ত জানেন না। কাশ্যপ আশ্রম আগত সস্ত্রীক ঋষিগণও জানেন না। উভয় পক্ষই ঘোর অন্ধকারে অদৃষ্টচক্রের বিঘূর্ণনে বিভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বহু কটু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

দুষ্যন্ত দুর্ব্বাসা শাপে বিলুপ্তস্মৃতি হইয়া শকুন্তলাকে কূলঙ্কষা অশিক্ষিতপটু পরভৃতিকা বলিয়া গালি দিলেন, শকুন্তলাও দুষ্যন্তকে প্রবঞ্চক, কিতব বলিলেন। কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল হইল

না। শাপগ্রস্ত দুষ্যন্ত নিজের ভ্রান্ত ধারণাকে দৃঢ় সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিলেন; শাপপ্রভাবশূন্যা শকুন্তলা তাঁহার সত্যজ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। শকুন্তলার চরিত্র যে পবিত্র কাশ্যপ আশ্রমে তাহা সুবিদিত ছিল। কাজেই শার্ঙ্গরব দুষ্যন্ত চরিত্রে অনেক দোষারোপ করিলেন। দুষ্যন্ত দুঃখিত হইয়া যখন বলিলেন,

"অয়ি ভোঃ কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেব অস্মান্ সংযুতদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ।"

আপনি ঐ ললনার কথায় বিশ্বাস করিয়া মিথ্যা দোষারোপে আমার চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন কেন? তখন অতিক্রুদ্ধ শার্ঙ্গরব উপহাস করিয়া বলিলেন—

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ॥

যে লোক জন্ম হইতে শঠতার কথা জানে না তাহার কথা অবিশ্বাস্য আর যাহারা পরপ্রবঞ্চনা বিদ্যারূপে শিক্ষা করে তাহাদের কথা বেদবাক্য! দুষ্যন্তও তখন বিচলিত হইয়া উপহাসের স্বরে বলিলেন—

"ভোঃ সত্যবাদিন্, অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমাম্ অভিসন্ধায় লভ্যতে।"

ওগো সত্যবাদী, আপনার কথা মানিয়া লইলেও, এই ললনাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ? ক্রোধে অগ্নিতুল্য শার্ঙ্গরব বলিয়া উঠিলেন, "বিনিপাতঃ"। এইস্থানে মহাকবি অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিলেন দুষ্যন্তের চরিত্র-মহত্ত্ব। একদিকে পরকলত্ররূপে প্রতিভাতা শকুন্তলাকে পরিত্যাগ

বিষয়ে কঠোরতা, অন্যদিকে ক্রোধে সীমাত্যাগী শার্ঙ্গরবের প্রতি সংযত ব্যবহার। বহুশত বৎসর পরেও শার্ঙ্গরবের বাক্য "বিনিপাতঃ" যখন আমাদের মনেও কঠোর আঘাত হানে তখন দুষ্যন্তের মনেও যে উহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গউদ্‌গারী আঘাত হানিয়াছিল তাহাই মনে হয়। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের নিজের গৃহে তাঁহার এইরূপ অবমাননায়, সিংহের গহ্বরে সিংহের এই ভাবে কেশাকর্ষণে, বিচলিত না হইয়া, দুষ্যন্ত ধীরভাবে বলিলেন—

বিনিপাতঃ পৌরবৈর্লভ্যতে ইত্যশ্রদ্ধেয়মেতৎ।

পৌরবেরা বিনিপাত লাভ করিবে এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

দেখা যাইতেছে দুষ্যন্ত সহৃদয় ও সর্ব্বহিতরত। শকুন্তলা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয় সেইজন্য তিনি সহানুভূতিপূর্ণ চিন্তা করিলেন। শেষে উপাধ্যায় সোমরাতকে বলিলেন, ভবন্ত মেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ॥

হয় আমার মনে বিকলতা জন্মিয়াছে না হয় এই ললনা মিথ্যা বলিতেছে; এই সংশয়ে আমাকে দারত্যাগী কিংবা পরস্ত্রীস্পর্শ-পাংশুল হইতে হয়; এই অবস্থায় আপনাকেই এ বিষয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন। পুরোহিত জানিতেন বহু জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তি বহুবার বলিয়াছিলেন যে দুষ্যন্তের প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তীলক্ষণযুক্ত হইবে। সেই কথা এবং আরও বহু বিষয় আলোচনা করিয়া পুরোহিত শকুন্তলাকে ত্যাগ না করিয়া আপ্রসবকাল তাঁহার গৃহে তাহার

অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা অনুরূপ কার্য্য হইল না। পথিমধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণীমূর্ত্তি রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ঐ কথা শুনিয়া অবসন্ন মনে শয়নগৃহে গমন করিবার সময়েও দুষ্যন্ত যাহা বলিলেন তাহাতেও তাঁহার সত্যানুরাগ, হৃদয়মহত্ত্ব, পরবাক্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন—

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়তীব মে হৃদয়ম্॥

প্রত্যাখ্যাতা মুনিতনয়াকে যে বিবাহ করিয়াছিলাম তাহা তো কিছুতেই মনে পড়িতেছে না; তবু আমার প্রবল পরিতপ্ত ও আকুল মন যেন বলিতেছে আমি উহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(প্রবেশক)

রঙ্গে প্রথমেই দেখা দিল নাগরিক শ্যাল বা রক্ষাধ্যক্ষ এবং তাহার পশ্চাতে দুইজন রক্ষী পরিরক্ষিত রজ্জুবদ্ধ এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি রত্নখচিত রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক মণিকারের নিকট বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছিল। উহা অপহৃত দ্রব্য এবং ঐ ব্যক্তি চৌর এই সন্দেহে ধৃত করা হইয়াছে। কালিদাসের সময়েও রক্ষীবাহিনী বা পুলিশ হঠকারী ও আত্মম্ভরী ছিল; দোষ প্রমাণিত না হইলেও ধৃত ব্যক্তিকে তাড়না করা হইত। তবে ভিন্নরুচি তথ্যে দৃঢ়বিশ্বাসী কালিদাসের অঙ্কনে শ্যাল ও রক্ষীদ্বয়ের চরিত্র-

বৈশিষ্ট্য বেশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। রক্ষীদ্বয়ের নাম জানুক ও সূচক। জানুক নিষ্ঠুর, বদ্ধ ব্যক্তিকে শূলে স্থাপিয়া বধ করিবার জন্য অতি আগ্রহান্বিত ; বধমালা গাঁথিবার জন্য তাহার হস্ত শুড় শুড় করিতেছে। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছাগগুলিকে খড়্গ দ্বারা ছিন্নশির করিবার পূর্ব্বে সেগুলিকে যেরূপ বিল্বপত্র বা পুষ্পরচিত মালা পরাইয়া দেওয়া হয় সেকালে বধ্য ব্যক্তিকে শূলে আরোপণের পূর্ব্বে সেইরূপ মালা পরাইয়া দেওয়া হইত। সূচক আপনাকে খুব বড় মনে করে ; রজ্জুবদ্ধ ধৃত ব্যক্তিকে কোন কথাই বলিতে দিতেছিল না। শ্যালের মানসিকতা অপেক্ষাকৃত ভদ্রজনসম্মত। তিনি বলিলেন, "সূচক উহাকে সব কথা বলিতে দাও, কথার মধ্যে বাধা দিও না।"

চোর বলিয়া ধৃত রজ্জুবদ্ধ ব্যক্তি বলিল, সে শক্রাবতারবাসী মৎস্যজীবী ধীবর ; জালোদ্‌গালাদির দ্বারা মৎস্য ধরিয়া পরিবার পোষণ করে। একটি রোহিত মৎস্য টুকরা করিয়া কাটিবার সময়ে তাহার উদরে ঐ রত্নোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কটি পাইয়া তাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। শ্যাল ধীবরকে রক্ষীদ্বয়ের জিম্মায় রাখিয়া অঙ্গুরীয়কটি রাজার নিকট লইয়া যাইল। অঙ্গুরীয়কটি দুষ্যন্তের করতলগত হইবামাত্র তিনি শাপমুক্ত হইলেন। শকুন্তলা বিষয়ক সম্যক্ স্মৃতি, মালিনীতীরবর্ত্তী আশ্রমে উভয়ের হৃদয়-বিনিময়, গান্ধর্ব বিবাহ, প্রণয় মিলন—জাগিয়া উঠিল। প্রত্যাখ্যান সময়ের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুবিগলিত হইল। তিনি শ্যালের হস্তে ধীবরকে বহু অর্থ পাঠাইয়া নিজে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রবেশকরূপ গবাক্ষপথে অতীত ভারতের কোন কোন অংশ দেখা যাইতেছে।

১। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তাস্বাধীনতা ভারতে অটুট ছিল। শক্রাবতারবাসী ধীবর যখন বলিল, আমি জালোদ্‌গালাদির দ্বারা মৎস্য ধরিয়া পরিবার পোষণ করি তখন শ্যাল উপহাস করিয়া বলিল, আহা অতি বিশুদ্ধ জীবিকা। তাহা শুনিয়া ধীবর যাহা বলিল সেরূপ কথা অন্য কোন দেশে কল্পনাতীত। ধীবর বলিল, ভর্ত্ত,

সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতম্ ন হি তৎকর্ম্ম বিবর্জ্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্ম্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুলোঽপি শ্রোত্রিয়ঃ॥

কুলধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও পরিত্যজ্য নয়। অনুকম্পামৃদুল শ্রোত্রিয়ও নিষ্ঠুর পশুমারণ অনুষ্ঠানকারী।

২। অবস্থানন্তর হইলে মনোভাবেরও যে পরিবর্ত্তন হয় ইহা ধীরভাবে অনুধাবন করিয়া চলিলে অনেক বিপদই এড়ান যায়। প্রত্যাখ্যান সময়ে যখন শকুন্তলার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল না তখন শ্রদ্ধেয়া প্রবীণা গৌতমী বলিলেন, "নূনং তে শক্রা-বতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলম্ বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টমঙ্গুরীয়কম্।" তখন স্বভাবতঃ ধীর গম্ভীর হইলেও দুষ্যন্ত শাপবিমূঢ় অবস্থায় উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন 'ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রৈনমিতি যদুচ্যতে"। আর আজ শাপমুক্ত এবং লব্ধস্মৃতি সেই দুষ্যন্তই শক্রাবতারবাসী ধীবরের অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির বিবরণ সত্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং শ্যালের হস্তে ধীবরকে অঙ্গুরীয়কমূল্যতুল্য বহু অর্থ পুরস্কার দিলেন।

৩। ধীবর রাজদত্ত পুরস্কাররূপে বহু অর্থ লাভ করায় রক্ষীদ্বয় তাহার প্রতি অসূয়াপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবস্থা অভিজ্ঞ ধীবর 'আমি ফুলের মূল্য দিতেছি' বলিয়া অর্দ্ধেক অর্থ তাহাদিগকে দেওয়ায় তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইল। বর্ত্তমানেও আদালতের অর্থীপ্রত্যর্থীগণ আমলাদের হাতে পুরস্কার বা উৎকোচ দিবার সময় 'পানের মূল্য' বলিয়াই দিয়া থাকে।

৪। কাঞ্চন কৌলিন্য যে মানুষের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট তাহা সেকালের ব্যাপারেও বেশ বুঝা যাইতেছে। যে জালুক ধীবরকে শূলে আরোপণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল অর্থলাভের পর সেই ধীবরকে মাৎসিকভর্ত্তা বা ধীবররাজ বলিতে তাহার বাধিল না; যে শ্যাল ধীবরকে বিস্রগন্ধী গোধাদী বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল অর্থলাভের পর তাহাকেই মহত্তর প্রিয়বন্ধু করিয়া লইতে তাহার কোন দ্বিধা জন্মিল না।

৫। ভিন্নরুচি বশতঃ সর্ব্বকালেই সমাজের কতক ব্যক্তি মদ্য পান করে। চিন্তাশীল জ্ঞানীগণ মদ্যের বহু নিন্দা করিলেও উহা বিলুপ্ত হয় নাই। কালিদাসের শ্যাল কাদম্বরীকে সাক্ষী করিয়া ধীবরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল, আর বর্ত্তমানে সব দেশেই কিছু কিছু পদস্থ ব্যক্তি হুইস্কি, ভড্‌কা প্রভৃতি সহযোগে pledge *toast of friendship*। (*ইতি প্রবেশক*)

শাপমুক্ত উদ্বুদ্ধস্মৃতি দুষ্যন্ত বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে মোহবশে ত্যাগ করার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। কেন যে তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইল, দুর্ব্বাসার সেই অভিসম্পাতের কথা তখনও তিনি জানেন না; নিজের স্মৃতিবিভ্রমবশতঃই

দারত্যাগী হইয়াছেন ভাবিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন এবং শকুন্তলার শোকে আকুল হইয়াছেন। বসন্তোৎসব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আনন্দের ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া নিরানন্দ ভবনে শকুন্তলার চিন্তায়, শকুন্তলার চিত্রাঙ্কন কার্য্য প্রভৃতিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতেছে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইলেও সভায় বসিয়া সব দিন রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন না ; অমাত্যের উপর রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া লিখনের দ্বারা তাঁহাকে সব কথা জানাইবার আদেশ দান করেন। সে সময় তাঁহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে শকুন্তলা-জননীর প্রিয়সখী সানুমতি যখন তিরস্করণীপ্রভাবে আত্মগোপন করিয়া সব দেখিলেন ও শুনিলেন তখন দুষ্যন্তের জন্যই তাঁহার অধিক দুঃখ হইল ; শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের সকল ক্ষোভ তাঁহার নিবৃত্তি লাভ করিল। দুষ্যন্তের তখন যে কি দুঃসহ অবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহার নিজের বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

বয়স্য কথমেবমবিশ্রান্তং দুঃখমনুভবামি
প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্য স্বপ্নসমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥

ভাই বয়স্য, এরূপ অবিশ্রাম কষ্ট আর কত ভোগ করিব ? জাগিয়াই রাত্রি অতিবাহিত হয় বলিয়া তাহাকে স্বপ্নে দেখা ঘটে না, চক্ষু বাষ্পকুল হইয়া ওঠায় চিত্রে অঙ্কিত তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না।

মনের ঐরূপ অবস্থাতেও দুষ্যন্তের উদার মন শকুন্তলা-বিয়োগজনিত তাঁহার নিজস্ব শোক এবং তাঁহার রাজকর্ত্তব্য ও

আত্মগত কর্ত্তব্যের পার্থক্য ভুলিয়া যান নাই। শোকসন্তপ্ত অবস্থাতেও মর্য্যাদাভিজ্ঞ তিনি উভয় কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা বা সীমা যাহাতে উল্লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই স্থানে মহাকবি সুকৌশলে ধনমিত্র বণিকের কথার অবতারণা করিয়া দুষ্যন্তের চরিত্রমহত্ত্ব উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলেন। দুষ্যন্ত যে হৃদয়বান ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং রাজকার্য্যপালনে অনলস সে তথ্যটি কালিদাস আমাদের মানস-নয়নে ফুটাইয়া তুলিলেন। জলপথে বাণিজ্যপরিচালনকারী ধনমিত্র নামক নিঃসন্তান বণিকের নৌবসনে মৃত্যু হওয়ায় অমাত্যের বিচারে বণিকত্যক্ত বহুকোটি রত্নের রাজাই অধিকারী এই কথাই তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুষ্যন্ত বহু-কোটি রত্নের জন্য জনমঙ্গলবুদ্ধি ত্যাগ করিলেন না; তিনি তাঁহার ন্যায়-ধর্ম্ম-বিবেকের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিহারীকে বলিলেন, মৃত ধনমিত্র অর্থশালী বণিক ছিলেন, তাঁহার একাধিক পত্নী আছেন বলিয়াই মনে হয়। অনুসন্ধান কর তাঁহার কোন পত্নী গর্ভিণী আছেন কি না। প্রতিহারী বলিলেন, শুনিতেছি সাকেতবাসী শ্রেষ্ঠির কন্যা মৃত ধনমিত্রের একজন পত্নী। সম্প্রতি ঐ ললনার পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। দুষ্যন্ত বলিলেন, অমাত্যকে গিয়া বল, ঐ গর্ভস্থ সন্তানই মৃত বণিকের সমস্ত ধনের অধিকারী। ঐ অবস্থাপন্ন প্রজাদের জন্য চিন্তিত হইয়া বলিলেন, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দাও—

সন্ততিরস্তি নাস্তীতি

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম॥

সন্তান থাক্ বা না থাক্ প্রজাদের মধ্যে যে কেহ আত্মীয়-হারা হইবেন, পাপসংস্রবশূন্য হইয়া দুষ্মন্ত সেই আত্মীয়ের অভাব পূরণ করিবেন। বিরহবিধুর, শোকসন্তপ্ত দুষ্মন্তের এইরূপ ন্যায়নিষ্ঠা ও রাজকর্ত্তব্য পালন তাঁহার হৃদয়মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

ধনমিত্র বণিকের অনপত্যতার কথা শুনিয়াই দুষ্মন্ত বলিয়া উঠিলেন "কষ্টং খলু অনপত্যতা।"—সন্তানহীনতা কি কষ্টের বিষয়! বণিকের নিঃসন্তানত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিজের নিঃসন্তানত্বের কথা, আপন্নসত্ত্বা ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলার প্রত্যাখানের কথা, প্রভৃতি শত শত ক্লেশদায়ক কথা তাঁহার মন অধিকার করিয়া সেখানে বৃশ্চিকদংশনযাতনা উৎপাদন করিল। তিনি আত্মধিক্কারে, অনুতাপে, শোকে, নিরাশায় অধীর হইয়া পড়িলেন। একবার বলিলেন—

সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমানা মহতে ফলায় বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা॥

যথাকালে উপ্ত বীজ ফলদানোন্মুখ বসুন্ধরার ন্যায় আমার বংশপ্রবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষমা, আপন্নসত্ত্বা ধর্ম্মপত্নীকে আমি মোহবশে ত্যাগ করিয়াছি। তখনই আবার বলিলেন—

অহো দুষ্মন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ, কুতঃ—
অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সম্ভৃতানি,
কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥

হায় দুষ্মন্তের পিণ্ডভাজন পিতৃপুরুষগণ আজ নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়াকুল হইয়াছেন। অপুত্রক আমার মৃত্যুর পরে কেহ আর তাঁহাদিগকে পিণ্ডোদক অর্পণ করিবে না এই ভাবনায় তাঁহারা আমার প্রদত্ত তর্পণোদকের দ্বারা অশ্রুধৌত করার পরে সামান্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পান করেন। পিতৃগণের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতে তাঁহার প্রাণে এরূপ আঘাত লাগিল যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; দাসদাসীগণ তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সময়ে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে দুষ্মন্তের সমস্ত আত্মগত চিন্তা, আত্মগ্লানি ও বিকলতা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া বীরদর্পে জাগিয়া উঠিল তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা দুর্ব্বল নিপীড়িতের রক্ষণ প্রবৃত্তি। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং সেখানে গিয়া শকুন্তলার চিত্রের পার্শ্বে আরও যাহা অঙ্কিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে তাহা অঙ্কিত করিবেন এই কথা বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার চিত্রফলক-খানি বিদূষকের হস্তে দিয়া তাহাকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ নামক দিগবলোকন প্রাসাদে পাঠাইয়াছিলেন। হঠাৎ সেখান হইতে মাধব্যের অব্রহ্মণ্যম্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। প্রতিহারী প্রভৃতির অনুমানে স্থির হইল কোন রাক্ষস বা পিশাচ মাধব্যকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের উপরে লইয়া গিয়া তাহার নির্য্যাতন করিতেছে। জাগ্রত ক্ষাত্রশক্তি দুষ্মন্ত "আমার গৃহেও ভূতের উপদ্রব" বলিয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে আর্ত্তত্রাণের জন্য ছুটিলেন। ঐ অ-দৃষ্ট আক্রমণকারীকে বধ করিবার জন্য যখন তিনি ধনুকে শর-সংযোগ করিতে যাইতেছেন তখন ইন্দ্রসারথী মাতলি মাধব্যকে

ছাড়িয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কালনেমির দুর্জ্জয় বংশধরগণ স্বর্গে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ইন্দ্রের বধ্য নয়। আপনাকেই তাহাদের বধসাধন করিতে হইবে। আপনি সশস্ত্র হইয়া আমার সহিত ইন্দ্ররথে স্বর্গে আগমন করুন। মাধব্যের উপর নির্য্যাতনের কারণ কি জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতলি বলিলেন, মাধব্যের উপর নির্য্যাতনের যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আপনার শোকম্লান ক্ষাত্রতেজকে উদ্দীপিত করিবার অভিপ্রায়েই—

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নি বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
তেজস্বী সংক্ষোভাৎ প্রায়ঃ প্রতিপদ্যতে তেজঃ॥

ইন্ধনচালিত হইলেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়; বিপ্রকৃত পন্নগই ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেজস্বীকে ক্ষুব্ধ করিলেই তাহার তেজ জাগরিত হয়। শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান পরিতাপ, বিয়োগ বিধুরতা, শকুন্তলার চিত্রফলক সব পড়িয়া রহিল; স্বর্গে উপদ্রবকারী কালনেমি বংশধরগণের বধসাধনের জন্য দুষ্যন্ত সশস্ত্র ক্ষত্রিয়রাজ-রূপে ইন্দ্ররথে স্বর্গে গমন করিলেন। তখনও রাজার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; মাধব্যের দ্বারা অমাত্যকে কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য সমূহ পরিচালনা করিবার আদেশ দিলেন— তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাৎ অমাত্যপিশুনং ব্রূহি—

তন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ।

বর্ত্তমানের অবস্থা ও ঘটনাবলী আমাত্য পিশুনকে সম্যকভাবে বুঝাইয়া বলিবে কিছুদিনের জন্য তিনি সুবিবেচনা সহকারে

প্রজাপালনে রত থাকুন, আমার অধিজ্যকার্ম্মুক এখন অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। এখানেও দেখিতেছি মর্য্যাদাভিজ্ঞ দুষ্মন্তের দ্বারা তাঁহার একান্ত নিজস্ব দুষ্মন্তের এবং সামাজিক দুষ্মন্তের মাঝের সীমারেখাটি বিস্ময়জনকভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

সপ্তম অঙ্ক

দুষ্মন্তের অস্ত্রাঘাতে কালনেমির বংশধর দেবারিগণ বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি আকাশযানে বা মাতালি-চালিত ইন্দ্ররথে নিজরাজ্যে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথে মাতলি ও দুষ্মন্তে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছে। বিনীত দুষ্মন্ত মাতলিকে বলিলেন, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহাকে যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন তিনি তাহার যোগ্য নহেন। মাতলি বলিলেন, দেখিতেছি উভয় পক্ষই আপনারা অপরিতৃপ্ত ; ইন্দ্র ভাবিতেছেন আপনার কর্ম্মের যোগ্য সম্বর্দ্ধনা হয় নাই! আর আপনি ভাবিতেছেন আপনার কার্য্য দেবগণের সম্বর্দ্ধনার যোগ্য হয় নাই! দুষ্মন্ত বলিলেন, সে কি কথা? দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে আমাকে তাঁহার অর্দ্ধাসনে বসাইয়া নিজপুত্র জয়ন্তের লোলুপদৃষ্টির বিষয়ীভূত হরিচন্দনলিপ্ত তাঁহার নিজ কণ্ঠের মন্দার মালাটি আমাকে পরাইয়া দিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক সম্বর্দ্ধনা আর কি হইতে পারে?

কথায় কথায় দুষ্মন্ত মাতলিকে বলিলেন, সেদিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধের জন্য মনটা অত্যন্ত উৎসুক থাকায় স্বর্গ-গমনের

বিচিত্র পথটি ভাল করিয়া দেখা হয় নাই ; এখন কোন্ বায়ুস্তরে রথ চলিতেছে ? মনে হয় ইন্দ্ররথ বর্ত্তমানের বিমানের মতই ছিল, এবং তাহার পরিচালক আবহ প্রবাহাদি বায়ুস্তর সমূহ সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন। ঐ কথা হইতে হইতে মাতলি বলিলেন, আপনি শীঘ্রই আপনার রাজ্য পৃথিবীতে পৌঁছিবেন। নীচে চাহিয়া দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন—

মাতলে, বেগাবতারণাদাশ্চর্য্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ। তথাহি

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপত্যেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

মাতলি, বেগে অবতরণের জন্য নরলোক আশ্চর্য্যদর্শন দেখাইতেছে ; ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত শৈলশিখর হইতে মেদিনী যেন নীচে নামিয়া যাইতেছে ; বৃক্ষসমূহের শাখা কাণ্ডাদি পরিদৃষ্ট হওয়ায় পল্লবপুঞ্জে লীন হওয়ার অবস্থা অন্তর্হিত হইয়াছে ; দূর হইতে নদীসমূহকে স্বল্পসলিলা ও ক্ষীণকায়া মনে হইতেছিল, নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহারা বিস্তৃত ও সলিলপূর্ণ দেখাইতেছে ; কে যেন পৃথিবীকে আমাদের কাছে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে। মহাকবি ইঙ্গিতে যেন জানাইলেন, এতদিন দুষ্যন্ত পৃথিবীকে চির-ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করিতেন, আজ তাঁহার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; আজ তিনি দেখিতেছেন পৃথিবী নিত্যপরিবর্ত্তনশীলা এবং ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধগামিনী।

দুষ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতলি পূর্ব্বপশ্চিম-সমুদ্রস্পর্শী কনকরসনিস্যন্দী সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় ঐ যে বিরাট পর্ব্বত দেখা যাইতেছে উহার নাম কি? মাতলি বালিলেন, আয়ুষ্মন, উহাই তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র হেমকূট নামক কিম্পুরুষ পর্ব্বত।

স্বায়ম্ভুবান্ মরীচের্যঃ প্রবভুব প্রজাপতি।
সুরাসুরগুরু সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতি কশ্যপ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি সুর ও অসুরগণের পিতা সেই প্রজাপতি মারীচ এই হেমকূট পর্ব্বতে সস্ত্রীক তপস্যা করেন। শ্রদ্ধাশীল দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন, এ সুযোগ ত ছাড়িতে পারি না। ভগবান কশ্যপকে প্রণাম-প্রদক্ষিণাদির দ্বারা পূজা করিয়া যাইবার ইচ্ছা করি। "ইহা উত্তম কথা" বলিয়া মাতলি হেমকূট পর্ব্বতে বিমান অবতরণ করিলেন। ভগবান মারীচের আশ্রমটি কোন্ স্থানে, দুষ্যন্ত ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মাতলি হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—

বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিরুরসা সন্দষ্ট সর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়ে নাত্যর্থসম্পীড়িতঃ।
অংশব্যাপিশকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণু রিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বংস্থিতঃ॥

ঐ যে স্থানে বল্মীকে অর্দ্ধদেহ নিমগ্ন, বক্ষে সর্পের কঞ্চুক বিলগ্ন, পুরাতন লতাপ্রতানের বলয়ে কণ্ঠ সম্পীড়িত, দুই স্কন্ধে পক্ষীনীড় সমাচ্ছন্ন জটা বিলম্বিত, সূর্য্যমণ্ডলে নিবদ্ধদৃষ্টি, নিশ্চল মুনি কঠোর তপস্যায় নিরত। দুষ্যন্তের শ্রদ্ধা উদ্দীপিত হইল,

তিনি ভক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, সুকঠোর তপস্যারত আপনাকে আমি প্রণাম করি। মারীচ আশ্রমের দ্বারপথেই এই কঠোর তপস্বীকে স্থাপন করিয়া মহাকবি বোধ হয় ইঙ্গিত করিলেন ইহা ভোগভূমি নহে, ইহা কঠোর সংযমের স্থান।

এখন পর্য্যন্ত মাতলি ও দুষ্যন্ত বিমানেই উপবিষ্ট ছিলেন। আশ্রমের স্নিগ্ধ পবিত্র বায়ুস্পর্শে দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন, এস্থান স্বর্গ অপেক্ষাও শান্তিময়, যেন অমৃতহ্রদে অবগাহন করিতেছি। আভাস পাইলাম ভোগী দুষ্যন্তের মনে অপূর্ব্ব ত্যাগমুখী পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। উভয়ে বিমান হইতে নামিয়া আসিলে মাতলি দুষ্যন্তকে বলিলেন, আপনি অত্রস্থ ঋষিগণের তপোবনভূমি দর্শন করুন। দুষ্যন্ত চারিদিক দেখিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্যে মগ্ন হইতেছি, বিস্ময়বিমূঢ় হইতেছি—

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিন্তপস্যন্ত্যমী॥

যেখানে সর্ব্ববিধ বাঞ্ছাই পূর্ণ হয় সেই কল্পবৃক্ষের বনে বসিয়া এই তপস্বীগণ বায়ুসেবনের দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছেন; সুবর্ণপদ্মের রেণুদ্বারা পাটলীকৃত সলিলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন; রত্নশিলার উপরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন; অপ্‌সরাগণের নিকটে থাকিয়াও ইন্দ্রিয়সংযম সাধন করিতেছেন, অন্য স্থানে মুনিগণ যাহা লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন এখানে সেই সকলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া এই মুনিগণ তপস্যা

করিতেছেন। ইঁহারা কি কামনা করেন? মাতলি বলিলেন, "উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা।" মহতের কামনা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়াই চলে। তুষ্মন্তের মনোভাব আর এক স্তর উপরে উঠিল। দেবভূমিতে বিচরণ করিয়া এবং দেবঋষিগণকে দর্শন করিয়া দুষ্মন্ত দুই এক কথা যাহা বলিলেন তাহাতে স্পষ্টরূপে অনুভব করিলাম মৃগয়ারত তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী কণ্বাশ্রমে যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহার মন যে সকল সুরভি কুসুমে সুশোভিত ছিল এখন সে সকল সুরস সুপক্ক ফলে পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

মাতলি ভগবান কশ্যপের পরিচারক বৃদ্ধ শাকল্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি এখন পত্নীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে ও অন্য ঋষিপত্নীগণকে পতিব্রতা ধর্ম্মের বিবরণ কহিতেছেন। মাতলি দুষ্মন্তকে বলিলেন, আপনি এই অশোক বৃক্ষমূলে অবস্থান করুন, আমি ভগবান কশ্যপকে আপনার কথা জানাইবার অবসর অন্বেষণ করিতে চলিলাম। যে স্থান কল্প মন্দার প্রভৃতি স্বর্গীয় বৃক্ষে পূর্ণ সেখানে কবি সে সব ছাড়িয়া দুষ্মন্তকে অশোকবৃক্ষতলে স্থাপিত করিলেন কেন? ইহা কি ইঙ্গিত যে, এই স্থানেই দুষ্মন্তের শোক বা মনোবেদনার অবসান হইবে। মাতলি চলিয়া যাইবার পরে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। তখন দুষ্মন্তের মন তিতিক্ষা ও নিরাশায় পূর্ণ; তিনি বলিলেন—

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে॥

বাহু বৃথা স্পন্দিত হইতেছ কেন? মনোরথলাভের কোন আশাই ত আর নাই। পূর্ব্বে উপগত মঙ্গলকে উপেক্ষা করায় তাহা দুঃখেই পরিণত হইয়াছে।

অকস্মাৎ দুষ্যন্তের কর্ণে রমণীকণ্ঠের শব্দ প্রবেশ করিল। তিনি শব্দানুসারে চাহিয়া দেখিলেন অদূরে একটি সুন্দর বালক দুইজন তপস্বিনীর সহিত বিরাজ করিতেছে; বালকটি দুরন্ত এবং সাধারণ বালক অপেক্ষা শক্তিশালী; সে তপস্বিনীদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ নিষেধ না শুনিয়া—

অর্দ্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্টকেশরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি।

খেলা করিবার অভিপ্রায়ে অর্দ্ধপীতস্তন একটি সিংহশিশুর কেশর ধরিয়া তাহার জননীর কাছ হইতে জোরে টানিতেছে। বালকটির নির্ভয় আচরণ ও বাক্য দেখিয়া শুনিয়া মহাবীর দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন—

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ॥

বিপুল শক্তির আধার এই বালকটিকে ইন্ধন অপেক্ষায় অবস্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। বালকটিকে দুষ্যন্তের খুবই ভাল লাগিল। বালকটির প্রতি তাঁহার মনে অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হইল। দুষ্যন্ত নিরাশাপূর্ণ মনে ভাবিলেন, পুত্রহীন বলিয়াই ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। যদিও মহাকবি কালিদাসের লেখার মধ্যে বহুস্থানে দেখা যায় মনের টান বা মনোভাব সত্যনির্ণয়ের একটি মূল্যবান সহায়ক

তথাপি মহাকবি এখানে দুষ্যন্তের মনে বাৎসল্য জন্মাইয়া কতকগুলি প্রকৃষ্ট প্রমাণের দ্বারা ঐ বালকই যে তাঁহার পুত্র সে আশা জাগাইয়া তুলিলেন।

তপস্বিনী যখন বলিলেন, তোমাকে অন্য খেলনা দিতেছি, তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; তখন বালক হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, কৈ দাও। দুষ্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন, এ কি! বালকে যে চক্রবর্ত্তীলক্ষণ বর্ত্তমান!

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈক পঙ্কজম্॥

নূতন ক্রীড়নকের লোভে প্রসারিত সংলগ্ন অঙ্গুলীযুক্ত ইহার হস্ত উষার অরুণিমায় স্ফুটনোন্মুখ একটি পদ্মের মত দেখাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দুষ্যন্তের পুরোহিত উপাধ্যায় সোমরাতের মুখে অবগত হইয়াছি সাধুগণ বলিয়াছেন দুষ্যন্তের প্রথম তনয় চক্রবর্ত্তী-লক্ষণযুক্ত হইবে। কাজেই চক্রবর্ত্তীলক্ষণ আশাজনক।

দ্বিতীয় তপস্বিনী প্রথমাকে বলিলেন, কথায় ভুলিবার ছেলে এ নয়। আমার উটজে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা বর্ণচিত্রিত একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত ময়ূর আছে, সেইটি উহাকে আনিয়া দাও। প্রথমা তপস্বিনী চলিয়া যাইবার পরে বালকের চপলতা বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় তপস্বিনী দুরন্ত বালককে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ঋষিকুমারগণের সন্ধান করিলেন। তাহাদিগকে না পাইয়া চারিদিকে চাহিতেই অশোকবৃক্ষতলে দুষ্যন্তকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মহাশয়, এই স্থানে আগমন করিয়া এই দুরন্ত বালকের হস্ত হইতে সিংহশিশুটিকে রক্ষা করুন। তপস্বিনীর

কথায় দুষ্যন্ত বালকের কাছে গিয়া বলিলেন, মহর্ষিপুত্র, তোমার এরূপ আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ কেন? তপস্বিনী বলিলেন, ঐ বালক মহর্ষিপুত্র নয়। দুষ্যন্ত তখন বালকটিকে হস্তদ্বারা ধরিয়াছেন; বালকের অঙ্গস্পর্শমাত্রেই তাঁহার দেহ মনে পুলক-শিহরণ জন্মিয়াছে : তিনি আপন মনে ভাবিতেছেন—

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ॥

অন্য কাহার বংশাঙ্কুর এই বালককে স্পর্শ করিয়া আমার মনেই যখন এরূপ আনন্দ জন্মিতেছে তখন যে ভাগ্যবান পুরুষের দেহজাত এই বালক না জানি ইহার স্পর্শে তাহার মনে কি আনন্দই জন্মে। দুষ্যন্ত যখন এই চিন্তায় বিভোর তপস্বিনী তখন বলিয়া উঠিলেন, 'আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য'। দুষ্যন্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আশ্চর্য্য পূজনীয়া? তপস্বিনী তখন বলিলেন, আপনাদের উভয়ের আকার সাদৃশ্য এবং বালকের শান্তভাবে অপরিচিত আপনার অনুগত হওয়া। এগুলিও প্রমাণ।

উৎফুল্লহৃদয় দুষ্যন্ত যখন বালকের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালক যদি ঋষিকুমার না হয় তবে কোন্ বংশে উৎপন্ন, তপস্বিনী তখন বলিলেন, পুরুবংশে উৎপন্ন। এক বংশোদ্ভব শুনিয়া দুষ্যন্ত ভাবিলেন তপস্বিনী যে আকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বোধ হয় এক বংশে উৎপত্তি বশতঃই। আরও অনেক ভাবিলেন এবং শেষে বলিলেন, কিন্তু মানুষ ত নিজের ইচ্ছায় এ দেবভূমিতে আসিতে পারে না। তপস্বিনী বলিলেন, ঠিক কথা, এই বালকের জননী অপ্সরা

সম্পর্কীয়া বলিয়া এখানে আসিয়া প্রসব করিয়াছেন। বালকের জননী অপ্সরা সম্পর্কীয়া ইহাও দুষ্মন্তের মনে আশা জাগাইতে সাহায্য করিল। দুষ্মন্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন্ রাজর্ষির পত্নী, তখন তপস্বিনী উষ্মার সহিত বলিলেন, সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগীর নাম করিবার চিন্তাও কেহ করে না। দেখা যাইতেছে সে সময়ে ভারতের রমণীগণের জন্য উচ্চ সম্মানের আসনই রক্ষিত ছিল। অকারণ ধর্ম্মদারত্যাগীর নাম করিতেও লোকে ঘৃণা বোধ করিত। ঐ কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত যদিও মনে ভাবিলেন এ ত আমাকেই ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয় কার্য্যতঃ তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

ঐ সময়ে প্রথমা তপস্বিনী ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা বর্ণচিত্রিত মৃত্তিকানির্ম্মিত ময়ূর আনিয়া বলিলেন, সর্ব্বদমন, শকুন্তলাবণ্য দেখ। মাতৃবৎসল বালক নাম সাদৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, মা কৈ। দুষ্মন্ত জানিলেন বালকের মাতার নাম শকুন্তলা। তাঁহার আশা আর এক স্তর উর্দ্ধে উঠিল। এই সময়ে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, দুষ্মন্তই বালকের পিতা। প্রথমা তপস্বিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বালকের মণিবন্ধে রক্ষাকরণ্ডক দেখিতেছি না, কি হইল ? দুষ্মন্ত বলিলেন, উদ্বেগের কারণ নাই। এই যে সেটি, সিংহশিশুকে টানাটানি করিবার সময় ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে। তপস্বিনীদ্বয় 'উহা ধরিবেন না, ধরিবেন না' বলিতে বলিতেই দুষ্মন্ত সেটিকে তুলিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া তপস্বিনী দুইজন বক্ষে হস্ত রাখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

রক্ষাকরণ্ডক ধরিতে নিষেধ করিলেন কেন, এই কথা দুষ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমা তপস্বিনী বলিলেন, শুনুন মহাশয়, এই বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে অপরাজিতা ওষধির এই রাখী ভগবান মারীচ স্বয়ং বাঁধিয়া দিয়াছেন। পিতা, মাতা বা নিজে ঐ বালক ছাড়া কেহই ভূমিতে পতিত রাখীটিকে তুলিতে পারে না। আমরা বহুবার দেখিয়াছি ভূমিপতিত রাখীটিকে অন্য কেহ তুলিলে রাখী সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করে। দুষ্যন্ত ভাবিলেন আমার অভিলাষ যখন পূর্ণপ্রায় তখন আনন্দ না করিব কেন? তিনি বালককে বক্ষে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তপস্বিনীও শকুন্তলাকে এইসব কথা বলিবার জন্য ছুটিলেন।

শকুন্তলা আসিলেন। তাঁহাকে কিছু দূর হইতে দেখিয়াই দুষ্যন্ত যাহা বলিলেন সেই কথাতেই বিরহবিধুরা নিয়মব্যাপৃতা শকুন্তলা এই কয় বৎসর কিভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা প্রকটিত হইল। দুষ্যন্ত বলিলেন—

(শকুন্তলাং বিলোক্য) অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা। যৈষা—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখা ধৃতৈকবেণিঃ
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

ওঃ, এই সেই শকুন্তলা! ধূসর বসন পরিহিতা, কঠোর নিয়ম পালনে বিশুষ্কমুখী, একবেণীধরা, অতি নিষ্করুণ আমার দীর্ঘ বিরহ-ব্রত পালন করিয়া চলিয়াছেন। পুত্রের ও পুত্রজননী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের মিলন হইল। তাঁহারা এবং সামাজিকগণ সকলেই আনন্দে বিভোর হইলেন! এরূপ মহা আনন্দের সময়ে মহাকবি সকলকে হাসাইবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুষ্যন্ত

যখন সর্ব্বদমনকে বলিলেন, পুত্র আমার সঙ্গেই তোমার জননীর কাছে যাইবে। তখন তেজস্বী বালক বলিল, তুমি আমার বাবা নও, আমার বাবা দুষ্যন্ত।

এই সময়ে মাতলি ফিরিয়া আসিয়া মিলন-আনন্দে যোগ দিয়া বলিলেন, কি আনন্দ! ধর্মপত্নীর সহিত মিলনে এবং পুত্রমুখ দর্শনে আজ আপনার পরম মঙ্গল ঘটিল। দুষ্যন্ত বলিলেন, সত্যই আজ আমার মনোরথবৃক্ষ সুস্বাদু ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আচ্ছা, দেবরাজ ইন্দ্র কি এ সকল জানেন? মাতলি হাসিয়া বলিলেন, ঈশ্বরগণের অপ্রত্যক্ষ কিছুই নাই। মাতলির হাসিতে এবং ঐ কয়টি কথায় হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের একটি পরম তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় কার্য্যই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধাতা ঈশ্বর মানুষের হাত দিয়াই করেন এই বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত। গীতা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া ঈশ্বর জীবসমূহকে মায়া মোহের নাগর দোলনায় ঘুরাইয়া চলিয়াছেন। ভাগবৎ বলিয়াছেন, মানুষ ঈশ্বরের হাতে সূত্রচালিত কাষ্ঠপঞ্চালিকা। বাংলার শাক্ত কবি বলিয়াছেন, তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা মা, যেমন নাচাও তেমনি নাচি। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, **There is a providence which shapes our actions**। তবুও অহঙ্কারে বিমূঢ় আত্মা আমরা আপনাদিগকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিতে ছাড়ি না এবং সেই দ্বারপথে নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া

পড়ি। মাতলির হাসির তাৎপর্য্য মনে হয় 'যাহার খেলা তিনি খেলিতেছেন, কাঠের ঘুটি ভাবিতেছে সেই খেলিয়া চলিয়াছে।' এ বিষয়ের কথা, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ, প্রভৃতি বহুশাখাবিশিষ্ট নদী ; অল্প কথায় শেষ হইবার কথা নহে।

মাতলি বলিলেন, ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমার সঙ্গে চলুন। দুষ্মন্তের কথায় শকুন্তলা সর্ব্বদমনকে কোলে লইয়া অগ্রে চলিলেন, মাতলি ও দুষ্মন্ত তাহার পরে চলিলেন। সকলে অদিতিসহ একাসনে উপবিষ্ট প্রজাপতি মারীচের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম প্রদক্ষিণাদির দ্বারা পূজা করিলেন। ভগবান কশ্যপ দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস, চিরং জীব পৃথিবীং পালয়। রাজার পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ আর কি হইতে পারে? দীর্ঘ-জীবী হও এবং পৃথিবী পালন কর—অন্য বহু শাসকের ন্যায় শোষক না হইয়া পালক হও। শকুন্তলা পুত্রের সহিত ভগবান মারীচ ও অদিতিকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিলে ভগবান বলিলেন, বৎসে,

আখণ্ডলসমো ভর্ত্তা জয়ন্তপ্রতিম সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলমীমঙ্গলাভব॥

তোমার স্বামী অখণ্ডল সম, তোমার পুত্র জয়ন্তপ্রতিম, তোমাকে অন্য আশীর্ব্বাদ আর কি করিব, তুমি পৌলমীর ন্যায় চির সৌভাগ্যবতী হও। অদিতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, বাছা, স্বামীর বহুমতা হও, স্বামীর অভিমতা হও।

অদিতির অনুমতি অনুসারে সকলে উপবিষ্ট হইলে দুষ্যন্ত ভগবান মারীচকে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সময়ে তাঁহার মানসিক বিভ্রান্তির কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যখনই মেনকা অপ্‌সরতীর্থ হইতে প্রত্যাখ্যানবিক্লবা শকুন্তলাকে দাক্ষায়ণীর নিকট আনয়ন করিলেন তখনই ধ্যান দ্বারা অবগত হইলাম দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতই তোমাদের এই বিপদের কারণ। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক দর্শনে ঐ শাপের অবসান হইয়াছে। ঐ কথা শুনিয়াই দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন, (সোচ্ছাসম্) এষ বচনীয়ামুক্তেঽস্মি—আঃ নিন্দা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম। শকুন্তলাও বলিলেন, দেখিতেছি আমাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করেন নাই, স্মরণ হয় না কখন আমাকে শাপ দেওয়া হইল। বোধ হয় যখন আমি বিরহে শূন্যহৃদয় তখন আমাকে শাপ দেওয়ায় কিছুই জানিতে পারি নাই। তাই আমাকে সখীদ্বজনে আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয়ক দেখাইবার কথা বিশেষভাবেই বলিয়াছিলেন। ভগবান কশ্যপ শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে, বিদিতার্থাসি তদিদানীং সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ। বৎসে, এখন সব কথা জানিয়া সহধর্ম্মীর প্রতি ক্রোধ করিও না। শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মনে অজ্ঞতাবশতঃ সামান্য মেঘ যাহা জন্মিয়াছিল তাহা দুর্ব্বাসার অভিশাপের বিবরণে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইল।

দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলন ঐরূপে সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভগবান মারীচ দুষ্যন্তকে বলিলেন, বৎস, শকুন্তলার পুত্রের জাতকর্ম্মাদি আমরা সম্পন্ন করিয়াছি। তুমি উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছ ত? দুষ্যন্ত সানন্দে বলিলেন, ভগবন্, ঐ পুত্রের উপরেই ত আমার

বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তাহা শুনিয়া ভগবান মারীচ যাহা বলিলেন, তাহা আশীর্ব্বাদ ও বরের সমন্বয়ে অপূর্ব্ব। তিনি বলিলেন—

তথা ভাবিনমেনং চক্রবর্ত্তিনমবগচ্ছতু ভবান্ ; পশ্য,

রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্থজলধিঃ

পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধাম প্রতিরথঃ।

ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ

পুনর্যাস্যত্যাখ্যা ভরত ইতি লোকস্যভরণাৎ॥

জানিয়া রাখ তোমার এই পুত্র ভবিষ্যতে চক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবে। অপ্রতিহতগতি রথে জলধি উত্তীর্ণ হইয়া সে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিবে। এখানে জন্তুগণকে সবলে দমন করে বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে সর্ব্বদমন ; পরে বিশাল সাম্রাজ্যের জনগণের ভরণ করায় তাহার নাম হইবে ভরত।

দাক্ষায়ণী অদিতি বলিলেন, মহর্ষি কণ্বকে এ সুসংবাদ দেওয়া হোক। মারীচ বলিলেন, তিনি তপপ্রভাবে সব কথাই অবগত আছেন ; তবুও এ সুখের সংবাদ দেওয়া উচিত। তিনি শিষ্য গালবকে বলিলেন, ইদানীমেব বিহায়সা গত্বা মম বচনাৎ তত্র ভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয় যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপ-নিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন প্রতিগৃহীতা ইতি।—গালব এখনই আকাশ পথে গমন করিয়া মহর্ষি কণ্বকে বল যে, শাপের প্রভাব তিরোহিত হওয়ায় জাগ্রতস্মৃতি দুষ্যন্ত পুত্রবতী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাস ছিলেন হিন্দু ও হিন্দুত্বে বিশ্বাসী। হিন্দুর বিশ্বাস যোগসিদ্ধগণ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া

সূক্ষ্মদেহে কয়েক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে গমন করিতে পারেন। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বা কল্পনার খেলা ইহা নয়; যাঁহারা সাধনমার্গে পদক্ষেপ মাত্র করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহা বাস্তব সত্য। গোরক্ষপুর রাণাপ্রতাপ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত "শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ" পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ স্বামীজীর দীক্ষাগুরু যোগিরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী মহাপুরুষ ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের এ দিকে শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ-জীর ন্যায় মহাপ্রভাবশালী মহাত্মা আর কেহ নাই। মহাত্মা শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ নাথজীকে দাদা (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) বলিতেন এবং নাথজীর নাম হইলেই তিনি কপাল স্পর্শ করিতেন। অক্ষয়বাবু প্রণীত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষালাভার্থে ইংলণ্ডবাসী পুত্রের সংবাদ না পাওয়ায় শোকাতুরা জননীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নাথজী মহারাজ সূক্ষ্মদেহে সমুদ্রবক্ষেভাসমান জাহাজে শিক্ষার্থী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহিলাকে সব কথা অবগত করান।

যখন সব কার্য্য সুসম্পন্ন হইল তখন ভগবান মারীচ দুষ্যন্তকে ইন্দ্ররথে পুত্র ও পত্নীসহ নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। তিনি যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন তাহা অমূল্য। তিনি বলিলেন,

তব ভবতুবিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু।
ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব।

যুগশত পরিবর্ত্তানেবমন্যোন্য কৃত্যৈ
র্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহ শ্লাঘনীয়ৈঃ ॥

মানুষ ও দেবতার আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া জগতে সুখ-সমৃদ্ধি হয় না। কালিদাস এই ভাব বহু স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ বিনশ্যতি—অর্জ্জুন ইহা দৃঢ়নিশ্চিতরূপে জানিও ভগবানকে ধরিয়া যে ঘরকন্না করে তাহার বিনাশ হয় না। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানুষ আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া চলে বলিয়াই বিপদের অন্ত নাই। সুপ্রসন্ন মারীচ দুষ্মন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুহরামি। দুষ্মন্ত বলিলেন, ইহার পরেও প্রিয় ? তখনও পর্য্যন্ত দুষ্মন্তের মন আত্মপরতাতেই নিবিষ্ট ; নিজের স্ত্রী, নিজের পুত্র, নিজের রাজ্য, নিজের প্রজা লইয়াই তাঁহার মন ব্যস্ত। তপস্যাভূমির মাহাত্ম্যে এবং ভগবান মারীচের সঙ্গগুণে তাঁহার মন আত্মপরতার ঊর্দ্ধে পরার্থপরতার স্তরে উঠিয়া আসিল, তাই ভরতবাক্যে প্রার্থনা হইল।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতমহতাংমহীয্যতাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥

রাজা মাত্রেই প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকুন ; শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীগণের বাক্য সর্ব্বত্র আদৃত হউক ; স্বয়ম্ভূ শিব আমাকে পুনর্ভব হইতে মুক্তি দান করুন। রাজা যদি আত্ম-সর্ব্বস্ব ও শোষক না হইয়া জনগণের মঙ্গলসাধনে রত থাকেন এবং ধার্ম্মিক জ্ঞানীগণের বাক্য শ্রদ্ধার সহিত অনুসৃত হওয়ায় যদি মানবের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হয় তাহা হইলে ত নরলোক

স্বর্গে পরিণত হইবে। আত্মচিন্তাও রহিয়াছে, তবে তাহা ভোগভূমির আমার নয়, বহু ঊর্দ্ধের মুক্তি বা মোক্ষের আমার। মহাকবি কালিদাস তাঁহার গ্রথিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের একখানি জীবন্তচিত্র অঙ্কিত করিয়া যেন প্রণয়-পিয়াসীকে এই শিক্ষা দিলেন, যদি চন্দন-উশীর-মৃণাল সমাকুল ফুল্ল উপবনে, রূপের নেশায় বিভোর হইয়া, রক্তমাংসের ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া, আত্মসর্ব্বস্ব বা স্বার্থপর প্রণয়ে জীবনের আনন্দপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার উপর পড়িবে সত্যদ্রষ্টার অভিসম্পাৎরূপে দেবতার রোষ; মিলনের পরিবর্ত্তে আসিবে বিরহ, আনন্দের পরিবর্ত্তে আসিবে শোক, অনুতাপ, নিরাশা। আর যদি লালসাহীন কঠোর সংযমের ভূমিতে দাঁড়াইয়া তোমার প্রায় অবরুদ্ধ মনের দ্বারে উপস্থিত মিলনের আশাকে তিতিক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন কর, তাহা হইলে অপত্যপ্রীতিবর্দ্ধিত, সাফল্যমণ্ডিত দাম্পত্য প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। দেব-দেবর্ষিসহ সারা বিশ্বের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে ঝরিয়া পড়িবে; তোমার চারিদিকে জীবনের সাফল্য মন্দার কুসুমের ন্যায় সৌরভে গৌরবে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মনের সিংহাসনে প্রণয়ের স্থানে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

—

পরিশিষ্ট

কালিদাসের ফুল

কালিদাসের লেখা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার সময়ে অন্য বহু কলাবিদ্যার সহিত উদ্যানরচনাবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। বন, তপোবন, উপবন, প্রমোদবন প্রভৃতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সেকালের শিক্ষিতেরা সম্যক ভাবেই অবগত ছিলেন। কোন্ ফুল কোন্ ঋতুতে, কোন্ মাসে বেশী পরিমাণে ফুটে তাহা সেকালের শিক্ষিতেরা ভাল রূপেই জানিতেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় দুষ্যন্ত তাঁহার সেনাপতি বিদূষক মাধব্যকে মূর্খ বলিয়াছেন, অথচ সেই মূর্খ মাধব্যই শকুন্তলা-প্রণয়-কাতর দুষ্যন্তকে বলিলেন, দেখিতেছি তুমি তপোবনকে উপবন করিয়া তুলিবে। উপবন কিছুকাল পূর্ব্বের বড়লোকগণের বাগান-বাড়ীর অনুরূপই ছিল। ফুলের কথাও সেকালের শিক্ষিতেরা ভালরূপেই জানিতেন, মেঘদূতের উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ তদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

টীকাকার মল্লিনাথ বুঝাইয়াছেন যে মর্ত্ত্যভূমের অধিবাসীগণ ছয়টি ঋতুর সম্পদ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করে; অলকা স্বর্গভূমি

বলিয়া সেখানের অধিবাসীগণ ষড়ঋতুর কুসুমাদি সম্পদ একই সময়ে উপভোগ করে। ঐ শ্লোকটির অর্থ: অলকার রমণীগণ হস্তে লীলাকমল বা পদ্মফুলের তোড়া লইয়া চলেন। পদ্ম শরতকালের ফুল, বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হেমন্ত শেষে শিশির সম্পাতে পদ্মপত্র শুকাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত পদ্মফুল ফুটিলেও শরতকালেই বেশী ফুটে এবং সেজন্যই পঙ্কজ শরত-কালের লক্ষণ। ঐ রমণীগণের অলকে বালকুন্দ অনুবিদ্ধ। যে কালিদাসের লেখায় একটি শব্দ বা অক্ষর বৃথা প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না, তিনি কেন কুন্দ শব্দে 'বাল' বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন? টীকাকার বুঝাইয়াছেন কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে দুই-চারিটি ফুটিতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকালে বিরলপত্র কুন্দবৃক্ষে দুই-চারিটি ফুল ফুটিলেও কুন্দ মাঘ মাসের ফুল, মাঘ মাসেই বেশী ফুটে। মাঘের কুন্দকে হেমন্তকালে টানিয়া আনিতে হইয়াছে বলিয়াই কালিদাস 'বাল' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বহু কবিই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজ কবি সুপণ্ডিত Milton তাঁহার Comus কাব্যে প্রিমরোজ ফুলটিকে সময়ের পূর্ব্বে ফুটাইবার উদ্দেশ্যে "Rathe primrose" লিখিয়াছেন। অলকার রমণীগণ শীতকালে মুখে লোধ্রপরাগ মাখায় মুখের শুভ্রতাশ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে। লোধ্র বা লোধ হেমন্তকালের ফুল। বড় বন্যবৃক্ষ হেমন্তকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে ভরিয়া ওঠে। পরাগ-প্রধান ঐ ফুলের পরাগ বৃক্ষতলে মাটিতে পড়িয়া স্থূল বা পুরু স্তর জমিয়া ওঠে। ঐ পরাগ সংগ্রহ করিয়া কৌটায় বা পুটকে রক্ষিত হইত এবং শীতাগমে শীতাঘাত নিবারণের জন্য রমণীগণ

পাউডারের মত ব্যবহার করিতেন। অলকার রমণীগণের চূড়ার পাশে নব কুরবক গ্রথিত। কুরবক লইয়া কিছু গোল ঘটিতে দেখা যায়। ইহা কুরবক এবং কুরুবক দুই রূপেই প্রচলিত। কুরবক আমাদের সুপরিচিত ঝিন্টি বা ঝাঁটিফুল। ইহা চারি জাতীয়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অর্থাৎ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। যদিও কালিদাসের কাব্যে ঐ চারি বর্ণের কুরবকই দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি পীত বর্ণের কুরবকই দেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কালিদাসও পীত কুরবকের প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। কুমারসম্ভবে অকাল বসন্তোদয়ে কালিদাস কুরবকের বিশেষণ দিয়াছেন "কান্তাননের দ্যুতিচোর"; পীতাভ বর্ণই রমণী আননে বহুবাঞ্ছিত। কুরুবক ফুল বসন্তকালে ফুটিতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে, সেইজন্যই বসন্তের কুরবক সম্বন্ধে কালিদাস 'নব' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অলকার রমণীগণের কর্ণে শিরীষ কুসুমের অবতংস শোভা পায়। শিরীষ গ্রীষ্মের ফুল। শকুন্তলা নাটকের প্রথমেই গ্রীষ্মসময় অধিকার করিয়া নটী গাহিয়াছেন, রমণীগণ ভ্রমরদ্বারা ঈষৎচুম্বিত সুকোমল-কেশর শিরীষফুল লইয়া ধীরে সন্তর্পণে অবতংস করিতেছেন। অলকার রমণীগণের সীমন্তে বর্ষাজাত নীপ বা কদম্বকুসুম শোভা পায়। মেঘোদয়ের সময় বর্ষাকালেই কদম্বকুসুম বিকশিত হয়। এক্ষণে ফুল সম্বন্ধে শিক্ষার অভাবে সুপণ্ডিত লেখকগণের লেখার মধ্যেও মাধবী, মালতী, মল্লিকা, যূথী, জাতি, কুন্দ প্রভৃতি বহু পুষ্পই এক সময়ে প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায়। ইহা কিন্তু বাস্তবতা বিরোধী।

ফুল সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য ফুলসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইলেই ভাল হয়। স্থলজ, জলজ, বনজ, উদ্যানজ, বৃক্ষজ, ক্ষুপজ, লতাজ প্রভৃতি বহু শ্রেণীতেই ফুলের বিভাগ করা চলে। যাঁহারা উদ্যানরচনা সম্বন্ধে বিস্তৃত পুস্তক রচনা করিবেন তাঁহাদেরই ঐরূপ নিপুণ বিভাগ করা আবশ্যক। কালিদাসের ফুল সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ফুলগুলিকে পঞ্চবাণ ও ঋতুকুসুম এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিলেই কাজ চলিবে বলিয়া মনে করি।

পঞ্চবাণ

শৈশবে পাঠশালায় প্রথম শতকিয়া শিক্ষার সময় সহপাঠিগণের সহিত সুর মিলাইয়া 'পাঁচে পঞ্চবাণ' আবৃত্তি করিতে সুরু করিয়া বহুবর্ষ পরে জীবনসায়াহ্নে আজও পঞ্চবাণের স্বরূপ নির্ণয়ের পথেই চলিয়াছি। মানবজীবনের উপর পঞ্চবাণের প্রভাব এরূপ ব্যাপক যে পঞ্চবাণ মন্মথের সুন্দর ও তদ্বিপরীত বহুবিধ ছবিই কবি ও চিত্রকরগণ শব্দে ও বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার রূপবৈচিত্র্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। মন্মথ আমার আলোচনার বাহিরে ; তাঁহার সায়ক পাঁচটিই আমার আলোচ্য।

কাব্যাদিতে মন্মথের শর পাঁচটির উল্লেখ এইরূপ পাওয়া যায়—

অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চশরস্য সায়কাঃ॥

ফুলের নামগুলি সুন্দর এবং চিরপরিচিতের বেশে সজ্জিত।

নাম পরিচিত হইলেও নামী পরিচিত কি না তাহাই পরীক্ষিতব্য। নামী অপেক্ষা নাম বড় এ কথাটা এদেশে বহুধা কীর্ত্তিত হইলেও মনটা সব সময়ে উহাতে সায় দিতে রাজী নয়। নাম অপেক্ষা নামীকেই সে বড় ভাবিতে শিখিয়াছে, কাজেই নামীর সন্ধান করিতেই সে ব্যস্ত হয়। নাম ধরিয়া নামীর সন্ধান করিবার জন্য কালিদাসের কবিহস্তরচিত কুসুম-উপবনে প্রবেশ করিয়া মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

পঞ্চবাণের ফুল পাঁচটি

১। **অরবিন্দ**—সুপরিচিত লালপদ্ম। ইহাকে কোন কোন স্থানে 'টিরে' লালপদ্ম বলে। শ্বেতপদ্মই শতদল বা চাপ হয়। দুই-এক স্থানে শতদল বা চাপ লালপদ্মও দেখিয়াছি, তবে তাহা বিরল। অরবিন্দ বর্ণপরিবর্ত্তনশীল (mutable); প্রভাতে যখন ইহা প্রস্ফুটিত হয় তখন ইহার বর্ণ স্থলপদ্মের বর্ণের ন্যায় লোহিতাভ বা গোলাপী; দিবসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্থলপদ্মের বর্ণের ন্যায় ইহার বর্ণেরও গাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ইহা বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হেমন্তের শিশিরসম্পাতে পদ্মপত্র শুকাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। শরতকালই অরবিন্দের প্রকৃষ্ট সময়। পশ্চিমবঙ্গের এবং ছোটনাগপুরের বহু তড়াগ, দীর্ঘিকা ও সরোবরই বিকশিত অরবিন্দে ভরিয়া উঠে এবং বহু দূর পর্য্যন্ত বায়ুস্তর পদ্মগন্ধে আমোদিত হয়।

২। **অশোক**—অশোকবৃক্ষ বকুল, শিরীষ, তিলক, কদম্ব, কর্ণিকার, কোবিদার, কুটজ প্রভৃতির ন্যায় বড় বৃক্ষ। অশোক

বিশেষ আদরের বৃক্ষ ছিল বলিয়াই মনে হয় ; রামায়ণে রাবণের অশোকবনের কথা আছে ; বাংলার কোন কোন জমিদার অশোক কানন রচিয়াছিলেন। অশোক দুই ভিন্ন বর্ণের, শ্বেত ও রক্ত। রক্তাশোক সমরোদ্দীপক বলিয়া বিলাসীগণের পুষ্পোদ্যানে রক্তাশোক বৃক্ষই রোপিত হয়। অশোক বৃক্ষে বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম বর্ষা পর্য্যন্ত ফুল হয়। লালবর্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা ভরিয়া উঠে। অশোক বৃক্ষের বহু অংশ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অতীত গৌরবের দিনে ভারতবাসী এরূপ উদ্যানপ্রিয় ছিলেন যে, তরু, লতা ও গুল্মগুলিকে তাঁহারা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গণ্য করিতেন। গর্ভবতী আত্মীয়াকে দোহদ দিবার ব্যবস্থা যেরূপ প্রচলিত ছিল, তরুলতাগণেরও সেইরূপ দোহদ দিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রমদাগণের অলক্তকরঞ্জিত অলঙ্কার-শোভিত চরণের আঘাতে অশোকপুষ্প বিকশিত হইত বলিয়া কবিপ্রসিদ্ধি আছে। একজন কবি লিখিয়াছেন—

"হে অশোক কোন রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল ?"

৩। **চূত**—আমাদের চিরপরিচিত আম্র। মৃদুমন্দ পবন আম্রমঞ্জরীর মনোমদ গন্ধ মাখিয়া অনেক কবির নিকট বসন্তের সংবাদ বহন করিয়া আনে। বসন্তের কোকিল সম্বন্ধে কালিদাস চূতাঙ্কুরকষায়কণ্ঠ বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন। কাব্যাদিতে চূতকষায়কণ্ঠ বিশেষণটি কোকিল সম্বন্ধে বহুশঃ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। কোকিলে আম্রমুকুল ভক্ষণ করে কি না এবং সেরূপ করিলে তাহার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও মধুরতা বৃদ্ধি পায়

কি না, কিম্বা উহা মাত্র কবিসময় প্রসিদ্ধি, ঠিক জানিতে পারি নাই; তবে বসন্ত সমাগমে আম্রমুকুলের গন্ধে যখন দশদিক আমোদিত হয় তখন অন্য জীবগণের ন্যায় কোকিলাদি বিহঙ্গমগণেরও জৈব আনন্দ এবং কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও মাধুর্য্য যে বৃদ্ধি পায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছি। যৌবনোচ্ছল মানুষের ত কথাই নাই—কবিত্বহীন, অতীতযৌবন মানুষেও মুকুলনমিতশীর্ষ আম্রবৃক্ষ দর্শনে, মন্মথের শরের আঘাত অনুভব না করিলেও, দেহমনে জৈব আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন।

৪। **নবমল্লিকা**—ইহা কোন্ ফুল? আভিধানিক পুষ্পবিশেষ বলিয়াই ক্ষান্ত, কেহ কেহ কিছু অগ্রসর হইয়া নূতন বা নববিকশিত মল্লিকাফুল বলিয়া নিশ্চিন্ত। ব্রাহ্মণগণ ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিলেও তাঁহাদের ফুল চিনিবার আবশ্যক ও অবসর নাই। শাস্ত্রগ্রন্থে "জাতি পুষ্পেন হবনং" নির্দ্দেশ থাকিলেও ফুল-না-জানা পুরোহিত অষ্ট্রেলিয়া হইতে নবাগত বোকেন ফুলকে জাতিপুষ্প ধরিয়া লইয়া হবন কার্য্য সমাধা করেন। তাহার উপর কোন কোন পণ্ডিত নবমল্লিকা ও নবমালিকা একই ফুল ধরিয়া লওয়ায় বিশেষ গোল ঘটিয়াছে। শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রাকৃতে 'নোমলিয়া'র উল্লেখ আছে। মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সঙ্কলিত শকুন্তলায় নোমলিয়া বা নবমল্লিকা পাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ এবং বোম্বাইএর পণ্ডিতগণও নোমলিয়া পাঠই উদ্ধার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নোমালিয়া বা নবমালিকা পাঠ উদ্ধার করিয়া

কিছু গোল ঘটাইয়াছেন। নবমালিকা নামে একটি পুষ্পলতা আছে তবে সেই "কঙ্কেলি পুষ্পরুচিরা নবমালিকা" শরতকালের ফুল এবং নবমল্লিকা বসন্তকালের ফুল।

কালিদাস তাঁহার কাব্যাদিতে বহুস্থানেই নবমল্লিকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ঐ লতার বহু গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল হইতে জানিতে পারা যায়, নবমল্লিকা বড় লতা ; উহা আম্রবৃক্ষকে অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নবজাত সুদীর্ঘ বিটপীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া উপরে উঠে। কবিগণ সেইজন্য ইহাকে সহকারের স্বয়ম্বরবধূ বলিয়া বর্ণনা করেন। নবমল্লিকা বসন্তকালে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার ফুল স্তবকে স্তবকে বা গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হয়। ফুলের গন্ধ মনোমদ। ফুলের পূর্ব্বজাত নব কিসলয়ের মধ্যে বিকশিত কুসুমগুচ্ছ হাস্যবিকশিত অধরের সৌন্দর্য্যের ছবিই মনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলে। রঘুবংশের নবম সর্গে দশরথের রাজ্যে বসন্তের আগমনের বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

অমদয়ন্মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী ॥

চারুবিলাসিনী নবমল্লিকা তরুর উপরে উঠিয়া কিসলয়াধরে কুসুমহাস্য বিকশিত করিয়া মন বিমোহিত করিতে লাগিল।

নবমল্লিকার অতিমুক্ত, মাধবী, বাসন্তী, ফলিনী, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি বহু নাম দেখা যায়। ইহা **অতিমুক্ত লতা** (Semi creeper)। আশ্রয় না পাইলেও ইহা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে না। কাটিয়া ছাঁটিয়া তরু আকারেও ইহাকে উদ্যানে রক্ষিত হইতে দেখা যায়।

ইহা **ফলিনী** ; ফুল শেষ হইলে ক্ষুদ্রাকারের শিরীষ ফলের ন্যায় ফলগুচ্ছে লতাটি ভরিয়া যায়। ইহা **মাধবী** বা **বাসন্তী** ; মধু ঋতুতে বা বসন্তকালে ফুটে বলিয়া মল্লিনাথ উত্তর মেঘের ১৭ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "মধৌবসন্তেভবা মাধবী"। অমর-কোষে দেখা যায় "অতিমুক্ত, পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবী লতা।" বর্ত্তমানে অনেকের উদ্যানে বসন্তকালে Bignonia venusta Quisqualis, Porter's Joy প্রভৃতি বহু বিদেশিনী লতিকা কুসুমিতা হইলেও মাধবী ও মালতী লতাদ্বয় এখনও ভারতের গৌরব। কালিদাস উদ্যান বর্ণনায় বহু স্থানেই লতাকুঞ্জ বা মাধবীমণ্ডপ রচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে পাইতেছি পঞ্চবাণের চতুর্থ সায়ক নবমল্লিকা আমাদের চির পরিচিতা মাধবীলতা।

৫। **নীলোৎপল**—বর্ষাশেষে ও শরতকালে সরোবর আদির ধারে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়া শীতের শিশিরপাতে লতাগুলি নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে। ইহার লতা বা ঝাড় পদ্মলতা জাতীয়। ফুলের বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। ইহার নাম কুবলয়, ইন্দিবর বা ইন্দীবর, নীলোৎপল, নীলপদ্ম। বাল্মিকীর রামায়ণে দুর্গাপূজার কথা না থাকিলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণে বঙ্গদেশের দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ আছে। সুন্দর চক্ষু নীলোৎপলের সহিত তুলিত হয়। কমললোচন রামচন্দ্রের চক্ষু নীলোৎপল তুল্য ছিল, ইহা প্রকট করিবার জন্যই যেন কৃত্তিবাস মানসসরোবর হইতে হনুমানের দ্বারা একশত আটটি নীলপদ্ম আনয়নের, একটি ফুল দেবীর লুকাইয়া রাখার, এবং

সংখ্যা পূরণের জন্য রামচন্দ্রের নিজের একটি চক্ষু উৎপাটনের কামনার উপন্যাস রচিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে কুমুদিনী শব্দই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। নলিনী যেরূপ সূর্য্যের প্রিয়া কুমুদিনীও সেইরূপ চন্দ্রের প্রিয়া। ইহা কবিপ্রসিদ্ধি যে সূর্য্য ও চন্দ্র উদিত হইলেই নলিনী ও কুমুদিনী প্রস্ফুটিতা হয় এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের অস্তগমনে তাহারা মুদিতা হয়। প্রকৃত তথ্য একমাত্র উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিকই জানাইতে পারেন।

কুমুদের সহিত ওতপ্রোতভাবে কহ্লারও ফুটে। এই দুই ফুলকে গ্রাম্যভাষায় সুঁদি ও শালুক বলে। অনেক সময়ে ঐ দুই ফুলের পার্থক্য ঠিক ধরা যায় না। জলে ভাসমান সুঁদি লতার পত্রের বর্ণের গাঢ়তায় এবং তাহার প্রান্তভাগের কুঞ্চনের বিশেষত্বে দুই লতার পার্থক্য বুঝা যায়। শালুক ফুলের রং শুভ্র এবং সুঁদি ফুলের রং নীলাভ, কাজেই ফুলের পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। পাতার ও ফুলের পার্থক্য থাকিলেও ফল ও মূল এক প্রকার এবং এক শালুক নামেই অভিহিত। শালুকের ন্যায় সুঁদি ফুলেরও ফল হয়। আকার দুই-এরই এক, কতকটা কচি দাড়িম্বের মত, নামও এক, ভেঁটই ঐ ফলের নাম। সুপক্ক ভেঁটের সর্ষপ আকার বীজগুলি ভাজিলে খৈ হয়। উহা লোকে খৈ মুড়ির মত খাইত। ভিয়ান করা গুড় বা চিনি সহযোগে লাড়ু তৈয়ার হইয়া তাহা হাটে বাজারে রেলষ্টেশনে বিক্রয় হইত। সুঁদি শালুকের লম্বা ওলের আকার গেঁড় বা মূলও মানুষের খাদ্য। গেঁড়ের গায়ে পাটনাই কুলের আকারের গেঁজ বা অঙ্কুর হয়, তাহা আগুনে পুড়াইয়া মানুষে খায়। অন্নহীন কেহ কেহ ঐ মূলের ছাল

ছাড়াইয়া, দালনার ওলের আকারে কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইত। উহা লইয়া শক্তি ও কবিত্ব পূর্ণ এবং সুচারুরূপে ভাবপ্রকাশক কিছু বাক্যও জন্মিয়াছিল। বর্ত্তমানের সাহিত্যিকগণের অবহেলায় তাহা লুপ্ত হইতেছে। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে গিরিডি হইতে পিতামাতার কাছে বাঁকুড়া জেলার জন্মপল্লীতে আসিয়া আকস্মিকভাবে ঐরূপ একটি কথা শুনিয়াছিলাম, আজও তাহা বেশ মনে আছে। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম এক ডোম-জাতীয়া স্ত্রীলোক অন্য এক স্ত্রীলোককে বলিতেছে, "শালুক খেয়ে দাঁত কালো, লোকে বলে আছ ভালো।" কথাটা আমার কাছে নূতন; কানে বেশ লাগিল। সে সময়ে "গাঁয়ে মায়ে সমান" ভাবটা পল্লীবাসীর অস্থিমজ্জাগত ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে ডোম বাগদি, মুচি পর্য্যন্ত যে কোন গ্রামবাসীকে সম্বোধন করিতে হইলে "খুড়ো-খুড়ী, দাদা-দিদি" প্রভৃতি সম্বন্ধবাচক সম্বোধন না করিলে নিন্দা হইত। মূসলমানকেও "চাচা, ভাই" প্রভৃতি সম্বোধন করা হইত। ঐ স্ত্রীলোকের কাছে গিয়া বলিলাম, "দুঃখহরা খুড়ী কি বলছিলে?" সে সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, "বাবা তুমিও ও-কথা শুনেছ? সবাই বলে তাই বলি, মানে কি তা জানি না।" শেষে দুই-চারিজন বৃদ্ধ কৃষক পাটোয়ার গোমস্তা ও পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উহার অর্থ বুঝিয়াছিলাম। উহার অর্থ "যাহা দেখিতেছ তাহা নয়।" "Things are not what they seem" or "Appearances are not realities"। ঐ ভাবটিই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ঐ কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন পরিবারের রমণীগণই দাঁতে মিশি দিতেন। মিশি

ব্যবহার করিলে দাঁতে একটি কালো রেখা জন্মিত। অন্নাভাবে শালুক গেঁড় সিদ্ধ খাইলেও দাঁতে কষ ধরিত। ভাসা-ভাসা দেখা মানুষে অন্নহীনের শালুক গেঁড়ের কষকে অর্থশালীর মিশির কষ ভাবিয়া যদি বলে "তুমি আছ ভালো" তাহা মিথ্যা, ভ্রান্তি-সঞ্জাত।

ঋতু কুসুম

গ্রীষ্ম বর্ষাদি ছয়টি ঋতুর কালিদাস যে পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই সংহৃত হইয়া ঋতুসংহার কাব্য হইয়াছে। উহাতে বিলাসী-বিলাসিনীগণের উপভোগের বস্তু এবং উপভোগ প্রণালীই প্রধান বর্ণনীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর কোন কোন ফুলেরও বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভব কাব্যের মদনদহন নামক তৃতীয় সর্গে অকালে বসন্তোদয়ের বর্ণনায় এবং রঘুবংশের নবম সর্গে দশরথের রাজ্যে বসন্ত আগমনের বর্ণনায় বসন্তকালের কতকগুলি ফুলের উল্লেখ দেখা যায়। কাব্যসকলের মধ্যেও মাঝে মাঝে ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন; কোথাও ফুলের বর্ণনা আছে, কোথাও বা উপমার ভিতর দিয়া ফুলের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। কালিদাস সব বিষয়েই সংযত, বা পৌরাণিকের ভাষায় মর্য্যাদাভিজ্ঞ। কোন বিষয়েই তিনি যেমন সীমা লঙ্ঘন করেন নাই, ফুলের বিষয়েও সেইরূপ সীমার মধ্যেই অবস্থিত। উত্তর মেঘের ১৭ শ্লোকে যক্ষের অলকাস্থ উদ্যানের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা হইতে উদ্যান ও ফুল সম্বন্ধে কালিদাসের রুচির আভাস পাওয়া যায়। উহাতে রহিয়াছে—

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্রকান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্ম্মাধবী মণ্ডপস্য ।

কুরুবকের বা ঝাঁটির বেড়ার মধ্যে একটি মাধবীমণ্ডপ এবং তৎসন্নিহিত একটি অশোক ও একটি বকুল। ইহা পাতাবাহার গাছের এবং মৌসুমী ফুলের অসংযত চাপে জঙ্গল রচনা নয় ; ইহা নির্ম্মল বায়ু এবং প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্য উপভোগের স্থান। ঋতুসংহার কাব্যকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া 'ঋতুকুসুম' আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

গ্রীষ্ম

কুসুম্ভ—দাবানলের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনায় কবি ২৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন "বিকচ নবকুসুম্ভ স্বচ্ছ সিন্দূর ভাসা।" ইহা বাংলা দেশে 'কুসুম' বলিয়া খ্যাত। কৃষকগণ ইহার বীজের জন্য রবি-খন্দে ইহার চাষ করে। ইহার শ্বেতবর্ণ, কোণযুক্ত বীজগুলি বঙ্গবাসীগণ মুড়ি ও চালভাজার সহিত ভাজিয়া, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজার সময়, সাদরে আহার করে। কুসুম্ভ বা কুসুম ফুল (Safflower) জাফরাণ জাতীয়। ফুলের গোড়ার অংশে বা বীজকোষে বীজগুলি এবং তাহার উপরে কেশর বা কিঞ্জল্কগুলি থাকে। ঐ কিঞ্জল্কের রং-এই বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হইত। বসন্ত আগমনের প্রথমে শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে কুসুম্ভ-রাগ-রঞ্জিত নববস্ত্র পরিধানের প্রথা ছিল। বাংলায় ঐ প্রথা লুপ্তপ্রায় ; বিহার অঞ্চলে উহা এখনও পালিত হয় ; নারীগণ বসন্ত পঞ্চমীতে বাসন্তী রং-এ রঞ্জিত নববস্ত্র পরিধান করেন।

কুসুম্ভ-কিঞ্জল্ক সুপ্রতুল না হওয়ায় বস্ত্ররঞ্জনকার্য্য হরিদ্রা দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

শিরীষ—ঋতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় শিরীষ ফুলের উল্লেখ না থাকিলেও শকুন্তলার প্রস্তাবনায় দেখা যায় রমণীগণ গ্রীষ্মকালে শিরীষকুসুমের অবতংস বা কর্ণভূষণ করিতেন।

'কমল চিতাম্বু' ও 'পাটলামোদরম্য' রহিয়াছে ২৮ শ্লোকে।

কমল—পদ্ম। অরবিন্দ, শ্বেত শতদল প্রভৃতি নামে ও রূপে সুপরিচিত।

পাটল—ইহা বন্য গোলাপ (Rosa centifolia)। বন্য গোলাপ ভারতের গৌরব। গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের উপরে ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া ফুটে। কেহ কেহ পাটল অর্থে পারুল ফুল বুঝিয়াছেন। তাহা হইলে কবি পাটলী শব্দ ব্যবহার করিতেন। পাটলী বা পারুল উদ্যানজ ফুল। শকুন্তলার প্রস্তাবনায় "পাটল সংসর্গসুরভিবনবাতা" হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পাটল বনজ ফুল। বনজ কুসুমের সৌরভেই বনবায়ুর সুরভি হওয়া সম্ভবপর ; উদ্যানজ ফুলের সৌরভে বনবাতা সুরভি হইবে কিরূপে ?

বর্ষা

কন্দলী—ভূমি চম্পক বা ভূঁইচাঁপা।

কদম্ব—ইহা দুই প্রকার—(১) কেলিকদম্ব, গাছ বড় এবং ফুলও বড়। (২) নীপ বা ছোট কদম্ব। আকৃতিতে ও গন্ধে দুই ফুলই এক, কেবল আকারে একটি বড় অন্যটি ছোট।

সর্জ্জ—শাল। শালগাছের ফুলের গন্ধ মনোরম।

অর্জ্জুন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুকুল আকারে ফুল হয় ; গন্ধ মিষ্ট।

কেতকী—সুপরিচিত কেয়া ফুল। আকারে বড়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ফুলের উপরিভাগ তীক্ষ্ণ সূচীবৎ কণ্টকে আবৃত। গাছের দীর্ঘ পত্রগুলিও ঐরূপ কণ্টকযুক্ত। একটি ফুল গৃহে রাখিলে বহুদিন গৃহবায়ু সুরভি থাকে। গোলাপফুল হইতে যেমন গোলাপজল হয়, তেমনি কেয়াফুল হইতে কেওড়াজল হয়। পান-বিলাসীগণের প্রিয় কেয়াখয়ের নানাবিধ মশলা সহযোগে কেয়া ফুলের পাপড়ীর আবরণে তৈয়ার হয়।

কূটজ—কুড়্চি গাছ ও ফুল। গিরিমল্লিকা প্রভৃতি অন্য বহু নাম ইহার আছে। এক একটি ক্ষুদ্র পাহাড় কুড়চি বনে পূর্ণ। ইহার বীজের নাম ইন্দ্রযব। ইন্দ্রযব ও কুড়চি ছাল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

বকুল—গাছ বড়। চিরশ্যামল পত্রের বর্ণ ও সমাবেশ নয়নতর্পণ। শ্বেতবর্ণ ছোট ফুল, গন্ধ মনোমদ। বকুল ফুলের একগাছি মালা অনেক দিন থাকে। অনেকে দাঁতের গোড়া শক্ত হইবে বলিয়া বদরী আকারের বকুল ফল চর্ব্বণ করিয়া দাঁত মাজিয়া থাকেন।

মালতী—বড় লতা। ইহা অতিমুক্তলতা নয় ; আশ্রয় না পাইলে ইহা মাটিতে লুটায়। কেহ কেহ ইহাকে বড় বৃক্ষের উপর উঠাইয়া দেন ; কেহ বা ইহার দ্বারা লতাগৃহ বা মালতী-মণ্ডপ রচনা করেন। মাধবী ও মালতীলতা ভারতের গৌরবের বস্তু। মালতী ফুল সাদা, বিশিষ্ট আকার, গন্ধ মনোরম। আষাঢ় মাস হইতে ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ ভাদ্রে মালতীলতা ফুলে ভরিয়া যায়। শরদ্বর্ণনের দ্বিতীয় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন

"শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ।" মালতী ফুলের মালা বিলাসীগণের আদরের বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি বহু স্থানে লিখিয়াছেন "কণ্ঠে দুলিছে—মালতী মাদ"। কোন কোন ধনবান ব্যক্তি তাঁহাদের সুনির্ম্মিত গৃহের নাম রাখেন 'মাধবীকুঞ্জ' কিম্বা 'মালতীকুঞ্জ'।

যূথিকা—যুঁই ফুল। ইহার গাছগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ঝুপ করিয়া রাখা হয়; সেগুলিকেও খুঁটা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়; তাহা না হইলে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। যূঁই বহুবিধ; ক্ষুদ্র বা টিরে যূঁই, চাপ বা কাশীর যূঁই এবং লতা বা বারোমেসে যূঁই সাধারণতঃ দেখা যায়। দেখিতে পাওয়া যায় লতা যূঁইএর গাছ দুই তলার উপরে উঠে।

মল্লিকা—মল্লী = বল্লী = বেলী = বেলাফুল। ইহা যূঁই জাতীয়। রাই, মোতিয়া, শতদল প্রভৃতি বহু নামের ও আকারের বেলা ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গন্ধ মনোরম। ইহার গাছগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট ছোট ঝুপ আকারে রাখা হয়। বেলা ফুলের ঝাড়গুলি উদ্যানের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। বেলা ফুলের গাছ না কাটিয়া লতা-আকারে রাখিলে তাহা অনেক উপরে উঠে।

শরত

শরতকালে যে সকল ফুল বিকশিত হয় তাহার অধিকাংশই শুভ্র বর্ণের। প্রকৃতিদেবী যেন শুভ্র বসন পরিহিতা পবিত্রতা-রূপিণী হইয়াই আবির্ভূতা হন। শরদ্বর্ণনের দ্বিতীয় শ্লোকে কালিদাস উহা বিশদরূপেই প্রকটিত করিয়াছেন—

কাশৈর্মহী শিশির দীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥

কাশ—পল্লীভাষায় কাশি, কেশে। নদীর বালিতে গঠিত নূতন ভূমিতে জন্মে। শর জাতীয়, তবে শরের ন্যায় কাণ্ড নাই; শুধু পাতা। ইহা শুকাইয়া পল্লীবাসীগণ ধান সিদ্ধ করিবার জ্বালানি রূপেই ব্যবহার করে। যাহাদের খড়ের অভাব তাহারা কাশি দিয়া গোয়াল ঘরের এবং গোরুর চালার আচ্ছাদন করে। ইহার ফুল শরফুলেরই মত তবে আরও বেশী শুভ্র।

কুমুদ—নীলোৎপলের আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। কালিদাস এখানে কুমুদ শব্দে কুমুদ-কহ্লার বা সুঁদি শালুক দুইই বুঝাইয়াছেন মনে হয়। পল্লীবাসীগণ সাধারণতঃ সুঁদি শালুক এক সঙ্গে, এক অর্থেই ব্যবহার করে।

মালতী—পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

সপ্তচ্ছদ—এক একটি বোঁটায় সাতটি করিয়া পত্র থাকে বলিয়া ইহাকে সপ্তপর্ণ বা ছাতিম বলে। উগ্রগন্ধ বনজ ফুল। হস্তির মদক্ষরণের গন্ধের সহিত ইহার গন্ধ তুলিত হয়।

বন্ধুক—বাঁধুলি ফুল। রমণীগণের রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরের সহিত তুলিত হয় বলিয়া ইহাকে ওষ্ঠপুষ্পও বলা হয়। ইহার গাছও রক্তাভ।

কোবিদার—কাঞ্চন ফুল। ইহার ফুল শ্বেত, পীত, রক্ত প্রভৃতি বহু বর্ণের হয়। পীতেরই প্রাচুর্য্য। ইহার গাছ মধ্যম

আকারের। বিহারের বহু স্থানে দরিদ্র পল্লীবাসী বারির বা বাড়ীর (কুটীর ও তৎসংলগ্ন মকাই মড়ুয়া প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন-যোগ্য ভূমি) বেষ্টনী বা বেড়ায় কাঞ্চন (কোনার) ও মুগা (সজিনা) বৃক্ষ রোপণ করে। ঐ দুই-এরই পাতা শাকরূপে আহার করে। কাঁচাপাতা ছাড়া শুষ্ক সঞ্চিত পাতাও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। সজিনা পাতা বা সজিনা শাক বাংলার পল্লীতেও শাকরূপে ব্যবহৃত হয়; কাঞ্চন গাছের পাতা শাকরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না।

শেফালিকা—সুপরিচিত শিউলী ফুল। ইহা বনজ ফুল হইলেও উদ্যানজ হইয়া উঠিয়াছে। বনের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু বিস্তৃত শিউলীবন দেখা যায়। এদিকে বৃক্ষ-দোষ প্রশমনের জন্য উদ্যানে শেফালিকা রোপণ শাস্ত্রবিধি। ইহার মনোরম গন্ধ বায়ুস্তরকে মাতাইয়া তুলে। শিউলী ফুলের বোঁটা এরূপ আল্‌গা যে ফুল ফুটিলেই তাহা ঝরিয়া পড়ে; হাত দিয়া তুলিবার কোন সুযোগ মিলে না। ঝরাফুল সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই দেবপূজা, মাল্যগ্রন্থন প্রভৃতি সব কাজই সম্পন্ন হয়।

শ্যামালতা—প্রিয়ঙ্গু (Aglaia Roxburghiana)। ইহার ফুলের কলির বর্ণ শ্যাম, ফুটিলে ফুল সাদা। নবগ্রহস্তবে "প্রিয়ঙ্গুকলিকা শ্যামং" দেখা যায়।

নবমালিকা—প্রাকৃতে নোমালিয়া। কোথাও ইহাকে নেয়ালি ফুল (Jasminum arborescens) বলে, কোথাও বলে সেঁওতী ফুল। অমরকোষে একবর্গের ফুল রূপে পাওয়া যায়, "সুমনামালতিঃ জাতিঃ সপ্তলা নবমালিকা।" কালিদাস ইহাকে

"কঙ্কেলিপুষ্প রুচিরা" বলিয়াছেন। রাজপুতানায় এবং তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে বলে 'কঙ্কেড়', কঙ্কেলিরই উচ্চারণ-ভেদ। যূথিকার ক্ষুপের ন্যায় কঙ্কেড় ক্ষুপও খুঁটা দিয়া খাড়া রাখিতে হয়, না হইলে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

হেমন্ত ও শীত

এই দুই ঋতু ফুলের সময় নয়। এই দুই ঋতুতে খুব কম ভারতীয় ফুলই বিকশিত হয়। তবে এই সময়ে বিলাতী বা বিদেশাগত বহু ফুল উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিগণের উদ্যানে সযত্নে রোপিত ও পালিত হইয়া বিকশিত হয়। নানা বর্ণের এবং আকারের গোলাপ, Chrysenthemums (ইহার বাংলা নামকরণ হইয়াছে চন্দ্রমল্লী বা চন্দ্রমল্লিকা), Dahlia, Phlox, Sweet peas, প্রভৃতি নানারূপ মৌসুমী ফুল বা Season flowers বিকশিত হইয়া উদ্যান আলো করে। ঐ সব ফুল রূপে ও রং-এ নয়ন-তর্পণ হইলেও খুব কম ফুলেই সুগন্ধ আছে।

কালিদাস হেমন্ত ঋতুতে মাত্র তিনটি ফুলের নাম করিয়াছেন, তাহাও অন্য ঋতুর ফুল টানিয়া আনিয়া। সন্ধান করিলে ঐ দুই ঋতুতে আরও দুই পাঁচটা ভারতীয় ফুলের দর্শন যে না মিলিত তাহা বলা চলে না, তবে ফুলের বিষয়ে কালিদাসের রুচির কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কালিদাস-উল্লিখিত ফুল তিনটি—

লোধ্র—বনজ কুসুম ; পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

নীলোৎপল—আলোচিত ; হেমন্তেও দুইচারিটা থাকে।

প্রিয়ঙ্গু—বহু পূর্ব্বে সঞ্জাত হইয়া হেমন্তে পাকিয়া উঠিয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে।

বসন্ত

চূতাঙ্কুর—আম্রমুকুল। আলোচিত হইয়াছে।

পদ্ম—আলোচিত হইয়াছে।

কর্ণিকার—সুবর্ণ রং-এর পুষ্প, গুচ্ছে সজ্জিত। ইহা ক্ষুদ্রাকারের ঝাড়-লণ্ঠনের মত। পূর্ব্বে এদেশের রমণীগণ মণিমুক্তাখচিত যে কর্ণভূষণ ব্যবহার করিতেন চল্‌তি ভাষায় তাহার নাম ছিল 'ঝাড়', সাধু ভাষায় নাম ছিল 'কর্ণিকা'। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে দুর্গাদেবীর 'মণিকর্ণিকা' জলে পড়িয়া যাওয়ায় সে ঘাটের নাম হয় "মণিকর্ণিকার ঘাট"; এখনও সেই নামই প্রচলিত। সম্ভবত 'কর্ণিকা' হইতেই এ ফুলের নাম কর্ণিকার হইয়াছে। রং ও রূপের বাহার থাকিলেও ইহার গন্ধ নাই। কালিদাস সেই জন্য দুঃখ করিয়াছেন—

বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়াস্মচেতঃ।
প্রায়েন সামগ্র্যবিধৌগুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥

প্রাচীন নাম 'কর্ণিকার' অর্ব্বাচীন নাম 'স্বর্ণালু'। 'কর্ণিকার' হইতে হিন্দী 'কণিয়র' 'কনের', 'স্বর্ণালু' হইতে বাংলা 'সোণাল' 'সোঁদাল'।

ইহার ফলগুলি এক-দেড় হাত লম্বা কাল রং-এর যষ্টির মত। সেইজন্য বিহারে ইহার নাম 'বান্দর লোড়'। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার কোন কোন স্থানে সোঁদালকে 'বাঁদর লাঠি' বলে।

অশোক, নবমল্লিকা, কুরুবক—পূর্ব্বে আলোচিত।

কিংশুক—পলাশ ফুল। রূপে চারিদিক আলো করিলেও নির্গন্ধ। "নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ" বহুধা কবি উক্তি।

কুন্দ, বকুল—পূর্ব্বে আলোচিত।

তিলক—বনজ ফুল। গাছ মাঝারি আকারের। গাছের পাতা আমপাতার মত, তবে সূক্ষ্মাগ্র নয়। তিলক মঞ্জরী বা মুকুল, আম্র মুকুলের মত। বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে ইহাকে 'তিলা ফুল' বলে এবং সরস্বতী পূজার সময় যবশীর্ষের ন্যায় তিলা ফুলও অত্যাবশ্যক। পূর্ব্বে তিলা বা তিলক বন ছিল; তাহার নাম হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে "তিলাবাদ" "তিলাড়ি"। ছোট নাগপুরেও উহাকে 'তিলা' বলে, এবং উহা হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে "তিলাইয়া" "তিলাড়ি" প্রভৃতি। গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের কোডরমা স্টেশনের গ্রামটির নাম "তিলাইয়া", তাই পোষ্টাফিসের নাম "ঝুমরী-তিলাইয়া পোঃ আঃ" এবং অদূরবর্ত্তী ডি. ভি. সির বৃহৎ জলাধারটির নাম Tilaya Dam.

পিয়াল—বন্যবৃক্ষ; বিহারে 'পিয়ার' বলে। গ্রীষ্মকালে ইহার জম্বু আকৃতি পক্ব ফল সরু কাঠিতে গাঁথিয়া আদিবাসীগণ হাটে বাজারে বিক্রয় করে।

নমেরু—পুন্নাগ; ইহা নাগকেশর বর্গীয়। "পুন্নাগঃ নাগকেশরঃ" অমর। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় দাক্ষিণাত্যে পুন্নাগের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ওড়িষ্যায় ইহাকে 'পুলাং' বলে। ইহার টোপাকুলের আকৃতি ফল হইতে তেল হয়; ঐ তেল প্রদীপ জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়, উহাতে অন্য কাজও হয়।

সিন্ধুবার—নিসিন্ধা বা বোঁয়াই গাছ। বিহারে ইহাকে সিন্ধুয়ার বলে (অন্তস্থ ব) ইহা উপকারী বৃক্ষ ; কথায় বলে "নিম নিসিন্ধা আছে যেখানে মানুষ মরে কেন সেখানে?" নিমের ন্যায় ইহাও দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। কুরুবকের ন্যায় কেহ কেহ ইহার বেষ্টনী বা বেড়া তৈয়ার করেন। ইহার ক্ষুদ্র গোল ফুলগুলি সিন্দূর মার্জ্জিত মুক্তার ন্যায় ঈষৎ নীলাভ ; কাজেই কবির বাক্য "মুক্তাকলাপী কৃত সিন্ধুবারং" সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

—